Bengali translation of Henrik Ibsen's ROSMERSHOLM (Modern Library Edition) by Abdul Huq. Published by Bengali Academy, Dacca.

প্রথম প্রকাশ : ভাদ্র : ১৩৭৪
[আগস্ট : ১৯৬৭]

প্রচ্ছদপট : রশীদ চৌধুরী

ফজলে রাব্বি, প্রকাশনাধ্যক্ষ, বাঙলা একাডেমী, ঢাকা-২ কর্তৃক প্রকাশিত এবং এম. এম. রহমান কর্তৃক মডার্ণ প্রিন্টার্স, ৫৯/২, ইসলামপুর রোড, ঢাকা (পূর্ব-পাকিস্তান) থেকে মুদ্রিত।

ভূমিকা

এ-দেশের পাঠক-সমাজে ইবসেনের কয়েকটি নাটক বিশেষ পরিচিত : 'পুতুলের সংসার', 'প্রেতাত্মা', 'গণশত্রু' এবং 'বুনো হাঁস' ; এবং 'হেড্ডা গাবলার' কিছু পরিমাণে। এগুলি ইবসেন-প্রতিভার শ্রেষ্ঠ স্বষ্টি ; কিন্তু তার শ্রেষ্ঠ স্বষ্টির তালিকা এখানেই শেষ নয়। পশ্চিমী সমালোচক-মহলে 'রসমার্সহোম' তাঁর শ্রেষ্ঠ নাটকগুলির অন্যতম বলে বিবেচিত : কিন্তু এ-দেশের পাঠক-সমাজে তেমন সুপরিচিত বলে মনে হয় না।

'রসমার্সহোম' ইবসেনের মানস-ধারার এমন একটা পর্যায়ে লিখিত যখন সমাজ-চিন্তা এবং রাজনীতি-চিন্তার প্রতি তাঁর আকর্ষণ হ্রাস পাচ্ছে, এবং মানব-চরিত্র ও মানস-রহস্য সম্বন্ধে তিনি অধিকতর কৌতূহলী হয়ে উঠছেন। বস্তুতঃ এ-নাটকেই তাঁর রাজনীতি-চিন্তার (এবং সমাজ-চিন্তারও) পরিসমাপ্তি, এবং মনস্তত্ত্ব-চিন্তার সূচনা : তাঁর পরবর্তী নাটক 'সমুদ্র-নারী' একান্তভাবে মনস্তত্ত্বমূলক। সে-হিসাবে 'রসমার্সহোম' ইবসেনের নাট্য-জীবনের এক যুগ-সন্ধিক্ষণের রচনা। রাজনৈতিক সংঘাত এতেও আছে, কিন্তু শুধু প্রথমাংশে ; পরে ব্যক্তি তার স্বকীয় নাটকীয়তা নিয়ে মঞ্চে সার্বভৌম হয়ে উঠেছে। ইবসেনের সুদীর্ঘ সমাজ-ও-রাজনীতি-পরিক্রমার পর তাঁর নাটকে এই প্রথম ব্যক্তি সমাজ থেকে স্বতন্ত্র হয়ে উঠেছে ; সে এখন আর সমাজের প্রতিনিধিত্ব করছে না, স্ব-রূপে আত্মপ্রকাশ করছে। ইবসেন নিজে এই নাটক সম্বন্ধে বলেছেন, 'এটি একটি স্বষ্টিধর্মী নাটক, মানব ও মানব-নিয়তিই এর বিষয়বস্তু।'

।। খ ।।

এই নাটকের মৌল লক্ষ্য, সংক্ষেপে বলা চলে, আত্ম-জিজ্ঞাসা এবং আত্ম-আবিষ্কার। এর নায়ক রসমার এবং নায়িকা রেবেকাকে আত্মজিজ্ঞাসায় ব্যাপৃত হতে হয়েছে বিভিন্ন ঘটনার চক্রান্তে, এবং নাটক যখন শেষ হয়েছে শুধু তখনই তাদের প্রকৃত পরিচয় বিপুল ব্যাপ্তি—এবং পূর্ণতা—লাভ করেছে। কিন্তু সে-ব্যাপ্তির, সে-পূর্ণতার শর্ত কঠিনতম শর্ত। তারা পরস্পরকে কামনা করেছিল—রেবেকা সুপরিকল্পিত উপায়ে, এবং রসমার অজ্ঞাতসারে; তাদের মিলনে বাধা দেওয়ার মতো পৃথিবীতে কেউ এবং কিছুই ছিল না, তাদের বিবেক এবং তাদের প্রকৃতি ছাড়া; কিন্তু চূড়ান্ত সংঘাত ঘনিয়ে এসেছে এই বিবেক এবং প্রকৃতিকে কেন্দ্র করেই। রেবেকার প্রেম যে যথার্থ প্রেম, শুধু লালসা নয়, তার প্রমাণ দাবী করেছেন রসমার, তাদের মিলনের শর্ত হিসাবে। রেবেকা সে-প্রমাণ দিয়েছে, উভয়ে মিলিত হয়েছেও—কিন্তু সে-মিলন মৃত্যু-সম্মিলন। শুধু এই চূড়ান্ত ঘটনাটি ঘটার পরেই তাদের পূর্ণ পরিচয় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। শুধু তখনই আমরা উপলব্ধি করি যে নাটকের প্রথমে যাদের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল নাটকের শেষে তারা অন্য মানুষ হয়ে উঠলো। মানুষ হিসাবে তারা আমাদের চোখে রূপান্তরিত হয়ে গেল। কিরূপ নৈপুণ্যের সঙ্গে ইবসেন তা ঘটিয়েছেন, এবং চূড়ান্ত ঘটনাটিকে অনিবার্য করে তুলেছেন, এ-নাটকের সেটাই বিশেষ আকর্ষণ।

'রসমার্সহোম'-এর নাটকীয়তার মূল উৎস এর চরিত্রদের মানসক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া। এ-নাটকে প্রকৃত ঘটনা যা-কিছু ঘটেছে তা এর চরিত্রদের মনে, বাইরে নয়: সেই চূড়ান্ত ঘটনাটির পূর্ব অবধি। এই মানস-সংঘটন অতীত উদ্‌ঘাটন এবং বর্তমান-সংঘাত এই উভয়ের যুগ্ম-প্রভাবে, কিন্তু এটাও লক্ষণীয় যে অতীত-উদ্‌ঘাটন এবং বর্তমান-সংঘাত এই উভয়ই উভয়ের প্রভাবে উদ্ভূত। অন্যভাবে বলা চলে, 'রসমার্সহোম' অতীত এবং বর্তমানের সংঘাতের নাটক, এর অতীত-উদ্‌ঘাটন এবং বর্তমান-সংঘাত পরস্পরের যুগ্ম-প্রতিক্রিয়ার আবর্তে ঘূর্ণ্যমান।

মৃত অতীত ও রসমার্সহোমের অভিশাপের প্রতীক-স্বরূপ 'সাদা ঘোড়া'র বারংবার উল্লেখ এবং অতীত-চারণা ইবসেনের 'প্রেতাত্মা'

নাটকের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়; কিন্তু ঐ নাটকের অতীত-চারণায় যেখানে আমরা সমাজ ও তার নীতিবাদ সম্পর্কে অন্তর্দৃষ্টি লাভ করি, 'রসমার্সহোম'-এ সেখানে ব্যক্তি-স্বরূপ সম্পর্কে; অধিকন্তু ঐ নাটকে যেখানে বর্তমান অতীতের ঐতিহ্যভারে অভিভূত, এই নাটকে সেখানে বর্তমানও একান্ত সক্রিয়।

'রসমার্সহোম' নাটকে চিত্রিত জীবনধারার ঐতিহ্যের একটা লক্ষণ হচ্ছে অবিচল গাম্ভীর্য এবং নিশ্ছিদ্র বিষণ্ণতা। রসমার্সহোমে কোনো শিশু কখনো কাঁদে না এবং কোনো বয়স্ক ব্যক্তি কখনো হাসে না। কেমন একটা অবচেতন মৃত্যু-চিন্তা সূক্ষ্মভাবে এর আবহে শিরার অদৃশ্য রক্তধারার মতো প্রবহমান। উল্লেখনীয় যে বিষণ্ণতা এবং মৃত্যু-মনস্কতা ইবসেনের শেষ পর্যায়ের কয়েকটি নাটকেরও অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

আবদুল হক

চরিত্র

জোহানেস রসমার	রসমার্সহোম পল্লীর অধিবাসী, প্রাক্তন যাজক
রেবেকা ওয়েস্ট	রসমার পরিবারের পরিচালনকর্ত্রী
হেডমাস্টার ক্রল	রসমারের সম্বন্ধী, স্থানীয় স্কুলের প্রধান শিক্ষক
উলরিক ব্রেণ্ডেল	
পিটার মর্টেন্সগোর	
ম্যাডাম হেলসেথ	রসমার পরিবারের পরিচারিকা

স্থান : নরওয়ের পশ্চিম উপকূলবর্তী একটি ছোট শহরের নিকটে রসমার্সহোম পল্লীর এক বনেদী পরিবারের বাড়ী।

প্রথম অঙ্ক

[রসমার-ভবনের বসবাব ঘর ; প্রশস্ত, পুরানো রীতিতে সাজানো এবং আরামদায়ক। সামনে, ডানদিকে একটি স্টোভ, তাজা বার্চ-শাখা এবং বুনো ফুলে সাজানো। আরও পেছনে, একই দিকে, একটি দরোজা। পেছনের দেয়ালে একটি ফোল্ডিং দরোজা, হলঘরে যাতায়াতেব জন্য। বামদিকে একটি জানালা, তার সামনে একটি স্ট্যাণ্ডে ফুল এবং গাছ। স্টোভের পাশে একটি টেবিল, সোফা ও ইজি-চেয়ার। দেয়ালগুলোতে ধর্মযাজক, অফিসার ও সরকারী কর্মচারীদের আধুনিক ও পুরনো চিত্র। জানালা, হলঘরে যাতায়াতের দরোজা এবং আবও দূরে বাড়ীতে প্রবেশের দরোজা খোলা। বাইরে সুন্দর গাছে-ঢাকা পথ। গ্রীষ্মের সন্ধ্যা।

রেবেকা ওয়েস্ট জানালার পাশে একটি ইজি-চেয়ারে বসে একটি বড়ো সাদা পশমী শালে ক্রুশের কাজ করছে, তার কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। সে মাঝে মাঝে পথের দিকে তাকাচ্ছে কারও প্রতীক্ষায়। ডানদিক দিয়ে ম্যাডাম হেলসেথ প্রবেশ করলো।]

ম্যাডাম হেলসেথ। টেবিল গোছানো শুরু করি, মিস ?

রেবেকা ওয়েস্ট। হ্যাঁ, তাই করো। প্যাস্টর মশাই এখুনি এসে পড়বেন।

ম্যাডাম হেলসেথ। ওখানে আপনাকে ঠাণ্ডা লাগছে না, মিস ?

রেবেকা। হ্যাঁ, একটু লাগছে। জানলাটা না হয় বন্ধই করে দাও।

[ম্যাডাম হেলসেথ হলঘরে যাওয়ার দরোজা বন্ধ করে দিয়ে জানালার কাছে এলো]

ম্যাডাম হেলসেথ। (জানালা বন্ধ করার উপক্রম করে বাইরে তাকালো) আচ্ছা, উই যে ওখানে—পাস্টর মশাই, না ?

রেবেকা। (দ্রুত স্বরে) কোথায়? (উঠে দাঁড়লো) হ্যাঁ, তিনিই। (পর্দার পেছনে দাঁড়িয়ে) সরে দাঁড়াও, উনি যেন আমাদের দেখতে না পান।

ম্যাডাম হেলসেথ। (জানালা থেকে দূরে দাঁড়িয়ে) দেখুন দেখুন, মিস, উনি আবার কারখানার ওদিককার পথ ধরছেন।

রেবেকা। পরশু দিনও তিনি ও-পথ দিয়েই গিয়েছিলেন। (পর্দা ও জানালাব ফ্রেমের মাঝখান দিয়ে উঁকি দিয়ে) কিন্তু দেখা যাক, উনি—

ম্যাডাম হেলসেথ। কিন্তু উনি কি পায়ে-হাঁটা সাঁকো পার হওয়ার চেষ্টা করবেন?

রেবেকা। তাই আমি দেখতে চাই। (একটু থেমে) না, উনি ঘুরছেন। তিনি আবার ওপরের রাস্তা ধরে চলছেন। (জানালা ছেড়ে) অনেক ঘোরা পথ।

ম্যাডাম হেলসেথ। ডিয়ার লর্ড, হ্যাঁ। সাঁকোর ওপর পা দেওয়ার আগে প্যাস্টর মশাই বার বার ভেবে দেখবেন। যেখানে একবার ও-রকম ব্যাপার ঘটেছিল—

রেবেকা। (শালটা গুটিয়ে) কোনকালে মরে গেছে, তবু রসমার্সহোমের সবাই তাকে এখনো আঁকড়ে ধরে আছে।

ম্যাডাম হেলসেথ। আমি কিন্তু বলি, মিস, যারা মরে গেছে তারাই রসমার্সহোমকে আঁকড়ে আছে।

রেবেকা। (তার দিকে চেয়ে) যারা মরে গেছে তারা?

ম্যাডাম হেলসেথ। হ্যা, যারা মরে গেছে তারা, যারা বেঁচে আছে তাদেরকে যেন ছেড়ে যেতে পারছে না।

রেবেকা। কিসে থেকে তুমি সেকথা ভাবছ?

ম্যাডাম হেলসেথ। তাই যদি না হতো তা'হলে সেই সাদা ঘোড়া দেখা যেত না।

রেবেকা। সাদা ঘোড়া আবার কি, ম্যাডাম হেলসেথ?

ম্যাডাম হেলসেথ। সেকথা আমার বলতে ইচ্ছে করে না। আর তা ছাড়া, আপনি এসব কথা বিশ্বাসও করেন না।

রেবেকা। তুমি তা'হলে বিশ্বাস করো?

ম্যাডাম হেলসেথ। (গিয়ে জানালটা বন্ধ করে) আপনি আমাকে শুধু ঠাট্টা করবেন, মিস। (বাইরের দিকে তাকিয়ে) ওকি, কারখানার রাস্তার ওখানে মিস্টার রসমার, না?

রেবেকা। (বাইরের দিকে তাকিয়ে) ওই লোকটি? (জানালার কাছে গিয়ে) না, উনি তো হেডমাস্টার মশাই।

ম্যাডাম হেলসেথ। হ্যাঁ, তিনিই।

রেবেকা। খুশির কথা। তিনি নিশ্চয়ই এখানে আসছেন।

ম্যাডাম হেলসেথ। তিনি সোজা পায়ে-হাঁটা সাঁকোর ওপর যাচ্ছেন। অথচ মিসেস রসমার ছিলেন তাঁর বোন, একেবারে একই রক্ত-মাংস। যাই, আমি এখন টেবিলে খানা সাজাইগে, মিস ওয়েস্ট।

[সে ডান দিকে গেল। রেবেকা কিছুক্ষণের জন্য জানালায় দাঁড়ালো; তারপর হেসে বাইরের কাউকে 'নড' করলো। সন্ধ্যা ঘনাতে শুরু করেছে।]

রেবেকা। (ডানদিকের দরোজায় গিয়ে) ম্যাডাম হেলসেথ, তুমি কিছু বেশী খানা দিও। তুমি তো জানো হেডমাস্টার মশাই কি কি ভালোবাসেন।

ম্যাডাম হেলসেথ। (বাইরে থেকে) তা দিচ্ছি, মিস।

রেবেকা। (হলঘরের দরোজা খুলে) এতদিন পরে—। আপনি এসেছেন দেখে কী খুশী যে হয়েছি, মাই ডিয়ার হেডমাস্টার।

ক্রল। (হলঘরে, তাঁর ছড়ি দাঁড় করিয়ে রেখে) ধন্যবাদ। আমি আপনাদের ডিস্টার্ব করছি না তো ?

রেবেকা। আপনি ? এমন কথা আপনি বলতে পারলেন ?

ক্রল। (ভেতরে এসে) আগের মতোই অমায়িক। (এদিক-ওদিক তাকিয়ে রসমার কি ওপরের ঘরে ?

রেবেকা। না, তিনি বাইরে বেড়াতে গেছেন। তিনি আজ যেন একটু দেরীই করে ফেললেন, তবে এখুনি তিনি ফিরবেন। (সোফায় বসবার ইঙ্গিত করে) তিনি যতক্ষণ না আসেন ততক্ষণ বসুন।

ক্রল। (হ্যাট রেখে) অনেক ধন্যবাদ। (বসে চারদিকে তাকিয়ে) ঘরটা আপনি বেশ সাজিয়ে রেখেছেন দেখছি। সবখানেই ফুল।

রেবেকা। মিস্টার রসমার তাঁর চারদিকে তাজা ফুল দেখতে ভালবাসেন।

ক্রল। আর আপনিও ভালবাসেন, তাই না ?

রেবেকা। হ্যাঁ, ফুলের গন্ধ আমার খুব ভাল লাগে, শরীর যেন জুড়িয়ে যায়। কিন্তু কিছুদিন আগেও আমরা ফুল ব্যবহার করতে পারতাম না।

ক্রল। (ম্লান মুখে মাথা দুলিয়ে) হ্যাঁ, ফুলের গন্ধ বিয়াটাকে খুব খারাপ লাগতো।

রেবেকা। ফুলের রঙ-ও ওঁর খারাপ লাগতো। ফুল দেখলেই উনি কেমন যেন হয়ে যেতেন—

ক্রল। আমার মনে আছে, আমার মনে আছে। (ঈষৎ হাল্কা সুরে) তা, এখানে সবকিছু চলছে কি রকম ?

রেবেকা। সবই চলছে খুব ধীরে-সুস্থে। একদিন ঠিক অন্য দিনের মতোই।—আর আপনাদের কি রকম চলছে ? আপনার স্ত্রী ?

ক্রল। আহ, মাই ডিয়ার মিস ওয়েস্ট, আমাদের কথা বাদ দিন। একটা না একটা কিছু লেগেই আছে, বিশেষ করে আজকালকার দিনে।

রেবেকা। (একটু থেমে, সোফার পাশে একটা ইজি-চেয়ারে বসে) এতবড় ছুটি গেল, তবু আপনি এ বাড়ীর একটু পাশ ঘেঁষেও গেলেন না, এটা কি রকম বলুন তো ?

ক্রল। আমি আপনাদের বিরক্ত করতে চাই নি—

রেবেকা। আপনি যদি জানতেন যে আমরা আপনার কতো প্রতীক্ষা করেছি।

ক্রল। আর তা'ছাড়া, আমি বাইরেও গিয়েছিলাম।

রেবেকা। হ্যাঁ, গত দু'তিন সপ্তাহের জন্য। রাজনৈতিক সভায় আপনি বক্তৃতা দিয়েছেন শুনেছি।

ক্রল। হ্যাঁ। এ সম্বন্ধে আপনার মতামত কি ? আপনি কি মনে করেন এই বুড়ো বয়সে আমি রাজনৈতিক নেতা হয়ে উঠবো ? এ্যাঁ ?

রেবেকা। (ঈষৎ হেসে) তা, আপনি সব সময়েই একটু একটু রাজনীতি করেছেন বৈ-কি।

ক্রল। হ্যাঁ, তবে এক-আধটু আমোদের জন্য আর কি। কিন্তু এখন থেকে এ আর হাসবার ব্যাপার হয়ে থাকবে না, আপনাকে বলে রাখলাম। প্রগতিবাদী খবরের কাগজগুলো আপনি পড়েন তো।

রেবেকা। তা, হ্যাঁ, মাই ডিয়ার হেডমাস্টার, সেকথা অবিশ্যি আমি অস্বীকার করতে পারিনে—

ক্রল। মাই ডিয়ার মিস ওয়েস্ট—এর বিরুদ্ধে আমার কিছুই বলার নেই—আপনার বেলায়ও নেই।

রেবেকা। না, নিশ্চয়ই না। দেশে কি ঘটেছে তা তো জানবার ইচ্ছে হয়—সময়ের সঙ্গে তাল রেখে চলবার জন্য—

ক্রল। আমি অবিশ্যি মনে করি না যে একজন নারী হিসেবে আপনি এই রাজনৈতিক বিরোধে কোনো দলের পক্ষ নেবেন। আমাদের মধ্যে যে রাজনৈতিক বিরোধ চলছে তাকে প্রায় গৃহযুদ্ধই বলা চলে। কিন্তু আপনি বোধ হয় দেখেছেন এইসব 'জনগণের নেতা' আমার সঙ্গে কি রকম ব্যবহারটা করেছে? কী দুর্নাম আমার ওপর চাপিয়ে দেওয়ার ঔদ্ধত্যই না তারা দেখিয়েছে?

রেবেকা। হ্যাঁ, জানি; তবে আপনিও বোধ হয় তার উপযুক্ত প্রতিশোধ নিয়েছেন।

ক্রল। তা আমি নিয়েছি, যদিও তা যথেষ্ট নয়। কারণ আমি এখন রক্তের স্বাদ পেয়েছি; আর তারা শিগগীরই বুঝতে পারবে যে এক গালে চড় খেয়ে অন্য গাল এগিয়ে দেওয়ার মতো লোক আমি না। (প্রসঙ্গ বদলে) কিন্তু যাকগে—আজ সন্ধ্যেয় ওসব কথা যাক। এসব ভারী দুঃখজনক আর বিরক্তিকর কথা।

রেবেকা। আচ্ছা, যাক ওসব কথা।

ক্রল। এবার আমাকে বলুন—এখন তো আপনি একা, রসমার্সহোমে আপনার কি রকম চলছে? আমাদের বেচারী বিয়াটা মারা যাওয়ার পর—

রেবেকা। ধন্যবাদ, আমার ভালই চলছে। অবিশ্যি নানা ব্যাপারে বাড়ীটা বড় খালি খালি মনে হয়—মন ভারী খারাপ করে। তা না হলে—

ক্রল। আপনি কি এখানে থাকার কথা চিন্তা করছেন?—মানে, স্থায়ীভাবে।

রেবেকা। মাই ডিয়ার হেডমাস্টার, থাকা বা যাওয়া, কোনো কথাই আমি চিন্তা করি নি। এখানে আমার অভ্যাসটা এমন দাঁড়িয়ে গেছে যে মনে হয় আমি যেন এখানকারই।

ক্রল। কেন, আপনি তো এখানকারই।

রেবেকা। আর যে পর্যন্ত মিস্টার রসমার মনে করেন যে আমি তাঁর কোনো কাজে লাগবো বা আমি তাঁকে আরাম দিতে পারব সে পর্যন্ত বোধ হয় আমি এখানেই থাকব।

ক্রল। (আবেগপূর্ণ দৃষ্টিতে) জানেন, অন্যের জন্য নিজের গোটা যৌবনটা বয়ে যেতে দেওয়া নারীদের পক্ষে বাস্তবিকই খুব সুন্দর, যেমন আপনি করেছেন।

রেবেকা। এ ছাড়া আর কিসের জন্য আমি প্রাণ ধারণ করব?

ক্রল। প্রথমতঃ, আপনার পঙ্গু আর বদ-মেজাজী সৎ-বাপের অক্লান্ত সেবা করেছেন—

রেবেকা। আপনি অবিশ্যি মনে করবেন না যে আমরা যখন ফিনমার্কে ছিলাম তখন ডক্টর ওয়েস্ট ওই রকম বোঝা ছিলেন। সেখানে তাঁকে বোটে যে কাজ করতে হতো তাতেই তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙে গিয়েছিল। তবে আমরা এখানে চলে আসবার পর—হ্যাঁ, তাঁর শেষ দু'টি বছর অবিশ্যি খুব কষ্টে কেটেছিল।

ক্রল। আর তার পরের বছরগুলো- -তখন কি আপনার আরও বেশী কষ্টে কাটে নি?

রেবেকা। ওহ, আপনি কেমন করে সেকথা বলতে পারছেন? বিয়াটাকে আমি খুব ভালবাসতাম, আর ওই বেচারীরও আদর-যত্নের খুব দরকার ছিল।

ক্রল। আপনি যে এতটা ভালবেসে তার কথা মনে রেখেছেন এটা আপনার মহত্ত্বেরই পরিচয়।

রেবেকা। (আর একটু কাছে এসে) মাই ডিয়ার হেডমাস্টার, আপনি এত আন্তরিকতার সঙ্গে কথাটা বললেন যে এর পেছনে যে কোনো অশুভ ইচ্ছে আছে এ আমি ভাবতেই পারছিনে।

ক্রল। অশুভ ইচ্ছে? এ কথার মানে?

রেবেকা। মানে, একজন অপরিচিতা নারী যে এই রসমার্সহোম-ভবন পরিচালন করছে এটা যদি আপনার কাছে বেদনাদায়ক মনে হতো তা'হলে সেটাই স্বাভাবিক হতো।

ক্রল। কী যে বলেন—!

রেবেকা। সে রকম কোনো মনোভাব তা'হলে আপনার নেই? (তাঁর হাত ধরে) ধন্যবাদ, মাই ডিয়ার হেডমাস্টার, অসংখ্য ধন্যবাদ।

ক্রল। এ রকম ধারণা আপনার মনে এলো কি করে?

রেবেকা। আপনি যখন এখানে আসা কমিয়ে দিলেন তখন আমি একটু ভয় পেয়েছিলাম।

ক্রল। তা'হলে আপনার ধারণা সম্পূর্ণই ভুল, মিস ওয়েস্ট। তা'ছাড়া, যাই ঘটে থাকুক, গুরুতর রকমের পরিবর্তন কিছু ঘটে নি। এমনকি যখন বেচারী বিয়াটা বেঁচে ছিল—তার শেষ দুঃখের দিনগুলোতে—তখন আপনি, একমাত্র আপনিই সবকিছু করেছেন।

রেবেকা। সে তো কেবল বিয়াটার প্রতিনিধি হিসেবেই আমি করেছি।

ক্রল। সে কথা যাকগে—। আপনি কি জানেন, মিস ওয়েস্ট —আমার দিক থেকে, আমার কোনোই আপত্তি নেই যদি আপনারা—। তবে বোধহয় সেসব কথা আমার বলা উচিত নয়।

রেবেকা। কোন্ কথা বলা উচিত নয়?

ক্রল। যদি ব্যাপারটা এমন হতো যে আপনিই শূন্য স্থানটা পূরণ করতেন—

রেবেকা। যে একমাত্র স্থানটা আমি চাই সেখানেই আমি আছি, হেডমাস্টার মশাই।

ক্রল। হ্যাঁ, আসলে তাই; কিন্তু—

রেবেকা। (গম্ভীর স্বরে বাধা দিয়ে) ছিঃ, হেডমাস্টার মশাই। আপনি কি করে অমন ঠাট্টা করতে পারছেন?

ক্রল। তা, আমাদের জোহানেস রসমার খুব সম্ভব ভাবছে যে দাম্পত্য জীবন খুব হয়েছে। কিন্তু তা'হলেও—

রেবেকা। আপনি সত্যি ভারী এ্যাবসার্ড, হেডমাস্টার মশাই।

ক্রল। তা'হলেও—আচ্ছা বলুন দেখি, মিস ওয়েস্ট—যদি কিছু মনে না করেন—আপনার এখন বয়স কতো?

রেবেকা। দুঃখের বিষয় আমার বয়েস এখন উনত্রিশের বেশী, হেডমাস্টার মশাই; আমার এখন ত্রিশ বছর চলছে।

ক্রল। ঠিক। আর রসমার—তার বয়েস কত? থামুন। ও হচ্ছে আমার চাইতে পাঁচ বছরের ছোট, তা'হলে ওর বয়েস হয় তেতাল্লিশের বেশী। আমার মনে হয় খুব মানাবে।

রেবেকা। (উঠে দাঁড়িয়ে) নিশ্চয়, নিশ্চয়; খুব মানাবে।—আপনি আজ সন্ধ্যেয় এখানে দাওয়াত নেবেন?

ক্রল। হ্যাঁ, অনেক ধন্যবাদ ; আমি তাই ভেবেছিলাম। আমাদের বন্ধুর সঙ্গে আমি একটা বিষয় আলোচনা করতে চেয়েছিলাম। আর মিস ওয়েস্ট, আপনি যদি অনুমতি দেন তা'হলে ভবিষ্যতে মাঝে মাঝেই এখানে আসতে চাই—যেমন আগে আসতাম।

রেবেকা। ওহ্, হ্যাঁ, অবিশ্যি আসবেন। (তাঁর সঙ্গে করমর্দন করে) অনেক ধন্যবাদ—আপনি কতো ভাল আর সহৃদয়।

ক্রল। তাই কি ? সে-কথা কিন্তু কেউ বলে না।

[ডানদিকের দরোজা দিয়ে জোহানেস রসমার প্রবেশ করলেন]

রেবেকা। মিস্টার রসমার, দেখুন কে এসেছেন।

জোহানেস রসমার। ম্যাডাম হেলসেথ আমাকে বলেছে।

[ক্রল উঠে দাঁড়ালেন]

রসমার। (করমর্দন করে, মৃদু স্বরে) এ বাড়ীতে তুমি আবার এসেছ এতে খুবই খুশী হয়েছি, মাই ডিয়ার ক্রল। (ঘাড়ে হাত রেখে এবং চোখে চোখে চেয়ে) মাই ডিয়ার ওল্ড ফ্রেণ্ড। আমি জানতাম আজ হোক কাল হোক আমাদের সব কিছু ঠিক হয়ে যাবে।

ক্রল। কি যে বল মাই ডিয়ার ফেলো—তুমিও কি তা'হলে কল্পনা করেছিলে যে এর মধ্যে কোন গণ্ডগোল আছে ?

রেবেকা। (রসমারকে) হ্যাঁ, ভাবুন দেখি, এ শুধু কল্পনা ছাড়া আর কিছু নয়।

রসমার। সত্যি কি তাই, ক্রল ? তা'হলে আমাদেরকে তুমি একদম ছেড়ে-ছুড়ে দিয়েছিলে কেন ?

ক্রল। (মৃদু গম্ভীর স্বরে) কারণ আমি এলে তোমার সুখের দিন-গুলোর কথা মনে পড়ে যেত, আর মনে পড়ে যেত যে জীবনটা ওভাবে শেষ হয়ে গেছে।

রসমার। ওয়েল, এ তোমার দয়ারই পরিচয়—তুমি সব সময়েই সুবিবেচক ছিলে। কিন্তু তাই বলে এ রকম দূরে সরে থাকার কোনই প্রয়োজন ছিল না।—এস, এখানে এই সোফায় বস। (তাঁরা বসলেন) না, আমি তোমাকে আশ্বাস দিচ্ছি, বিয়াটার চিন্তা আমার জন্য দুঃখজনক নয়। আমরা ওর কথা প্রত্যেক দিনই বলি। আমাদের মনে হয় সে যেন এখনও এ সংসারের একজন।

ক্রল। সত্যি তা মনে হয় ?

রেবেকা। (বাতি জ্বেলে দিয়ে) হ্যাঁ, সত্যি আমাদের সেই রকম মনে হয়।

রসমার। এটা স্বাভাবিক। আমরা দু'জনেই তাকে এত গভীরভাবে ভালবাসতাম। আর রেবেক—মিস ওয়েস্ট আর আমি দু'জনেই জানি যে তার যন্ত্রণার সময় যতটা করা সম্ভব ততটা আমরা করেছি। পস্তাবার কিছু আমাদের নেই।—কাজেই বিয়াটার কথা মনে হলে একটা শান্ত কোমল ভাব ছাড়া আর কিছু আমি অনুভব করি না।

ক্রল। তোমরা এত ভাল। আমি কথা দিচ্ছি এখন থেকে আমি প্রত্যেক দিনই তোমাদের দেখতে আসব।

রেবেকা। (একটি আর্ম-চেয়ারে বসে) মনে রাখবেন, আমরা কিন্তু আশা করব যে আপনি আপনার কথা রাখবেন।

রসমার। (ঈষৎ দ্বিধার সঙ্গে) মাই ডিয়ার ক্রল—আমাদের যাওয়া-আসা এভাবে যদি কোনোদিনই বন্ধ না হতো তা'হলেই ভাল হতো। যতদিন থেকে আমাদের পরিচয় হয়েছে,

যেদিন আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছি সেদিন থেকেই তুমি যে আমার পরামর্শদাতা হবে এ যেন আগে থেকে নির্ধারিত হয়ে আছে।

ক্রল। হ্যাঁ, আর এতে আমি সব সময়েই গৌরব বোধ করেছি। কিন্তু এখন কি তেমন বিশেষ কিছু আছে— ?

রসমার। তোমার কাছে আমার অনেক কিছু বলবার আছে, খোলাখুলি।

রেবেকা। হ্যাঁ, মিস্টার রসমার—পুরনো বন্ধুরা এতে অনেক আরাম পান—

ক্রল। তোমাকে কিন্তু আমার বলবার কথা আছে তার চেয়েও বেশী। তুমি বোধহয় জানো যে আমি একজন চরমপন্থী রাজনীতিক হয়ে উঠেছি ?

রসমার। হ্যাঁ, তা তুমি হয়েছ। কিন্তু কি করে হলে ?

ক্রল। ইচ্ছে না থাকা সত্ত্বেও আমি চরমপন্থী হতে বাধ্য হয়েছি। চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকা অসম্ভব হয়ে উঠেছে। এখন যখন র‍্যাডিক্যালরা দুর্ভাগ্যবশত ক্ষমতা লাভ করেছে, তখন একটা কিছু করা খুবই দরকার হয়ে পড়েছে। কাজেই আমি আমার বন্ধুদের উপদলগুলোকে ঐক্যবদ্ধ করেছি। কাজেই এখনই কাজের উপযুক্ত সময়।

রেবেকা। (ক্ষীণ হাসি হেসে) আপনার কি মনে হয় না যে বেশ একটুখানি দেরী হয়ে গেছে ?

ক্রল। এতে কোনই সন্দেহ নেই যে শুরুতেই যদি আমি এই স্রোতকে রোধ করতে পারতাম তা'হলেই ভাল হতো। কিন্তু এতটা কে আগে ভাবতে পেরেছিল ? নিশ্চয় আমি তো পারি নি। (উঠে ইতস্তত: পদচারণা করে)

কিন্তু এবার আমার চোখ ফুটেছে; কারণ এখন স্কুলের মধ্যেই বিদ্রোহের মনোভাব দেখা দিয়েছে।

রসমার। স্কুলের মধ্যে? নিশ্চয়ই তোমার স্কুলের মধ্যে নয়?

ক্রল। আমারই নিজের স্কুলের মধ্যে। আমি জানতে পেরেছি যে ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্ররা—অন্ততঃ তাদের কয়েকজন—ছ'মাসেরও বেশী থেকে একটা গুপ্ত সমিতি গঠন করেছে; আর তারা মর্টেন্সগোরের পত্রিকা কিনছে।

রেবেকা 'আলোক-সঙ্কেত'?

ক্রল। হ্যাঁ; ভাবীকালের সরকারী চাকুরেদের মানসিক পুষ্টি, তাই না? কিন্তু সব থেকে খারাপ ব্যাপার হচ্ছে এই যে ক্লাসের সব চাইতে বুদ্ধিমান ছাত্ররাই তার সঙ্গে আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে যোগ দিয়েছে। শুধু ক্লাসের নিরেট ছেলেরাই এতে যোগ দেয় নি।

রেবেকা। এতে আপনি কি মনে খুব আঘাত পেয়েছেন, হেডমাস্টার মশাই?

ক্রল। এতে আমি মনে আঘাত পেয়েছি কি না। আমার সারা জীবনের কাজে এমনভাবে বাধা পাওয়া। (মৃদু স্বরে) কিন্তু একথা বলা ভুল হবে না যে ওই স্কুলের ব্যাপারে আমি মাথা ঘামাই না,—কারণ এর চাইতেও খারাপ ব্যাপার আছে। (চারদিকে তাকিয়ে) কেউ কোথাও থেকে শুনছে না তো?

রেবেকা। না, নিশ্চয়ই না।

ক্রল। ওয়েল, তা'হলে আমি আপনাদেয় বলি, আমার নিজের বাড়ীতেই বিরোধ আর বিদ্রোহ দেখা দিয়েছে—আমার নিজের শান্ত সংসারে। আমার সংসার-জীবনের সব শান্তি নষ্ট হয়ে গেছে।

রসমার। (উঠে দাঁড়ালেন) কি বললে। তোমার নিজের বাড়ীতে—?

রেবেকা। (হেডমাস্টারের কাছে গিয়ে) মাই ডিয়ার হেডমাস্টার, ব্যাপার কি?

ক্রল। আপনারা কি বিশ্বাস করবেন যে আমার নিজের ছেলে-মেয়েরা—। সংক্ষেপে বলতে গেলে, লরিটসই স্কুলের ছাত্র-ষড়যন্ত্রের সর্দার; আর হিল্ডা একটা লাল পোর্টফোলিও তৈরি করেছে 'আলোক-সঙ্কেত' রাখবার জন্য।

রসমার। আমি স্বপ্নেও ভাবি নি যে তোমার নিজের বাড়ীতে—

ক্রল। না, কে ভাবতে পেরেছিল সেকথা? আমার বাড়ী, যা নাকি আনুগত্য আর শৃঙ্খলার লালনগৃহ, যেখানে এক সংকল্প, মাত্র এক সংকল্পেরই রাজত্ব ছিল সব-সময় —

রেবেকা। আপনার স্ত্রী ব্যাপারটা কিভাবে নিচ্ছেন?

ক্রল। সেইটাই তো সবচাইতে অবিশ্বাস্য ব্যাপার; আমার স্ত্রী, যে নাকি আজীবন ছোটবড় সমস্ত ব্যাপারে আমার মতামত মেনে এসেছে, সে সত্যি সত্যি অনেকগুলো ব্যাপারে ছেলেমেয়েদের পক্ষ নিচ্ছে। সে বলছে আমি ছেলেদের ওপর জুলুম করছি। যেন শাসন করার কোনো দরকারই নেই—। এখন বুঝুন আমার সংসারে কিরকম বিচ্ছেদ এসে গেছে। তবে অবিশ্যি এ ব্যাপারে আমি উচ্চবাচ্য করি খুবই কম। এসব ব্যাপার চেপে রাখাই ভাল। (ঘরের অন্যদিকে গিয়ে) আহ, ওয়েল, ওয়েল, ওয়েল।

[জানালায় দাঁড়িয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইলেন]

রেবেকা। (রসমারের কাছে গিয়ে মৃদুস্বরে, যাতে হেডমাস্টার শুনতে না পান) এবার বল।

রসমার। (তেমনি মৃদুস্বরে) আজ সন্ধ্যায় না।

রেবেকা। (পূর্বের মতো) হ্যাঁ, আজই সন্ধ্যেয়।

[টেবিলের কাছে গিয়ে বাতিটা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লো]

ক্রল। (এগিয়ে এসে) ওয়েল, মাই ডিয়ার রসমার, এখন বুঝলে তো, যুগের হুজুগ গিয়ে লেগেছে আমার পরিবার-জীবনেও, আমার কর্মজীবনেও। এই ক্ষতিকর, অন্তর্ঘাতী, নৈরাজ্যময় হুজুগের বিরুদ্ধে যে-কোনো অস্ত্র দিয়ে লড়াই কি করবো না? লড়াই আমি করবোই, জেনে রেখ; মুখ আর কলম এই দুই অস্ত্র দিয়েই।

রসমার। এভাবে হুজুগের গতিরোধ করার কি কোনো আশা আছে?

ক্রল। রাষ্ট্রকে রক্ষা করার জন্য একজন নাগরিক হিসেবে আমার কর্তব্যটা তো অন্ততঃ আমি করবো। আর আমি মনে করি যে বিন্দুমাত্র দেশপ্রেমও যার আছে এমন প্রত্যেকে ন্যায়নিষ্ঠ মানুষেরই এই হচ্ছে কর্তব্য। সত্যি কথা বলতে কি আজ সন্ধ্যেয় আমার এখানে আসবার প্রধান কারণই হচ্ছে এই।

রসমার। বল কি, মাই ডিয়ার ক্রল—? এ ব্যাপারে আমি—

ক্রল। তুমি তোমার পুরনো বন্ধুদের পাশে এসে দাঁড়াতে পারো। আমরা যা করছি তা তুমি করতে পারো। প্রাণপণে সহায়তার হস্ত প্রসারিত করতে পারো।

রেবেকা। কিন্তু হেডমাস্টার মশাই, আপনি জানেন মিস্টার রসমার রাজনীতি পছন্দ করেন না।

ক্রল। এই বিতৃষ্ণা ওকে ছাড়তে হবে।—তুমি সর্বশেষ পরিস্থিতির সঙ্গে যোগাযোগে রাখো না, রসমার। তুমি তোমার নিজেকে এখানে অবরুদ্ধ করে রেখেছো, তোমার ঐতিহাসিক সংগ্রহগুলোর মধ্যে। বংশগত ঐতিহ্যের প্রতি কোনো রকম অশ্রদ্ধা দেখানো আমার উদ্দেশ্য নয়; কিন্তু, দুর্ভাগ্যের বিষয়, ও ধরনের খেয়াল নিয়ে ব্যাপৃত থাকার সময় এটা নয়। তুমি কল্পনা করতে পারছো না, সারা দেশে এখন পরিস্থিতিটা কি রকম দাঁড়িয়েছে। এমন কোনো স্বীকৃত ভাবধারাই নেই যা ওলট-পালট হয়ে যায় নি। যাবতীয় ভ্রান্তিকে জড়শুদ্ধ উপড়ে ফেলা একটা বিরাট ব্যাপার হবে।

রসমার। এতে আমার কোনোই সন্দেহ নেই কিন্তু ও কাজ হাতে নেয়ার মতো লোক তো আমি নই।

রেবেকা। আর তা'ছাড়া, আমার মনে হয়, আগের চাইতে ব্যাপকতর দৃষ্টিকোণ থেকে জীবনকে তিনি এখন দেখছেন।

ক্রল। (আশ্চর্য হয়ে) ব্যাপকতর?

রেবেকা। হ্যাঁ, অথবা আরও মুক্ত বলতে পারেন—আগের চাইতে কম একপেশে।

ক্রল। এসবের মানে কি? রসমার—নিশ্চয়ই তুমি এত দুর্বল নও যে জনতার নেতারা সাময়িকভাবে কিছু সুবিধে করতে পেরেছে বলেই তুমি তাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছ?

রসমার। মাই ডিয়ার ক্রল, তুমি জানো রাজনীতির সামান্যই আমি বুঝি। কিন্তু আমি স্বীকার করি যে আমার মনে হয় গত কয়েক বছরে মানুষ আগের চাইতে বেশী স্বাধীন চিন্তার পরিচয় দিচ্ছে।

ক্রল। বটে ! আর তুমি ধরেই নিচ্ছ যে এটা অবিশ্যিই উন্নতির লক্ষণ। কিন্তু তুমি ভুল করছ, মাই ফ্রেণ্ড। র‍্যাডিক্যালদের মতামতটা কি তা একটু খোঁজ করেই দেখ না, এখানেও দেখ শহরেও দেখ। 'আলোক-সঙ্কেত' পত্রিকায় যে-সব জ্ঞান ফিরি করা হয়, ওদের মতামত ঠিক তাই—তার বেশীও না, কমও না।

রেবেকা। হ্যাঁ ; এখানকার লোকদের ওপর মর্টেন্সগোরের প্রভাব খুব বেশী।

ক্রল। হ্যা, ভাবুন দিকি। তার মতো লোক, যার অতীত কিনা অমন খারাপ—যাকে মাস্টারীর চাকুরি থেকে বরখাস্ত করা হয়েছিল দুর্নীতির জন্যে। এই লোকই জনগণের নেতা বলে নিজেকে জাহির করে। আর এতে সফলও হয়। সত্যি সত্যি সফল হয়। শুনতে পাচ্ছি সে নাকি তার পত্রিকাকে আরও বড়ো করছে। প্রামাণ্য সূত্রে আমি জানতে পেরেছি সে নাকি একজন উপযুক্ত সহকারী খুঁজছে।

রেবেকা। আমি ভেবে আশ্চর্য হচ্ছি যে আপনি আর আপনার বন্ধুরা তাঁর বিরুদ্ধে দাঁড়াচ্ছেন না।

ক্রল। ঠিক সেই কাজটাই আমরা করতে যাচ্ছি। আজ আমরা 'দেশবার্তা' পত্রিকাটা কিনেছি ; টাকার ব্যাপারে কোনো অসুবিধে হয় নি। কিন্তু—(রসমারের দিকে তাকিয়ে) এবার আমি আমার আসল কথায় আসব। অসুবিধেটা হচ্ছে পত্রিকাটা চালাবার ব্যাপারে—সম্পাদনার ব্যাপারে—। বল তো রসমার—তোমার কি মনে হয় না যে সেই মহৎ লক্ষ্যের জন্যে এই দায়িত্বটা গ্রহণ করা তোমার কর্তব্য ?

রসমার। (হতবুদ্ধি হয়ে) আমি ?

রেবেকা। এমন কথা আপনি ভাবছেন কি করে ?

ক্রল। আমি বেশ বুঝতে পারছি জনসভাকে তুমি ভীষণ ভয় কর, আর লোকের খেয়ালখুশীর কাছে আত্মসমর্পণ করতে তুমি অনিচ্ছুক। কিন্তু সম্পাদকের কাজ ওরকম প্রকাশ্য নয় অথবা বরং—

রসমার। না না, মাই ডিয়ার ফ্রেণ্ড, একাজ করতে তুমি আমাকে বলো না।

ক্রল। আমি নিজেই ও কাজ চেষ্টা করে দেখতাম, তবে আমি পেরে উঠব না। আমার হাতে আগে থেকেই কতো কাজ আছে। কিন্তু তুমি—কোনো কাজ যখন তোমার নেই—। অবিশ্যি আমাদের অন্যান্য লোকেরা যতটা সম্ভব তোমাকে সাহায্য করবে।

রসমার। আমি পারব না, ক্রল। আমার সে যোগ্যতা নেই।

ক্রল। যোগ্যতা নেই? তোমার বাবা যখন তোমাকে এখানে বাস করার কথা বলেছিলেন তখনো তুমি একথাই বলেছিলে—

রসমার। আমি ঠিকই বলেছিলাম। আর এই কারণেই আমি পদত্যাগ করেছি।

ক্রল। তুমি যাজকের কাজ যতটা ভাল করে করেছিলে সম্পাদকের কাজ ততটা ভাল করে করলেই আমাদের আর অভিযোগ করবার কিছু থাকবে না।

রসমার। মাই ডিয়ার ক্রল—তোমাকে আমি চূড়ান্ত কথা বলে দিচ্ছি—আমি একাজ পারব না।

ক্রল। ওয়েল, তুমি অন্তত তোমার নামটা আমাদের ধার দাও।

রসমার। আমার নাম?

ক্রল। হ্যাঁ, শুধু নাম, জোহানেস রসমার এই নামটা, আমাদের পত্রিকার জন্যে মস্তবড় একটা সম্পদ হবে। আমাদের অন্যান্যদের পাক্কা দলীয় লোক বলে বিবেচনা করা হয়—সত্যি কথা বলতে কি শুনতে পাই আমাকে বেপরোয়া গোঁড়া মনে করা হয়—তার ফলে আমরা যদি পত্রিকায় আমাদের নিজেদের নাম ব্যবহার করি তা'হলে বিপথগামী লোকদের আমরা বিশেষ প্রভাবিত করতে পারবো না। কিন্তু তুমি রাজনীতি থেকে দূরে থেকেছ। প্রত্যেকেই তোমাকে জানে আর তোমার মানবতাবোধ আর নির্ভীক ব্যবহারকে শ্রদ্ধা করে—তোমার মার্জিত মনকে শ্রদ্ধা করে—তোমার নির্দোষ স্বভাবকে শ্রদ্ধা করে। আর তা'ছাড়া যাজক হিসেবে তোমার যে মর্যাদা ছিল তা এখনও তোমার নামের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। আর সবচেয়ে বড় কথা, তোমাদের বনেদী বংশের আছে প্রচুর সুনাম।

রসমার। ওহ, আমার নাম—

ক্রল। (প্রতিকৃতিগুলি দেখিয়ে) রসমার্সহোম পল্লীর রসমার বংশের লোক ওঁরা—যাজক আর সৈনিক, উচ্চপদস্থ সরকারী অফিসার, প্রত্যেকেই আপাদমস্তক ভদ্রলোক—এমন একটা বংশ যার লোকেরা প্রায় দু' শতাব্দী ধরে এই জেলার সমাজের মাথা হয়ে আছেন। (রসমারের ঘাড়ে হাত রেখে) রসমার—আমাদের সমাজে যা কিছু পবিত্র তাকে রক্ষা করার দায়িত্ব বহনের ঐতিহ্য তোমাদের পরিবারের, এই ঐতিহ্যের প্রতি আর তোমার নিজের প্রতি তোমার কর্তব্য রয়েছে। (ঘুরে দাঁড়িয়ে) আপনার কি মত, মিস ওয়েস্ট?

রেবেকা। (মৃদু হেসে) মাই ডিয়ার হেডমাস্টার—এ যে কতটা হাস্যকর মনে হচ্ছে আমার কাছে, তা আমি আপনাকে বুঝিয়ে বলতে পারব না।

ক্রল। কি বলছেন? হাস্যকর?

রেবেকা। হ্যাঁ, হাস্যকর। কারণ খোলাখুলি বলতে গেলে—

রসমার। (দ্রুতস্বরে) না, না—থামুন! এখুনি না!

ক্রল। (এর মুখে ওর মুখে তাকিয়ে) মাই ডিয়ার ফ্রেণ্ডস, ব্যাপারটা কি—? (আত্মসম্বরণ করে) হম্।

[ম্যাডাম হেলসেথ ডানদিকের দরোজায় এসে দাঁড়ালো]

ম্যাডাম হেলসেথ। পাকঘরের দরোজায় একজন লোক এসে বলছে সে প্যাস্টর সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে চায়।

রসমার। (স্বস্তির সঙ্গে) আহ, ভেরী ওয়েল। ওকে আসতে বল।

ম্যাডাম হেলসেথ। এই বসবার ঘরে?

রসমার। হ্যাঁ, অবিশ্যি।

ম্যাডাম হেলসেথ। কিন্তু বসবার ঘরে আনতে পারা যায় এমন তো তাকে দেখে মনে হয় না।

রেবেকা। কেন, তাকে দেখে কি মনে হয়, ম্যাডাম হেলসেথ?

ম্যাডাম হেলসেথ। দেখতে মোটেই ভাল না, মিস, এ একেবারে সত্যি কথা।

রসমার। সে তার নাম বলে নি?

ম্যাডাম হেলসেথ। হ্যাঁ—হেকম্যান না কি যেন নাম বলল।

রসমার। ও নামের কোনো লোককে তো আমি চিনি না।

ম্যাডাম হেলসেথ। তারপর ও বলল, ওকে লোকে উলড্রিক বলে ডাকে।

রসমার। (আশ্চর্য হয়ে) উলড্রিক হেটম্যান। তাই বলেছে, না?

ম্যাডাম হেলসেথ। হ্যাঁ, তাই—হেটম্যান।

ক্রল। আমি এ নাম নিশ্চয়ই আগে শুনেছি।

রেবেকা। এ রকম একটা অদ্ভুত নামে তিনি লিখতেন—

রসমার। (ক্রলকে) এ হচ্ছে উলরিক ব্রেণ্ডেলের ছদ্মনাম।

ক্রল। সেই পাজী উলরিক ব্রেণ্ডেলের—হ্যাঁ, তাই শুনেছি।

রেবেকা। তা'হলে তিনি এখনও বেঁচে আছেন।

রসমার। আমি শুনেছিলাম তিনি এক যাত্রাদলে যোগ দিয়েছিলেন।

ক্রল। আমি তাঁর সম্বন্ধে যখন সর্বশেষ খবর পেয়েছিলাম তখন তিনি সংশোধন-গৃহে ছিলেন।

রসমার। তাঁকে আসতে বলো, ম্যাডাম হেলসেথ।

ম্যাডাম হেলসেথ। আচ্ছা।

[চলে গেল]

ক্রল। ও রকম লোককে সত্যি তুমি তোমার বাড়ীতে ঢুকতে দিচ্ছ?

রসমার। তুমি জানো তিনি আমার টিউটর ছিলেন।

ক্রল। হ্যাঁ, আমি জানি তিনি তোমার মাথাটা বিপ্লবী আইডিয়া দিয়ে ঠেঁসে দিয়েছিলেন, যে-পর্যন্ত তোমার বাবা তাঁকে দরোজা দেখিয়ে না দিয়েছিলেন—বেত্রহস্তে।

রসমার। (ঈষৎ তিক্ত কণ্ঠে) তিনি শৃঙ্খলার ব্যাপারে খুব কড়াকড়ি করতেন, বাড়ীতেও আর সেনাবাহিনীতেও।

ক্রল। সেজন্যে তাঁর কবরে তাঁকে ধন্যবাদ, মাই ডিয়ার রসমার। —ওয়েল!

[ম্যাডাম হেলসেথ ডানদিকের দরোজা খুলে দিল, এবং উলরিক ব্রেণ্ডেল প্রবেশ করলে দরোজা বন্ধ করে দিল। সে সুদর্শন পুরুষ, চুল এবং দাড়ি পাকা ; ঈষৎ ক্ষীণাঙ্গ, কিন্তু চটপটে এবং সুগঠিত। পোশাক ভবঘুরের মতো ; পুরনো কোট ; জীর্ণ জুতো ; শার্ট গায়ে আছে কিনা বোঝা যায় না। হাতে পুরনো কালো দস্তানা, এবং নরম, তেল-চিটচিটে ফেল্ট হ্যাট, আর একটি ছড়ি।]

উলরিক ব্রেণ্ডেল। (প্রথমে ইতস্তত: করলো, তারপর দ্রুত পদে হেডমাস্টারের দিকে এগিয়ে গিয়ে হাত বাড়িয়ে) গুড ইভনিং, জোহানেস।

ক্রল মাফ করবেন—

ব্রেণ্ডেল। তুমি কি আশা করেছিলে আবার আমাকে দেখতে পাবে ? আর এই ঘৃণিত দেয়ালের মধ্যে ?

ক্রল। মাফ করবেন—(হাত দিয়ে দেখিয়ে) ওই যে ওখানে-

ব্রেণ্ডেল। (ঘুরে) ঠিক। এই তো এখানে। জোহানেস—মাই বয়—আমার সব চাইতে প্রিয়—!

রসমার। (তাঁর হাত ধরে) আমার পুরনো শিক্ষক !

ব্রেণ্ডেল। এখানকার কতকগুলো স্মৃতি বড় দুঃখের, তবু তোমাকে একবার না দেখে রসমার্সহোম দিয়ে যেতে পারলাম না।

রসমার আপনি এখানে স্বাগত। এ আপনি নিশ্চয় জানবেন।

ব্রেণ্ডেল। আহ্, আর এই সুদর্শনা মহিলা —? (বাউ করে) নিশ্চয়ই মিসেস রসমার।

রসমার। মিস ওয়েস্ট।

ব্রেণ্ডেল। নিকট আত্মীয়, নিশ্চয়। আর ওই যে অপরিচিত—? একই পথের পথিক, মনে হয়।

রসমার। হেডমাস্টার ক্রল।

ব্রেণ্ডেল। ক্রল? ক্রল? একটু থামুন। আপনি কি ছাত্র-জীবনে ভাষাতত্বের ছাত্র ছিলেন না?

ক্রল। অবিশ্যি ছিলাম।

ব্রেণ্ডেল। তা'হলে—বন্ধু, আমি আপনাকে চিনি।

ক্রল। মাফ করবেন—

ব্রেণ্ডেল। আপনি কি—

ক্রল। মাফ করবেন—

ব্রেণ্ডেল। —সেই নীতিবাদী দলের লোক ছিলেন না যাঁরা আমাকে ডিবেটিং ক্লাব থেকে বহিষ্কার করে দিয়েছিলেন?

ক্রল। খুব সম্ভব। কিন্তু তার চাইতে কোনো ঘনিষ্ঠতর সম্পর্কের কথা আমি অস্বীকার করি।

ব্রেণ্ডেল। ওয়েল, ওয়েল! নাখোশ হবেন না, মাননীয় ডক্টর! সবই আমার কাছে সমান। অত ব্যাপার সত্বেও উলরিক একই লোক থেকে যায়।

রেবেকা। আপনি শহরের দিকে যাচ্ছেন, মিস্টার ব্রেণ্ডেল?

ব্রেণ্ডেল। ঠিক ধরেছেন। কিছু সময় পরে-পরে বাঁচবার জন্যে আমাকে চেষ্টা করতে হয়। নিতান্ত দরকারে পড়ে—

রসমার। কিন্তু, মাই ডিয়ার মিস্টার ব্রেণ্ডেল, আপনাকে সাহায্য করার জন্যে আমায় সুযোগ দিন। আমার বিশ্বাস, কোনো না কোনো উপায়ে—

ব্রেণ্ডেল। হাঁ—আমার কাছে এই প্রস্তাব। আমাদের মধ্যে যে সম্পর্কে আছে তার পবিত্রতা তুমি নষ্ট করতে চাও? কখনই না, জোহানেস, কখনই না!

রসমার। শহরে আপনি কি করতে চান? বিশ্বাস করুন আমাকে, আপনি যতটা সহজ মনে করছেন—

ব্রেণ্ডেল। সে আমি দেখে নেব। যে চাল চালবার, তা চেলে দিয়েছি। যেমন সহজভাবে আমি দাঁড়িয়ে আছি তোমার সামনে, তেমনি একটা সর্বব্যাপী অভিযানে আমি ব্যাপৃত—এ-যাবৎ যা কিছু করেছি তার চাইতেও সর্বব্যাপী। (ক্রলকে) মাননীয় অধ্যাপক সাহেবকে কি আমি জিজ্ঞেস করতে পারি, আপনাদের সম্মানীয় শহরে কি মোটামুটি ভাল, বিখ্যাত আর বড় কোনো পাবলিক হল আছে?

ক্রল। শ্রমিক-সমিতির হলটা সবচাইতে বড়।

ব্রেণ্ডেল। আর নিঃসন্দেহে সর্বাপেক্ষা মানব-হিতৈষী এই প্রতিষ্ঠানের ওপর মাননীয় অধ্যাপকের কি কোনো প্রভাব আছে?

ক্রল। এর ওপর আমার কোনো প্রভাবই নেই।

রেবেকা। (ব্রেণ্ডেলকে) আপনি পিটার মর্টেন্সগোরের কাছে আবেদন করে দেখুন না।

ব্রেণ্ডেল। মাফ করবেন, ম্যাডাম—কি ধরনের মূর্খ ওটা?

রসমার। কিসে থেকে আপনি তাকে মূর্খ মনে করছেন?

ব্রেণ্ডেল। শুনেই তো মনে হয় এ হচ্ছে কোনো নীচু স্তরের লোকের নাম।

ক্রল। এ-রকম উত্তর আমি আশা করি নি।

ব্রেণ্ডেল। কিন্তু আমার অনিচ্ছাকে আমি জয় করবো। এ ছাড়া অন্য উপায় নেই—যখন মানুষ জীবনের মোড় ফেরাতে প্রস্তুত—যেমন আমি—। তাই ঠিক। আমি এই লোকটির কাছে গিয়ে আলোচনা করে দেখব—

রসমার। আপনি কি সত্যি সত্যি আর আন্তরিকভাবে জীবনের মোড় ফেরাতে উদ্যত হয়েছেন ?

ব্রেণ্ডেল। নিশ্চয়ই, আমার ছাত্র ভাল করেই জানে, উলরিক ব্রেণ্ডেল যেখানেই থাকুক, সেখানেই সে আন্তরিক ভাবেই থাকে। হ্যাঁ, জোহানেস, আমি নতুন মানুষ হতে যাচ্ছি—এখনও যে সামান্য আত্মকেন্দ্রিকতা আমার আছে তা আমি বর্জন করতে চাই—

রসমার। কি করে— ?

ব্রেণ্ডেল। আমি শক্ত মুঠিতে জীবনকে ধরতে, সামনে এগোতে, আর নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে উদ্যত হয়েছি। আমরা একটা ঝঞ্ঝাময়, কালান্তর যুগে বাস করছি। —আমি এখন মুক্তির বেদীতে আমার ক্ষুদ্র উপচার নিবেদন করতে উদ্যত হয়েছি।

ক্রল। আপনিও ?

ব্রেণ্ডেল। (সকলকে) এখানকার পাঠকেরা আদৌ কি আমার কোনো লেখা পড়েছেন ?

ক্রল। না, আমি খোলাখুলিই স্বীকার করছি যে—

রেবেকা। আমি কিছু কিছু পড়েছি। আমার ধর্মবাবা তাঁর লাইব্রেরীতে রাখতেন।

ব্রেণ্ডেল। ভদ্রে, আপনি তা'হলে আপনার সময় নষ্ট করেছেন, কারণ সেগুলো একান্তই বাজে।

রেবেকা। সত্যি!

ব্রেণ্ডেল। হ্যাঁ, আপনি যেগুলো পড়েছেন সেগুলো। আমার সত্যিকারের গুরুত্বপূর্ণ রচনাগুলো কোনো পুরুষ অথবা নারীই পড়ে নি। কেউ না—আমি ছাড়া।

রেবেকা। সেটা কি করে হয়?

ব্রেণ্ডেল। কারণ সেগুলো লেখা হয় নি।

রসমার। কিন্তু, মাই ডিয়ার মিস্টার ব্রেণ্ডেল—

ব্রেণ্ডেল। তুমি জানো, জোহানেস, আমি একটুখানি বিলাসী। চিরকালই আমি তাই। নির্জনে থাকতেই আমি ভালবাসি; কারণ তাতেই আমি বেশী আনন্দ পাই। কাজেই, তুমি বুঝতে পারছো, সেইসব সোনার স্বপ্ন যখন আমাকে আচ্ছন্ন করে তুলতো—যখন নতুন, সুউচ্চ, সুদূরপ্রসারী চিন্তাগুলো আমার মনে জন্ম নিত এবং তাদের পাখায় আমাকে উড়িয়ে নিয়ে যেত—তখন আমি তাদেরকে কবিতায়, কল্পনায়, চিত্রে রূপ দিতাম—মানে খসড়ার আকারে।

রসমার। হ্যাঁ, হ্যাঁ।

ব্রেণ্ডেল। ওহ্, আমি কতো আনন্দ, কতো উন্মাদনা অনুভব করেছি। সৃষ্টির সেই রহস্যময় আনন্দ—মানে খসড়া সৃষ্টির আনন্দ-প্রশংসা, কৃতজ্ঞতা, খ্যাতি, পুষ্পমাল্য—এই সবই আমি কম্পিত আনন্দে দু'হাতে কুড়িয়েছি। আমার মনের গহনে তারই আনন্দ আমি অনুভব করেছি—এমন তীব্র, এমন মাদকতাময় সে আনন্দ—।

ক্রল। হুম্

রসমার। কিন্তু আপনি কিছুই লেখেন নি ?

ব্রেণ্ডেল। একটি কথাও না। কলমপিষিয়েদের নীরস পরিশ্রম চিরদিন আমার মনে বিতৃষ্ণা জাগিয়েছে। আর তা'ছাড়া, আমি যখন আমার আদর্শগুলোকে বিশুদ্ধভাবে আপন মনে উপভোগ করতে পারি, তখন লিখে সেগুলোকে সাধারণ্যে ছড়িয়ে কলুষিত করি কেন ? কিন্তু এবার আমার আদর্শগুলোকে আমি ছড়াব। আমার মনে যে ভাব জাগছে তা যেন সেই মায়ের মতো, যে-মা তার কোমলপ্রাণা কন্যাদেরকে তুলে দিচ্ছে তাদের বরের হাতে। তবু আমি আমার আদর্শগুলোকে সমাজের হাতে দেব। মুক্তির বেদীতে আমি তাদেরকে বিসর্জন দেব। সুপরিকল্পিতভাবে কতকগুলো বক্তৃতা—সারা দেশ জুড়ে—।

রেবেকা। (উদ্দীপ্ত হয়ে) এ আপনার মহৎ কাজ, মিস্টার ব্রেণ্ডেল ! আপনার প্রিয়তম বস্তুগুলো আপনি দান করছেন সমাজকে।

রসমার। একমাত্র জিনিস।

রেবেকা। (তাৎপর্যপূর্ণ দৃষ্টিতে রসমারের দিকে তাকিয়ে) এমন মানুষ আর কয়জন আছে যারা এতটা করে—এতটা করতে সাহস পায় ?

রসমার। (তেমনি দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে) কে জানে ?

ব্রেণ্ডেল। আমার শ্রোতারা অভিভূত। এতে আমি উৎসাহ পাই —আর আমার সংকল্প দৃঢ় হয়ে ওঠে। কাজেই আমি এখন কাজে নামব। থামুন—আরেকটি কথা। (হেডমাস্টারকে) বলতে পারেন, মাননীয় শিক্ষক সাহেব, এই শহরে মাদকতা-নিবারণী সমিতি বলে কি কিছু আছে ? পূর্ণ মাদক-বর্জন সমিতি ? অধিক বাক্য নিষ্প্রয়োজন।

ক্রল। হ্যাঁ, আছে। আমি তার প্রেসিডেন্ট, আপনার সেবার জন্যে প্রস্তুত।

ব্রেণ্ডেল আপনার মুখ দেখেই আমি তা বুঝেছি। ওয়েল, এটা আদৌ অসম্ভব নয় যে আপনার কাছে এসে এক সপ্তাহের জন্যে আমি সদস্য হতে পারি।

ক্রল। মাফ করবেন আমরা সপ্তাহ হিসেবে কোনো সদস্য নেই না।

ব্রেণ্ডেল। বহুৎ আচ্ছা, মিস্টার গোঁড়া পণ্ডিত। উলরিক ব্রেণ্ডেল কোন কালেই জোর করে ও ধরনের সমিতির সদস্য হয় নি। (ঘুরে দাঁড়িয়ে) কিন্তু বহু স্মৃতি-বিজড়িত এই বাড়ীতে আমি আর বেশীক্ষণ থাকব না। আমাকে এখন শহরে গিয়ে একটা ভাল থাকার জায়গা দেখতে হবে। আশা করি একটা ভদ্র হোটেল পাওয়া যাবে।

রেবেকা। আপনি চলে যাওয়ার আগে, আপনাকে আমি কি কিছু দিতে পারি না?

ব্রেণ্ডেল। কি ধরনের জিনিস, গ্রেসাস লেডি?

রেবেকা। এক পেয়ালা চা, অথবা—

ব্রেণ্ডেল। আমার সহৃদয়া হোস্টেসকে আমি ধন্যবাদ জানাই—তবে পারিবারিক আতিথেয়তায় অনধিকার প্রবেশ করতে আমি অনিচ্ছুক। (হস্ত আন্দোলন করে) বিদায়, ভদ্র মহোদয়গণ। (দরোজার দিকে গেল, কিন্তু আবার ফিরল) ও হ্যাঁ, একটা কথা—জোহানেস—প্যাস্টর রসমার—আমাদের পুরনো বন্ধুত্বের খাতিরে, তোমার সাবেক শিক্ষকের একটুখানি উপকার করবে কি?

রসমার। অবিশ্যি, সর্বান্তঃকরণে।

ব্রেণ্ডেল। উত্তম। তা'হলে আমাকে ধার দাও—এই দু'এক দিনের জন্যে—একটা ধোলাই সার্ট—কাফ-শুদ্ধ।

রসমার। আর কিছু নয়?

ব্রেণ্ডেল। তার কারণ তুমি দেখছ আমি পায়ে হেঁটে যাচ্ছি—বর্তমানে আমার ট্রাঙ্ক পরে পাঠানো হচ্ছে।

রসমার। ঠিক আছে। কিন্তু আর কিছু দরকার নেই?

ব্রেণ্ডেল। ওয়েল—তুমি বোধ হয় আমাকে একটা পুরনো সামার ওভারকোট দিতে পারো।

রসমার। হ্যাঁ, হ্যাঁ; অবিশ্যি পারি।

ব্রেণ্ডেল। আর যদি ভদ্র গোছের এক জোড়া জুতো সেই কোটের সঙ্গে—

রসমার। তাও পারব। আপনার ঠিকানাটা জানানো মাত্র জিনিসগুলো আমরা পাঠিয়ে দোবো।

ব্রেণ্ডেল। কোনো ক্রমেই না। আমি তোমাদের কোনো কষ্ট দিতে চাইনে। জিনিসগুলো আমি সঙ্গেই নিয়ে যাবো।

রসমার। আপনার খুশি। আপনি তা'হলে দোতলায় আমার সঙ্গে আসুন।

রেবেকা। আমিই যাচ্ছি। ম্যাডাম হেলসেথ আর আমিই সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

ব্রেণ্ডেল। এই সম্ভ্রান্ত মহিলাকে কষ্ট দেওয়ার কথা আমি—

রেবেকা। ওহ্ ননসেন্স। আমার সঙ্গে আসুন, মিস্টার ব্রেণ্ডেল।

[ডান দিকে চলে গেল]

রসমার। (ব্রেন্ডেলকে থামিয়ে) আমাকে বলুন—আপনার জন্যে আমি কি আর কিছু করতে পারিনে ?

ব্রেণ্ডেল। আর তো কিছু মনে হয় না। তা, হ্যাঁ, মনে পড়ছে এবার—। জোহানেস, তোমার পকেটে কি গোটা আষ্টেক ক্রাউন হতে পারে ?

রসমার। দেখি। (পার্স খুলে) দশ ক্রাউনের দুটো নোট আছে।

ব্রেণ্ডেল। ওয়েল, ওয়েল, কিছু মনে করো না। আমি নিতে পারি। শহরে সব সময়েই ভাঙিয়ে পাওয়া যায়। ইতিমধ্যে ধন্যবাদ। মনে রেখো তুমি দশ ক্রাউনের দু'টি নোট আমাকে ধার দিলে। গুড-নাইট, মাই ওন ডিয়ার বয়। গুড-নাইট, মাননীয় মহাশয়।

[ডান দিকে গেল। রসমার তার কাছে বিদায় নিয়ে দরোজা বন্ধ করে দিল।]

ক্রল। মার্সিকুল হেভ্‌ন্—এই তা'হলে উলরিক ব্রেণ্ডেল, যার কাছে লোকে এককালে কত কিছু আশা করতো।

রসমার। (শান্তভাবে) তাঁর অন্ততঃ নিজের খুশি মতো জীবন যাপনের সাহস আছে। এটা একটা সামান্য ব্যাপার নয়।

ক্রল। কি বললে ? এই ধরনের জীবন। আমার যেন বিশ্বাস হচ্ছে যে উনি আবার তোমার মাথা ঘুরিয়ে দিতে পারেন।

রসমার। তা নয়। আমার মন এখন সব মতামত সম্পর্কেই পরিষ্কার।

ক্রল। সেকথা বিশ্বাস করতে পারলে ভালই হতো, মাই ডিয়ার রসমার। তোমার মন ভীষণ রকমের নরম।

রসমার। এসো বসা যাক। তোমার সঙ্গে কথা আছে।

ক্রল। হ্যাঁ, এসো।

[দু'জনে সোফায় বসলেন]

রসমার। (একটু থেমে) তোমার কি মনে হয় না যে আমরা এখানে সুখের আর আরামের জীবন যাপন করছি ?

ক্রল। হ্যাঁ, তোমার জীবন এখন সুখের আর আরামের—আর শান্তির। তুমি একটা সংসার পেয়েছ, রসমার। কিন্তু আমি হারিয়েছি।

রসমার। মাই ডিয়ার ফ্রেণ্ড, ওকথা বলো না। এই ঘা যথাসময়ে আবার সেরে যাবে।

ক্রল। কক্ষনো না, কক্ষনো না। কাঁটা খচ্ খচ্ করবেই সব সময়। আগের দিন কখনো ফিরে আসতে পারে না।

রসমার। আমার কথা শোনো, ক্রল। আমরা বহু বছরের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তুমি কি কখনো ভাবতে পারো যে আমাদের বন্ধুত্ব কোনোদিন নষ্ট হয়ে যাবে ?

ক্রল। দুনিয়ায় এমন কিছুই নেই যা আমাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করতে পারে। ওকথা তুমি বলছ কেন ?

রসমার। মতামত আর দৃষ্টিকোণের ঐক্যকে তুমি খুবই বড় মনে কর।

ক্রল। তাতে সন্দেহ নেই ; তবে অন্ততঃ বড় বড় প্রশ্নগুলোর ব্যাপারে আমরা প্রায় একমত।

রসমার। (ধীরকণ্ঠে) না, এখন আর নয়।

ক্রল। (লাফিয়ে উঠবার চেষ্টা করে) সে কি ?

রসমার। (তাকে ধরে) না, চুপ করে বসে থাক—আমার অনুরোধ, ক্রল।

ক্রল। এর মানে কি? আমি তোমার কথা বুঝতে পারছি নে। খুলে বল।

রসমার। আমার আত্মায় এক নয়া ঋতুর সূচনা হয়েছে। আমার দৃষ্টিতে যেন তারুণ্য ফিরে এসেছে। কাজেই আমি এখন দাঁড়িয়ে রয়েছি—

ক্রল। কোথায়, কোথায়—রসমার?

রসমার। যেখানে তোমার ছেলেমেয়েরা রয়েছে।

ক্রল। তুমি? তুমি! অসম্ভব। কোথায় তুমি দাঁড়িয়ে রয়েছ?

রসমার। যে পক্ষে লরিটস আর হিল্ডা রয়েছে সেই পক্ষে।

ক্রল। (মাথা নত করে) ধর্মত্যাগী। জোহানেস রসমার একজন ধর্মত্যাগী!

রসমার। তুমি যাকে ধর্মত্যাগ বলছ, তা করতে পারলে খুশী হতাম—অত্যন্ত খুশী হতাম। কিন্তু, তবু, আমি অনেক সয়েছি; কারণ আমি জানতাম যে এতে তুমি খুবই কষ্ট পাবে।

ক্রল। রসমার—রসমার! এ আমি কখনই সামলে উঠতে পারবো না! (বিষণ্ণ দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে) এই দুর্ভাগ্য দেশে দুর্নীতি আর ধ্বংসাত্মক কাজে তুমিও যে সাহায্য করবে—এটা ভাবতেও যেন কেমন লাগে।

রসমার। মুক্তির কাজেই আমি সাহায্য করতে চাই।

ক্রল। ওহ্, হ্যাঁ, আমি জানি। প্রলোভন যারা দেয় আর প্রলোভনে যারা ভোলে তারা সবাই ওই কথা বলে। কিন্তু তুমি কি মনে কর, যে-মনোভাব এখন আমাদের সামাজিক জীবনকে বিষাক্ত করে তুলছে, তার দ্বারা মুক্তি আসবে?

রসমার। যে মনোভাব এখন বাড়ছে তা আমি পছন্দ করি না, আর যে-দলগুলির মধ্যে বিরোধ চলছে তাদেরকেও আমি পছন্দ করি না। দুই পক্ষ থেকেই যত বেশী সংখ্যক লোককে যতটা সম্ভব ঐক্যবদ্ধ করতে আমি চেষ্টা করব। আমি আমার জীবন আর আমার সব উদ্যমকে একটি কাজে নিয়োজিত করব—তা হচ্ছে দেশে সত্যিকারের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা।

ক্রল। তাহলে তুমি মনে কর না যে দেশে যে-গণতন্ত্র আছে তাই যথেষ্ট ? আমার তো মনে হয় আমরা পাঁকের মধ্যে প্রায় গিয়ে পড়েছি, যেখানে আজ পর্যন্ত একমাত্র জনতারই বাড়-বাড়ন্ত হয়েছে।

রসমার। ঠিক এই কারণেই আমি গণতন্ত্রকে তার সত্যিকারের কাজ সম্পর্কে সচেতন করে তুলতে চাই।

ক্রল। কি কাজ ?

রসমার। এ দেশের সকল মানুষকে মহৎ করে তোলা—

ক্রল। সকল মানুষকে—?

রসমার। অন্ততঃ যত মানুষকে সম্ভব।

ক্রল। কি উপায়ে ?

রসমার। তাদের মনকে মুক্ত ক'রে, আর তাদের ইচ্ছাশক্তিকে নির্মল ক'রে।

ক্রল। তুমি একটা স্বপ্নবিলাসী, রসমার। তুমি তাদেরকে মুক্ত করবে ? তুমি তাদেবকে নির্মল করবে ?

রসমার। না, মাই ডিয়ার ফ্রেণ্ড—আমি শুধু চেষ্টা করব তাদেরকে তাদের কাজে অনুপ্রাণিত করতে। তাদেরকেই এই কাজ করতে হবে।

ক্রল। আর তুমি মনে করছ তারা তা পারবে?

রসমার। হ্যাঁ।

ক্রল। তাদের নিজেদের শক্তিতে?

রসমার। হ্যাঁ, ঠিক তাদের নিজেদের শক্তিতে। অন্যের শক্তিতে নয়।

ক্রল। (উঠে দাঁড়িয়ে) এই কি একজন ধর্মযাজকের উপযুক্ত কথা হল?

রসমার। আমি আর ধর্মযাজক নই।

ক্রল। ওয়েল, কিন্তু—তোমার পূর্ব-পুরুষদের ধর্মবিশ্বাস—?

রসমার। সে-ধর্মবিশ্বাস আর আমার নয়।

ক্রল। আর নয়—!

রসমার। (উঠে দাঁড়িয়ে) আমি সে-ধর্মবিশ্বাস ছেড়ে দিয়েছি। ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছি, ক্রল।

ক্রল। (উত্তেজনা দমন ক'রে) ওহ্, বটে—ঠিক, ঠিক, ঠিক। একটা-কিছু ঘটলে তার সঙ্গে আমার মনে হয় অন্য কিছুও ঘটে। এইজন্যেই কি তা'হলে তুমি চার্চ ছেড়ে দিয়েছ?

রসমার। হ্যাঁ। যখনই আমার মন পরিষ্কার হয়ে গেল—যখনই আমি নিশ্চিতভাবে বুঝলাম যে এ একটা নিছক সাময়িক সংশয় নয়, বরং এ একটা দৃঢ় বিশ্বাস যা আমি নড়াতে পারবো না এবং নড়াবোও না—তখনই আমি অবিলম্বে চার্চ ছেড়ে দিলাম।

ক্রল। এতদিন ধরে এই তা'হলে তোমার মনের অবস্থা! আর আমরা—তোমার বন্ধুরা—এর কিছুই শুনি নি। রসমার—রসমার—এই শোচনীয় সত্যিটা আমাদের কাছে তুমি লুকিয়ে রাখলে কি ক'রে?

রসমার। কারণ আমার মনে হয়েছিল যে ব্যাপারটা সম্পূর্ণ আমার নিজের। আর তা ছাড়া, তোমাকে আর আমার অন্য-সব বন্ধুকে আমি মিছেমিছি কষ্ট দিতেও চাই নি। আমি ভেবেছিলাম আমি এখানে আগের মতোই চুপচাপ, শান্ত, সুখী জীবন যাপন করব। আমি চেয়েছিলাম যে এতদিন ধরে যে-সব বই আমি খুলেও দেখি নি সেইসব বই আমি এখন পড়ব, বইয়ে ডুবে থাকব। সত্যের ও স্বাধীনতার যে বিপুল বিশ্ব আমার কাছে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে তার সঙ্গে আমি আমার মনের নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তুলতে চেয়েছিলাম।

ক্রল। ধর্মত্যাগী! তোমার প্রত্যেকটি কথাই তা প্রমাণ করে। কিন্তু তোমার এই গুপ্ত ধর্মত্যাগের কথা আদৌ তুমি স্বীকার করছ কেন? আর তা ঠিক এই সময়েই বা কেন?

রসমার। তুমিই আমাকে তা করতে বাধ্য করেছ, ক্রল।

ক্রল। আমি? আমি তোমাকে বাধ্য করেছি—?

রসমার। যখন আমি তোমার আক্রমণমূলক বক্তৃতার কথা শুনলাম—যখন তোমার বিদ্বেষমূলক বক্তৃতাগুলো পড়লাম—তোমার প্রতিপক্ষের ওপর তোমার তিক্ত আক্রমণের কথা, তোমার ঘৃণার কথা পড়লাম—ওহ্, ক্রল, তুমি—তুমি এতটা করতে পারো!—তখন আমার কর্তব্য আমার কাছে অপ্রতিরোধ্য হয়ে দাঁড়ালো। এই সংগ্রামের মধ্যে পড়ে মানুষ অধঃপতনের দিকে চলেছে। শান্তি আর আনন্দ

আর সহনশীলতা মানুষের আত্মায় আবার প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। এজন্যেই আমি আবার এগিয়ে আসতে চাই এবং আমি যা, তা আমি প্রকাশ্যে ঘোষণা করতে চাই। আমিও আমার শক্তি পরীক্ষা করতে চাই। তোমার দিক থেকে তুমি কি আমাকে এতে সাহায্য করতে পারো না, ক্রল ?

ক্রল। যতদিন বেঁচে আছি ততদিন সমাজের ধ্বংসাত্মক শক্তি-গুলোর সাথে আমি আপোষ করব না।

রসমার। সংগ্রাম যখন আমাদের করতেই হবে, তখন অন্ততঃ সম্মান-জনক অস্ত্র দিয়েই সংগ্রাম করা যাক।

ক্রল। জীবনের মৌলিক ব্যাপারগুলোতে যে আমার পক্ষে নেই, তাকে আমি চিনি না। তার প্রতি আমি কোনো রকম সুবিবেচনা করার দায়িত্ব বোধ করি না।

রসমার। সেটা কি আমার বেলায়ও খাটে ?

ক্রল। তুমিই তো আমাকে বর্জন করে গেছ, রসমার।

রসমার। এ কি তা'হলে সম্পর্কচ্ছেদ ?

ক্রল। এটা ! এ-যাবৎ যারা তোমার বন্ধু বলে পরিচিত তাদের সকলের সঙ্গেই সম্পর্কচ্ছেদ। এর ফলাফল তোমাকে মানতেই হবে।

[ডানদিক দিয়ে রেবেকা ওয়েস্ট প্রবেশ করে দরোজা খুলে রইল]

রেবেকা। ওঁকে দিলাম ; উনি এখন চললেন মহৎ আত্মত্যাগের পথে। আমরা এখন খেতে বসতে পারি। আপনি আসবেন, হেডমাস্টার মশাই ?

ক্রল। (হ্যাট তুলে নিয়ে) গুড-নাইট, মিস ওয়েস্ট। আমার এখানে আর কোনো কাজ নেই।

রেবেকা। (সাগ্রহে) ব্যাপার কি? (দরোজা বন্ধ করে এগিয়ে এসে) আপনি কি প্রকাশ করেছেন?

রসমার। ও সবই জানে।

ক্রল। আমরা তোমাকে ছেড়ে দেব না, রসমার। আমরা তোমাকে আমাদের কাছে ফিরে আসতে বাধ্য করব।

রসমার। আমি যেখানে ছিলাম সেখানে আমি আর কখনো যেতে পারি না।

ক্রল। সে আমরা দেখব। এসব একা সহ্য ক'রে যাবে তেমন লোক তুমি নও।

রসমার। একদম একা আমি নই।—এই একাকিত্ব এক সঙ্গে সইবার জন্যে আমরা দু'জন আছি।

ক্রল। আহ্—। (মুখে সন্দেহের ছায়াপাত হল) তাও ঘটেছে তা'হলে! বিয়াটার কথা—!

রসমার। বিয়াটার—?

ক্রল। (চিন্তাটা ঝেড়ে ফেলে) না, না—ওটা নীচ চিন্তা। আমাকে ক্ষমা করো।

রসমার। কি বললে? তোমার কথার মানে কি?

ক্রল। জিজ্ঞেস করো না। বাহ্! আমাকে ক্ষমা করো। গুড-বাই!

[বেরোবার দরোজার দিকে অগ্রসর হলেন]

রসমার। (পেছনে পেছনে গিয়ে) ক্রল! আমাদের বন্ধুত্ব এভাবে শেষ হতে পারে না। আমি তোমার সাথে আগামী কাল দেখা করব।

ক্রল। (হলঘরে গিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে) তুমি কোনো সময় আমার আঙ্গিনায় পা দেবে না।

[নিজের ছড়ি উঠিয়ে নিয়ে চলে গেলেন। রসমার এক মুহূর্ত দরোজায় দাঁড়িয়ে রইলেন; তারপর দরোজা বন্ধ করে টেবিল পর্যন্ত এগিয়ে গেলেন।]

রসমার। এতে কিছু আসে যায় না, রেবেকা। আমরা এর শেষ অব্দি দেখব, আমরা দুই বিশ্বস্ত বন্ধু মিলে—তুমি আর আর আমি। *

রেবেকা। আচ্ছা, উনি যে বললেন, 'ওটা নীচ চিন্তা,' একথার মানে কি তোমার মনে হয়?

রসমার। ও নিয়ে মাথা ঘামিও না, ডিয়ার। ওর মনে যা ছিল তা ও নিজেই বিশ্বাস করে নি। আগামী কাল আমি ওর সাথে দেখা করতে যাব। গুড-নাইট!

রেবেকা। আজ এত সকাল-সকাল তুমি ওপর তলায় চলে যাচ্ছ? এই ব্যাপারের পরেই?

রসমার। আজ যাচ্ছি যেমন রোজ যাই। কথাটা যে বলতে পেরেছি এতে আমি স্বস্তি পাচ্ছি। তুমি দেখতে পাচ্ছ আমি সম্পূর্ণ শান্ত, রেবেকা! তুমিও ব্যাপারটা শান্ত-ভাবে নাও। গুড-নাইট!

* এরপর সর্বত্র যখনই রসমার ও রেবেকা একা থাকবে তখনই তারা পরস্পরকে 'তুমি' বলবে।

রেবেকা। গুড-নাইট, ডিয়ার ফ্রেণ্ড! ভালো করে ঘুমোও!

[রসমার হলঘরের দরোজা দিয়ে চলে গেলেন। দোতলায় তাঁর উঠে যাওয়ার শব্দ শোনা গেল। রেবেকা স্টোভের কাছে গিয়ে ঘণ্টার দড়ি টানলো। একটু পরেই ম্যাডাম হেলসেথ ডানদিক দিয়ে প্রবেশ করলো।]

রেবেকা। রাত্রের খাবারগুলো তুমি নিয়ে যেতে পারো, ম্যাডাম হেলসেথ। মিস্টার রসমার কিছু খেতে চান না, আর হেড-মাস্টার মশাই চলে গেছেন।

ম্যাডাম হেলসেথ। হেডমাস্টার মশাই চলে গেছেন? ব্যাপার কি?

রেবেকা। (ক্রুশের কাজ তুলে নিয়ে) তিনি বললেন একটা ভীষণ ঝড় উঠতে পারে।

ম্যাডাম হেলসেথ। কি অদ্ভুত কথা! আজকের আকাশে তো একটুও মেঘ নেই!

রেবেকা। সাদা ঘোড়ার সঙ্গে তাঁর যেন দেখা না হয়ে যায়! আমার মনে হয় শীগগির আমরা ভূত-প্রেতের খবর শুনতে পাব।

ম্যাডাম হেলসেথ। ঈশ্বর আপনাকে ক্ষমা করুন, মিস! অমন ভয়ানক কথা বলবেন না।

রেবেকা। আচ্ছা, আচ্ছা—

ম্যাডাম হেলসেথ। (মৃদু স্বরে) আপনি কি সত্যি মনে করেন শীগগিরই কেউ যাচ্ছে, মিস?

রেবেকা। না, আমি কেন তা ভাবতে যাব? কিন্তু দুনিয়ায় কত রকমের সাদা ঘোড়া আছে, ম্যাডাম হেলসেথ।—ওয়েল, গুড-নাইট। আমি এবার আমার ঘরে যাব।

[রেবেকা ক্রুশে হাতে ডান দিকে গেল]

ম্যাডাম হেলসেথ। (বাতি কমিয়ে, মাথা দুলিয়ে আপন মনে) লর্ড—লর্ড! মিস ওয়েস্ট এসব কি যে বলছেন!

দ্বিতীয় অঙ্ক

[জোহানেস রসমারের পাঠগৃহ। বামদিকে প্রবেশপথ। পেছন দিকে একটি দরোজা, রসমারের ঘরে যাওয়ার। পর্দা সরানো আছে। ডান দিকে একটা জানালা, সেখানে লেখবার টেবিল, তাতে বই ও কাগজ। ঘরের চারদিকে বুক-কেস ও বুক-শেলফ। সাদাসিধে আসবাব। বামদিকে পুরনো ধরনের একটা সোফা, তার সামনে একটা টেবিল।

জোহানের রসমার তাঁর লেখার টেবিলে একটি পিঠ-উঁচু চেয়ারে বসে আছেন। গায়ে ঘরোয়া পোশাক। তিনি একটি পুস্তিকার পাতা কাটছেন, উল্টাচ্ছেন এবং মাঝে মাঝে এখানে-ওখানে একটু-আধটু পড়ছেন।

বাম দিকের দরজায় করাঘাত শোনা গেল।]

রসমার। (স্থির হয়ে বসে থেকে) চলে এসো।

রেবেকা। (সকলের গাউন পরে প্রবেশ করলো) গুড মর্নিং।

রসমার। (পুস্তিকার পাতা উল্টিয়ে) গুড মর্নিং, ডিয়ার। কিছু দরকার আছে ?

রেবেকা। শুধু জানতে চাইছিলাম রাত্রে তোমার ভালো ঘুম হয়েছিল কিনা।

রসমার। সুন্দর ঘুম হয়েছে। (ঘুরে তাকিয়ে) তোমার ?

রেবেকা। হ্যাঁ, ধন্যবাদ—শেষ রাত্রের দিকে—

রসমার। মনটা ভারী হাল্কা বোধ হচ্ছে। এতটা হাল্কা আর কখনো হয়েছিল কিনা জানি না। মনের কথা যে শেষ পর্যন্ত খুলে বলতে পেরেছি সেজন্যে আনন্দ বোধ হচ্ছে।

রেবেকা। হ্যাঁ, তুমি যে এতদিন চুপ ক'রে রইলে এটা দুঃখের বিষয়, রসমার।

রসমার। আমি নিজেই বুঝতে পারছি না আমি এতটা কাপুরুষ হতে পেরেছিলাম কি ক'রে।

রেবেকা। এটা ঠিক কাপুরুষতা ছিল না—

রসমার। হ্যাঁ তাই, ডিয়ার—আমি যখনই ভাবি তখনই বুঝতে পারি এর মধ্যে একটুখানি কাপুরুষতা ছিল।

রেবেকা। তা'হলে কথাটা বলে ফেলা সাহসেরই কাজ হয়েছে। (লেখবার টেবিলে একটা চেয়ারে তাঁর কাছে বসে) কিন্তু আমি এমন কিছু করেছি যা আমি এবার তোমাকে বলতে চাই—এজন্যে তুমি আমার ওপর বিরক্ত হতে পারবে না।

রসমার। বিরক্ত? এমন কথা তুমি ভাবতে পারছো কি করে—?

রেবেকা। বেশ। তা, কাজটা আমার পক্ষে হয়তো অবিবেচনারই হয়ে গেছে, কিন্তু—

রসমার। ব্যাপারটা কি, শুনি?

রেবেকা। কাল সন্ধ্যায়, যখন উলরিক ব্রেণ্ডেল চলে যাচ্ছিলেন তখন —আমি তাঁর হাতে একটা চিঠি দিয়েছি পিটার মর্টেন্স-গোরকে দেওয়ার জন্যে।

রসমার। (ঈষৎ সন্দেহে) বল কি, মাই ডিয়ার রেবেকা—। তা, তুমি তাঁকে কি লিখেছ?

রেবেকা। আমি তাঁকে লিখেছি যে তিনি তোমার খুবই উপকার করবেন যদি তিনি এই হতভাগ্য লোকটির একটু যত্ন নেন আর যেভাবে পারেন তাঁকে সাহায্য করেন।

রসমার। ডিয়ার, ওটা তোমার উচিত হয় নি। তুমি ব্রেণ্ডেলের ক্ষতি করেছ মাত্র। আর মর্টেন্সগোরের মতো লোকের সাথে আমি কোনো সম্পর্ক রাখতে চাই না। আমাদের মধ্যকার সেই পুরনো ব্যাপারটার কথাটা তো তুমি জান।

রেবেকা। কিন্তু তোমার কি মনে হয় না যে তাঁর সাথে আবার মিটমিট করে নেওয়াই ভালো হবে ?

রসমার। আমি ? মর্টেন্সগোরের সাথে ? সেটা কেমন ক'রে সম্ভব বলে তুমি কর ?

রেবেকা। তা, তুমি তো জানো তুমি এখন সম্পূর্ণ নিরাপদ বোধ করতে পারো না—তোমার পুরনো বন্ধুদের সঙ্গে এই বিভেদের পর থেকে।

রসমার। (তার দিকে চেয়ে মাথা দুলিয়ে) তুমি কি সত্যি বিশ্বাস কর যে ক্রল কি অন্যান্যরা আমার ওপর প্রতিশোধ নেওয়ার চেষ্টা করবে ? সেটা তাদের পক্ষে সম্ভব—?

রেবেকা। রাগের প্রথম ঝোঁকে, ডিয়ার—। নিশ্চয় ক'রে তো কিছু বলা যায় না। আমার মনে হয়—হেডমাস্টার মশাই যেভাবে ব্যাপারটা নিলেন—

রসমার। তাকে তোমার আরো ভালো করে জানা উচিত। ক্রল হচ্ছে আপাদমস্তক ভদ্রলোক। আজ বিকেলে আমি তার সঙ্গে আলাপ করতে যাচ্ছি। আমি সকলের সঙ্গেই কথা বলব। তুমি দেখতে পাবে কেমন সহজভাবে সবকিছু চলছে—

[ম্যাডাম হেলসেথ বাম দিকের দরোজায় আবির্ভূত হল]

রেবেকা। (উঠে দাঁড়িয়ে) কিছু বলছ, ম্যাডাম হেলসেথ ?

ম্যাডাম হেলসেথ। হেডমাস্টার ক্রল নীচের তলায় হলে দাঁড়িয়ে আছেন।

রসমার। (ত্বরিতে উঠে দাঁড়িয়ে) ক্রল !

রেবেকা। হেডমাস্টার মশাই এসেছেন। এ কি সম্ভব—

ম্যাডাম হেলসেথ। মিস্টার রসমার, তিনি জানতে চাচ্ছেন তিনি উপরতলায় আসতে পারেন কিনা।

রসমার। (রেবেকাকে) তোমাকে বলেছিলাম না ?—অবিশ্যি তিনি আসতে পারেন। (দরোজায় গিয়ে নীচের তলার উদ্দেশ্যে) চলে এসো, ডিয়ার ফ্রেণ্ড। তুমি আসায় আমি খুশী হয়েছি।

[রসমার দরোজা খুলে দাঁড়িয়ে রইল। ম্যাডাম হেলসেথ চলে গেল। রেবেকা পেছনের দরোজার পর্দা টেনে দিয়ে ঘরের জিনিসপত্র গোছাতে লাগল। হ্যাট হাতে হেডমাস্টার ক্রল প্রবেশ করলেন।]

রসমার। (প্রশান্ত আবেগে) আমি জানতাম এ বাড়ীতে তোমার গতকালকের আসাই শেষ আসা নয়—

ক্রল। আজ সমস্ত ব্যাপার আমি কালকের থেকে সম্পূর্ণ অন্য দৃষ্টিতে দেখছি।

রসমার। হ্যাঁ, রসমার ; চিন্তা করার সময় পেলে তুমি সম্পূর্ণ অন্য দৃষ্টিতে দেখবে এ আমি জানতাম।

ক্রল। তুমি আমাকে সম্পূর্ণ ভুল বুঝছ। (সোফার পাশের টেবিলে হ্যাট রেখে) তোমার সঙ্গে কথা বলা আমার খুবই দরকার, একা।

রসমার। কেন, মিস ওয়েস্ট কি—?

রেবেকা। না, না, মিস্টার রসমার। আমি যাচ্ছি।

ক্রল। (তার আপাদমস্তক চোখ বুলিয়ে) মিস ওয়েস্টকে আমি অনুরোধ করব আমাকে ক্ষমা করতে, এমন অসময়ে আসার জন্যে—তিনি সময় পাওয়ার আগেই আচমকা চলে এসেছি বলে—

রেবেকা। (আশ্চর্য হয়ে) আপনার কথার মানে ? এ বাড়ীতে আমি মর্নিং গাউন পরে বেড়াচ্ছি, এতে কি আপনি ক্ষতির কিছু দেখছেন ?

ক্রল। ভগবান রক্ষে করুন। আজকাল রসমারহোমের রীতিনীতি কি তা আমি কিছুই জানি নে।

রসমার। বল কি, ক্রল—তোমাকে আজ অন্য রকম বোধ হচ্ছে !

রেবেকা। আপনাকে গুড মর্নিং জানাই, হেডমাস্টার মশাই।

[সে বাম দিকে চলে গেল]

ক্রল। তোমার অনুমতি নিয়ে—(সোফায় বসলেন)

রসমার। হ্যাঁ, ক্রল, বসো। এসো, আমরা সম্প্রীতির মধ্যে একটা মীমাংসায় পৌঁছাই।

[তিনি হেডমাস্টারের ঠিক সামনে একটা চেয়ারে বসলেন]

ক্রল। গতকাল থেকে আমি চোখ বুঁজি নি। সারা রাত ধরে আমি শুধু ভেবেছি।

রসমার। আজ তোমার মত কি ?

ক্রল। সে অনেক কথা, রসমার। প্রথমে একটুখানি ভূমিকা করে নেই। আমি তোমাকে উলবিক ব্রেণ্ডেলের খবর দিতে পারি।

রসমার। তিনি কি তোমার সঙ্গে দেখা করেছিলেন ?

ক্রল। না। তিনি একটা নীচুদরের এলাকার হোটেলে ওঠেন—সেখানকার লোকেরাও অবিশ্যি খুব নীচু দরের। যে পর্যন্ত হাতে পয়সা ছিল সে পর্যন্ত উনি নেশা করেন এবং লোককে ভোজ দেন। তারপর তিনি সবাইকে দাগী বদমাইস বলে গালি-গালাজ শুরু করেন—আর তাঁর এই বর্ণনাও ঠিকই। এতে তারা তাঁকে খুব মারধোব করে একটা নর্দমায় ফেলে দেয়।

রসমার। তা'হলে এখনো ওঁর পরিবর্তন হয় নি।

ক্রল। উনি কোটটাও বাজী ধরেছিলেন ; শুনেছি কোটটা উদ্ধার করে তাঁকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে। কে উদ্ধার করেছে অনুমান করতে পারো ?

রসমার। বোধ হয় তুমি ?

ক্রল। স্বনামধন্য মিস্টার মর্টেন্সগোর।

রসমার। বটে !

ক্রল। শুনেছি মিস্টার ব্রেণ্ডেল নীচু লোকদের আড্ডাতেই গিয়েছিলেন প্রথমে।

রসমার। ওয়েল, তাঁর ভাগ্য ভালো যে—

ক্রল। নিশ্চয়ই। (রসমারের দিকে ঝুঁকে) এবার আমি একটা ব্যাপারে তোমাকে হুঁশিয়ার করে দিতে চাই—আমাদের পুরনো, আমাদের আগেকার বন্ধুত্বের খাতিরে।

রসমার। মাই ডিয়ার ক্রল, সেটা কি ?

ক্রল। ব্যাপারটা হচ্ছে এই : এই বাড়ীতে তোমাকে না জানিয়ে অনেক কাজ চলছে।

রসমার। তোমার একথা মনে করার কারণ? তুমি কি রেব—মিস ওয়েস্টের কথা বলছ?

ক্রল। ঠিক। তিনি কেন যে তা করেন তা আমি বুঝতে পারি। তাঁর ইচ্ছে মতোই সবকিছু ঘটে থাকে এইটেই তাঁর অভ্যাস হয়ে গেছে। কিন্তু তবু—

রসমার। মাই ডিয়ার ক্রল, তুমি আগাগোড়া ভুল করছ। তিনি আর আমি—কোনো ব্যাপারই আমরা কারো কাছ থেকে কিছু লুকোই না।

ক্রল। তিনি কি তা'হলে তোমাকে বলেছেন যে, তিনি 'আলোক-সঙ্কেত' পত্রিকার সম্পাদকের সঙ্গে পত্রালাপ আরম্ভ করেছেন?

রসমার। ওহ, তিনি উলরিক ব্রেণ্ডেলের মারফত যে কয়েকটা কথা লিখে পাঠিয়েছিলেন, তুমি কি তারই কথা বলছ?

ক্রল। তা'হলে তুমি জেনে ফেলেছ। আচ্ছা বল দেখি, কুৎসা করাই যার পেশা, আমাকে স্কুল-মাস্টার হিসেবে আর জননেতা হিসেবে বিদ্রূপ না ক'রে একটি হপ্তাও যার কাটে না, তার সঙ্গে মিস ওয়েস্টের পত্রালাপ করা কি তুমি সমর্থন কর?

রসমার। মাই ডিয়ার ক্রল, ওদিকটা যে উনি ভেবে দেখেছেন তা মনে হয় না। আর তা ছাড়া, যা ইচ্ছে করার পূর্ণ স্বাধীনতা তাঁর আছে, যেমন আছে আমার।

ক্রল। বটে? তোমার নতুন চিন্তাধারারই উপযুক্ত কথা, সন্দেহ নেই। কারণ মিস ওয়েস্ট তোমার বর্তমান মতামতই সমর্থন করেন?

রসমার। হ্যাঁ, করেন। আমরা বিশ্বস্ত কমরেডের মতোই আমাদের কর্মপন্থা স্থির করে নিয়েছি।

ক্রল। (তাঁর দিকে চেয়ে ধীরে ধীরে মাথা দুলিয়ে) ওহে অন্ধ প্রতারিত প্রাণী!

রসমার। আমি? ওকথা কেন বলছ?

ক্রল। কারণ নিকৃষ্টতম কথাটা চিন্তা করতে আমার সাহস হয় না—আমি তা চিন্তা করব না। না, না, কথাটা বলেই ফেলি!—তুমি আমার বন্ধুত্বকে সত্যি মূল্যবান মনে কর, রসমার? আর আমার শ্রদ্ধাকেও? কর না?

রসমার। ওকথার জবাব অনাবশ্যক।

ক্রল। বেশ। কিন্তু এমন আরো প্রশ্ন আছে যার উত্তরের প্রয়োজন আছে—প্রয়োজন আছে তোমাব পক্ষ থেকে সম্পূর্ণ ব্যাখ্যার। প্রশ্ন তুললে উত্তর দেবে?

রসমার। প্রশ্ন তুললে?

ক্রল। হ্যাঁ, এমন কতকগুলো ব্যাপার নিয়ে কি তুমি প্রশ্ন করতে দেবে, যে-সব ব্যপার মনে পড়লে তুমি কষ্ট পেতে পার? দ্যাখো—এই যে তোমার ধর্মত্যাগ—কিংবা যাকে তুমি বলছো মুক্তি, তা—এমন আরও অনেক জিনিসের সঙ্গে জড়িয়ে আছে যা তোমার নিজেরই খাতিরে তোমাকে আমার কাছে ব্যাখ্যা করতেই হবে।

রসমার। মাই ডিয়ার ক্রল, যে-প্রশ্ন খুশী জিজ্ঞেস করতে পার। আমার লুকোবার কিছু নেই।

ক্রল। তা'হলে আমাকে বল—বিয়াটা যে আত্মহত্যা করল, তার সত্যিকারের, চূড়ান্ত কারণটা তোমার মতে কি?

রসমার। এ ব্যাপারে কি তোমার কোনো সন্দেহ আছে? অথবা বলা যেতে পারে, একজন অসুখী, দায়িত্বহীন রুগী যা করেছে তার কারণ কি তুমি জানতে চাইতে পার?

ক্রল। তুমি কি নিঃসন্দেহ যে বিয়াটা দায়িত্বহীনের মতো কাজ করেছে? অন্ততঃ ডাক্তারেরা তো কোনক্রমেই তা বিশ্বাস করেন নি।

রসমার। বহু দিনরাত্রি ধরে আমি তাকে যেমন দেখেছি তেমনি যদি ডাক্তারেরা দেখতেন, তবে তাদের কোনো সন্দেহ হতো না।

ক্রল। আমারও কোনো সন্দেহ ছিল না — তখন।

রসমার। না, দুঃখের বিষয়, বিন্দুমাত্র সন্দেহেব কারণ ছিল না। আমি তোমাকে বলেছি তার উন্মাদ আবেগের জোয়ারের কথা—যার প্রতিদান সে আমার কাছে আশা করত। এতে আমি স্তম্ভিত হয়ে যেতাম। আর তা ছাড়া শেষ কয়েক বছর ধবে তার অহেতুক আত্মগ্লানি।

ক্রল। হ্যাঁ, যখন সে জানতে পেরেছিল যে সারা জীবন সে নিঃসন্তান থাকবে।

রসমার। হ্যাঁ, বুঝে দেখ ব্যাপারটা। যার ওপর তার হাত নেই তাই নিয়ে ওই রকম ভয়ংকর নিরন্তর মনোবেদনা—! তার দায়িত্বজ্ঞান ছিল তা তুমি কেমন করে বল?

ক্রল। হুম্—। তোমার কি মনে আছে সেই সময়ে তোমার বাড়ীতে এমন কোনো বই ছিল কিনা যাতে বিবাহের মৌলিক কারণগুলো সম্পর্কে আলোচনা ছিল—এ যুগের 'প্রগতিশীল' ভাবধারার দিক থেকে?

রসমার। আমার মনে পড়ছে মিস ওয়েস্ট আমাকে ওই ধরনের একখানা বই ধার দিয়েছিলেন। তাঁর বাবা তাঁর লাইব্রেরী তাঁকে দিয়ে গিয়েছিলেন, তুমি জানো। কিন্তু, মাই ডিয়ার ক্রল, তা বলে তুমি নিশ্চয়ই মনে করতে পারো না যে আমরা এমনই অবিবেচক ছিলাম যে ওই ধরনের ভাবধারা আমরা আমার বেচারী রুগ্ন স্ত্রীর মাথায় ঢুকিয়ে দেব? আমি তোমাকে নিশ্চিত আশ্বাস দিচ্ছি যে আমাদের কোনো দোষ ছিল না। তারই মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল, আর এইজন্যই তার মনে ওইসব উন্মাদ বিকৃতি দেখা দিয়েছিল।

ক্রল। একটি কথা অন্ততঃ আমি তোমাকে বলতে পারি। সেটি হচ্ছে, বেচারী বিয়াটা এমনি অশান্তি আর যন্ত্রণায় ভুগছিল যে সে আত্মহত্যা করেছিল, যাতে তুমি সুখে, স্বাধীনভাবে, নিজের খুশীমতো জীবন যাপন করতে পার।

রসমার। (চমকে চেয়ার থেকে প্রায় উঠে দাঁড়িয়ে) তুমি বলছ কি?

ক্রল। শান্তভাবে আমার কথা শোনো, রসমার। কারণ কথাটা আমি এখন খুলে বলতে পারি। ওর জীবনের শেষ বছরটিতে ও দু' দু'বার আমার কাছে গিয়েছিল নিজের যন্ত্রণা আর হতাশার কথা বলতে।

রসমার এই ব্যাপারেই?

ক্রল। না। প্রথমবারে গিয়ে সে আমাকে বলেছিল যে তুমি বিকৃত পথে চলছ—তুমি তোমার পূর্বপুরুষদের ধর্ম ত্যাগ করতে উদ্যত হয়েছ।

রসমার। (সাগ্রহে) তুমি যা বলছ তা অসম্ভব, ক্রল একেবারেই অসম্ভব! নিশ্চয়ই তোমার ভুল হচ্ছে।

ক্রল। কেন, বল তো?

রসমার কারণ আমি যখন সন্দেহের মধ্যে নিজের সঙ্গে লড়াই করছিলাম তখন বিয়াটা বেঁচে ছিল। কিন্তু আমার সে সংগ্রাম চলেছিল সম্পূর্ণ একা আর নিঃশব্দে। এমন কি আমি মনে করি না যে রেবেকাও—

ক্রল। রেবেকা?

রসমার। ওহ, ওয়েল—মিস ওয়েস্ট। সুবিধের জন্যে আমি ওঁকে রেবেকা বলি।

ক্রল। আমি তা লক্ষ্য করেছি।

রসমার। কাজেই বিয়াটা কি করে যে সে ধারণা পেল তা আমি ভেবে পাচ্ছি না। আর একথা সে আমাকে বলল না কেন? কোনোদিন একটি কথাও সে বলে নি।

ক্রল। বেচারী— ও আমার কাছে অনেক অনুনয়-বিনয় করেছিল একথা তোমার কাছে বলার জন্যে।

রসমার। তা'হলে তুমি আমাকে বল নি কেন?

ক্রল। ওর মাথা যে খারাপ হয়ে গেছে—এতে আমি তখন একটুও সন্দেহ করি নি। তোমার মতো লোকের বিরুদ্ধে ও রকম অভিযোগ! তারপর একমাস পরে সে আবার আমার কাছে এসেছিল। এবার সে বাইরে আগের চাইতে শান্ত ছিল। কিন্তু যাবার আগে সে বলেছিল: 'রসমার্সহোমে সবাই আবার সাদা ঘোড়া দেখতে পাবে।'

রসমার। হ্যাঁ, হ্যাঁ। সাদা ঘোড়ার কথা প্রায়ই সে বলত।

ক্রল। আর এইসব কুচিন্তা থেকে তার মন ফেরাবার জন্যে আমি যখন চেষ্টা করতাম তখন সে শুধু বলত : 'আমি আর বেশীদিন বাঁচবো না ; কারণ রেবেকাকে জোহানেসের অবিলম্বে বিয়ে করা চাই।'

রসমার। (প্রায় অবাক হয়ে) কি বললে ? আমি বিয়ে করব --?

ক্রল। একথা সে বলেছিল এক বৃহস্পতিবারের অপরাহ্নে। শনিবারের সন্ধ্যায় সে সাঁকো থেকে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করে।

রসমার। আর এ সম্বন্ধে তুমি কোনোদিনই আমাদের সতর্ক করে দাও নি—!

ক্রল। তুমি ভালো করেই জানো, সে প্রায়ই বলত যে তার দিন ফুরিয়ে এসেছে।

রসমার। হ্যাঁ, আমি জানি। কিন্তু তবু—তোমাব উচিত ছিল আমাদের সতর্ক করে দেওয়া।

ক্রল। আমি কথাটা চিন্তা করেছিলাম ; কিন্তু তখন অত্যন্ত দেরী হয়ে গিয়েছিল।

রসমার। কিন্তু তাবপর, তুমি কেন—? তুমি কি জন্যে এতসব কথার কিছুই বল নি ?

ক্রল। এখানে এসে তোমাকে আবো যন্ত্রণা দিয়ে আর হয়রান করে কি লাভটা হতো ? সে যা-কিছু বলেছিল তার সবই আমি পাগলামি আর খামোখা চেচাঁমেচি বলে মনে করেছিলাম—গতকাল সন্ধ্যে পর্যন্ত।

রসমার তা'হলে তুমি তোমার মতামত বদলেছ ?

ক্রল। বিয়াটা কি পরিষ্কার বুঝতে পারে নি যখন সে বলেছিল যে তুমি তোমার পূর্বপুরুষদের ধর্মবিশ্বাস বর্জন করতে উদ্যত হয়েছে?

রসমার। (স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে) আমি বুঝতে পারছি না। এ একেবারেই দুর্বোধ্য ব্যাপার।

ক্রল। দুর্বোধ্য হোক আর যাই হোক—ব্যাপারটা ঠিক। আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করি, রসমার—তার অন্য অভিযোগের মধ্যে কতটুকু সত্যি আছে? মানে, তার শেষ অভিযোগের মধ্যে।

রসমার। অভিযোগ? সেটা কি অভিযোগ ছিল।

ক্রল। বোধহয় তুমি লক্ষ্য করো নি কি ভাবে কথাটা সে বলেছিল। সে বলেছিল তাকে যেতে হবে—কেন?

রসমার। যাতে আমি রেবেকাকে বিয়ে করতে পারি—

ক্রল। তার কথাগুলো ঠিক ওই রকম ছিল না। বিয়াটা অন্য রকম ভাষা ব্যবহার করেছিল। সে বলেছিল: 'আমি আর বেশী দিন বাঁচবো না; কারণ রেবেকাকে জোহানেসের অবিলম্বে বিয়ে করা চাই।'

রসমার। (এক মুহূর্ত তার দিকে চেয়ে থেকে উঠে দাঁড়ালো) এবার আমি তোমার কথা বুঝেছি, ক্রল!

ক্রল। তা'হলে তোমার জবাব কি?

রসমার। (তখনো শান্ত ও সংযত) এমন উদ্ভট কথার—? এক-মাত্র উচিত জবাব হচ্ছে দরোজা দেখিয়ে দেওয়া।

ক্রল। (উঠে দাঁড়িয়ে) ভালো কথা।

বসমাব। (তাব সামনে দাঁড়িয়ে) আমাব কথা শোনো। এক বছবেবও বেশী হলো—বিযাটাব মবাব পব থেকে—বেবেকা ওযেস্ট আব আমি বসমাবহোমে বাস কবছি। এই সমযটায ববাববই তুমি আমাদেব বিরুদ্ধে বিযাটাব অভিযোগেব কথা জানতে। কিন্তু আমি এক মুহূর্তেব জন্যেও কখনও লক্ষ্য কবি নি যে আমাব বাড়ীতে বেবেকাব থাকাটা তুমি পছন্দ কবো না।

ক্রল গতকাল সন্ধ্যাব আগে পর্যন্ত আমি জানতাম না যে একজন ঈশ্বব-অবিশ্বাসী লোক বাস কবছে একজন—স্বাধীনা নাবীব সঙ্গে।

বসমাব আ—হ্! তা'হলে তুমি বিশ্বাস কবো না যে ঈশ্বব-বিশ্বাসী মানুষ আব স্বাধীন নাবীব মধ্যে মনেব নির্মলতা থাকা সম্ভব? তুমি বিশ্বাস কবো না যে নৈতিকতা তাদেব স্বভাবেব একটা সহজাত নিযম হতে পাবে?

ক্রল। ধর্মেব শিক্ষাব ওপব যে নৈতিকতাব ভিত্তি স্থাপিত নয তাতে আমাব তেমন বিশ্বাস নেই।

বসমাব। আব এই মতামত তুমি বেবেকা আব আমাব বেলাযও প্রযোগ কবতে চাও? আমাদেব দু'জনেব সম্পর্কেব বেলাযও—?

ক্রল। তোমাদেব দু'জনেব খাতিবেও আমি এই মতামত ছাড়তে বাজী নই যে কোনোই অপরিসীম ব্যবধান নেই মুক্ত চিন্তা আর—আব এর মধ্যে—হুম্—

রসমার। আর কিসের মধ্যে?

ক্রল। —আর মুক্ত প্রেমের মধ্যে, যখন তুমি জানতেই চাও।

রসমার। (মৃদু কণ্ঠে) আমাকে একথা বলতে তোমার লজ্জা করলো না। তুমি, যে নাকি আমাকে সেই ছোটবেলা থেকে জানো!

ক্রল। ঠিক ওই কারণেই বলছি। আমি জানি যাদের সাহচর্যে তুমি থাকো তাদের দ্বারা কতো সহজে তুমি প্রভাবিত হও। আর এই যে তোমার রেবেকা—ওয়েল, না হয় মিস ওয়েস্ট—আমরা তার সম্বন্ধে প্রায় কিছুই জানি না। মোট কথা, রসমার—আমি হাল ছেড়ে দেব না। আর তোমাকে – তোমাকেও নিজেকে বাঁচাবার চেষ্টা করতে হবে।

রসমার। নিজেকে বাঁচাব? কেমন করে— ?

[ম্যাডাম হেলসেথ বামদিকের দরোজায় উঁকি দিল]

রসমার। কি চাও?

ম্যাডাম হেলসেথ। মিস ওয়েস্টকে নীচের তলায় আসতে বলতে এসেছিলাম।

রসমার। মিস ওয়েস্ট এখানে নেই।

ম্যাডাম হেলসেথ। এখানে নেই? (ঘরের চারদিকে তাকাল) আশ্চর্য তো!

[সে চলে গেল]

রসমার। কি বলছিলে তুমি?

ক্রল আমার কথা শোনো। বিয়াটা যখন বেঁচেছিল তখন এখানে কি কি ব্যাপার ঘটেছিল—আর এখনো কি চলছে—তার গুপ্ত ইতিহাস খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আমি জানতে চাচ্ছি না। আমি জানি যে তোমাদের বিবাহিত জীবন ছিল খুবই অসুখী; আর আমার মনে হয় তারই অজুহাতে—

রসমার। তুমি কতো সামান্য যে আমাকে জানো-

ক্রল। আমাকে বাধা দিও না। আমি যা বলতে চাচ্ছি তা হচ্ছে এই : মিস ওয়েস্টের সঙ্গে তোমার বর্তমান জীবন-ধারা যদি চালিয়েই যেতে চাও তা'হলে তোমার দুর্ভাগ্যজনক মতের পরিবর্তনটা—যা ওই মহিলার কুপ্রভাবে ঘটেছে—তা চেপে রাখাই উচিত। বলতে দাও! আমাকে বলতে দাও! আমি বলতে চাচ্ছি কি, চরম দুর্ভাগ্যজনক ব্যাপার যদি ঘটেই, তা'হলে ঈশ্বরের দোহাই, এই দুনিয়ায় তুমি যা খুশী চিন্তা করতে পারো আর যা খুশী বিশ্বাস কর ত পারো, কিন্তু তোমার মতামত মনের মধ্যেই রেখো। হাজার হলেও, এসব ব্যাপার একান্তই ব্যক্তিগত। ঘরের ছাদে উঠে সে-সব কথা মানুষের চেঁচিয়ে জানাবার কোনো দরকার নেই।

রসমার। একটা মিথ্যে আর অনিশ্চিত অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসা আমি একান্তই অপরিহার্য মনে করি।

ক্রল। কিন্তু তোমাদের বংশধারার ঐতিহ্যের প্রতি তোমার একটা কর্তব্য আছে, রসমার! সেকথা মনে রেখো! স্মরণাতীত কাল থেকে রসমারহোম পরিবার নৈতিকতা আর শৃঙ্খলার আলোক বিতরণ করেছেন—হ্যাঁ, আর সর্বোত্তম মানুষেরা যা-কিছু মেনে এসেছেন আর অনুমোদন করে এসেছেন তাই তাঁরা সম্মানের সঙ্গে মেনে এসেছেন। এই গোটা এলাকাটাই রসমারহোম বংশকে অনুসরণ করেছে। যাকে আমি বলতে পারি এই পরিবারের বংশানুক্রমিক ভাবধারা, তা তুমি বর্জন করেছ এইটে যদি জানাজানি হয়ে যায়, তা'হলে এমন একটা দুঃখজনক বিপর্যয়ের সৃষ্টি হবে যার কোনো প্রতিকার নেই।

রসমার। মাই ডিয়ার ক্রল, ব্যাপারটা আমি ওইদিক থেকে দেখতে পারছি না। এই এলাকায় বহু পুরুষ ধরে রসমার পরিবার

অন্ধকাব আব অত্যাচাবেব কেন্দ্র হযে উঠেছে। আমি মনে কবি, আমাব অবশ্য-কর্তব্য হচ্ছে এখানে কিছু আলো আব আনন্দ বিতবণ কবা।

ক্রল। (তাব দিকে কঠোব দৃষ্টিতে তাকিযে) হঁ্যা, তোমাদেব বংশধাবাব শেষ ব্যক্তিব উপযুক্ত কাজ হবে বটে সেটা। না, বসমাব, ওসব ব্যাপাব ছাড তুমি। ও কাজ তোমাকে দিযে হবে না। তোমাব জন্ম হযেছিল একজন শান্ত ছাত্র হওযাব জন্যে।

বসমাব। হযতো তাই। কিন্তু একবাবেব জন্যে জীবন-সংগ্রামে আমি অংশ নিতে চাই।

ক্রল। আব তুমি কি জানো জীবন-সংগ্রামটা তোমাব জন্যে কি ধবনেব হবে? এ হবে তোমাব সব বন্ধুব সঙ্গে জীবন-মবণেব সংগ্রাম।

বসমাব। (শান্তভাবে) তাবা তোমাব মতো এমন গোঁড়া হতে পাবে না।

ক্রল। তুমি নিতান্তই সবল-প্রাণ, বসমাব। তোমাব অভিজ্ঞতাও কম। কি বকম ঝড যে তোমার ওপব ভেঙে পডবে তাব কোনো ধাবণাই তোমাব নেই।

[ম্যাডাম হেলসেথ বাম দিকেব দবোজা দিযে উঁকি মাবলো]

ম্যাডাম হেলসেথ। মিস ওযেস্ট জানিতে চাচ্ছেন—

রসমার কিঁ জানতে চাচ্ছেন?

ম্যাডাম হেলসেথ। নীচের তলায় একজন ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে আছেন, তিনি [illegible] সঙ্গে কিছু কথা বলতে চান।

রসমার। এই ভদ্রলোকটি কি গতকাল সন্ধ্যায় এখানে এসেছিলেন ?

ম্যাডাম হেলসেথ। না, এঁর নাম মর্টেন্সগোর।

রসমার। মর্টেন্সগোর ?

ক্রল। আহা! তা'হলে ব্যাপারটা এতখানি গড়িয়েছে, তাই না ? — ইতিমধ্যেই !

রসমার। উনি কি চান আমার কাছে ? তুমি তাঁকে ফিরিয়ে দিলে না কেন ?

ম্যাডাম হেলসেথ। মিস ওয়েস্ট আমাকে জেনে আসতে বললেন ভদ্রলোক উপরে আসতে পারেন কি না।

রসমার। তাঁকে বল আমি এখন ব্যস্ত—

ক্রল। (ম্যাডাম হেলসেথকে) তাঁকে আসতে বলো, ম্যাডাম হেলসেথ।

[ম্যাডাম হেলসেথ চলে গেল]

ক্রল। (নিজের হ্যাট উঠিয়ে নিয়ে) আমি সরে পড়ি—আপাতত ! কিন্তু আসল লড়াই বাকী থেকে গেল।

রসমার। সত্যি বলছি, ক্রল—মর্টেন্সগোরের সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্কই নেই।

ক্রল। আমি তোমার কথা বিশ্বাস করি না। কোনো ব্যাপারেই আমি আর তোমাকে বিশ্বাস করব না। এখন হাতাহাতি লড়াই। তোমাকে নিরস্ত্র করা যায় কিনা সেটাই আমরা এখন চেষ্টা করব।

রসমার। ওহ্, ক্রল—কতো নীচে—কতো শোচনীয়ভাবে নীচে তুমি নেমে গেছ !

ক্রল। আমি ? তুমি মনে করছ একথা বলার অধিকার তোমার আছে ? বিয়াটার কথা মনে কর !

রসমার। আবার ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে ওই কথা ?

ক্রল। না। কারখানার সাঁকোতে যে দুর্ঘটনা ঘটেছিল তার রহস্যের সমাধান তুমি করবে তোমার বিবেক অনুযায়ী —যদি বিবেক বলতে কিছু তোমার মধ্যে অবশিষ্ট থাকে।

[বাম দিক দিয়ে ধীর পায়ে প্রবেশ করল পিটার মর্টেন্সগোর। সে ক্ষুদ্রকায় সুগঠিত মানুষ ; মাথার চুল ও দাড়ি লালচে।]

ক্রল। (ঘৃণাপূর্ণ দৃষ্টিতে) আহ্, এই যে 'আলোক-সঙ্কেত' এসে গেছে—জ্বলছে রসমার্সহোমে। (কোটের বোতাম লাগিয়ে) ওয়েল, আমি আর আমার কর্মপন্থা বেছে নিতে ইতস্তত করতে পারি না।

মর্টেন্সগোর। 'আলোক-সঙ্কেত' হেডমাস্টার-ভবনকে আলোকিত করবে এটা সর্বদাই আশা করা যায়।

ক্রল। হ্যাঁ' আপনি বহুদিন থেকেই আপনার শুভেচ্ছা দেখিয়েছেন। ধর্মের একটা অনুজ্ঞা অবশ্যই আছে প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে মিথ্যে সাক্ষ্য দেওয়া সম্পর্কে—

মর্টেন্সগোর। ধর্মের অনুজ্ঞা সম্পর্কে আমাকে হেডমাস্টার ক্রলের উপদেশ দেয়ার কোনো দরকার নেই।

ক্রল। সপ্তম অনুজ্ঞাও না ?

রসমার। —ক্রল— !

মর্টেন্সগোর। আমার যদি কোনো উপদেশের দরকার হতো, তা'হলে তা প্যাস্টর মশাইয়ের কাছেই নিতাম।

ক্রল। (প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপের সাথে) প্যাস্টরের কাছে? ওহ, হ্যাঁ, নিশ্চয় প্যাস্টার রসমারই তার উপযুক্ত লোক !—আপনাদের আলোচনার সাফল্য কামনা করি, ভদ্রমহোদয়গণ !

[চলে গেলেন এবং যাবার সময় দরোজা সজোরে বন্ধ করে দিলেন]

রসমার। (বন্ধ দরোজার চোখ রেখে আপন মনে) ওয়েল, ওয়েল —তাই হোক তা'হলে। (ঘুরে) দয়া করে কি বলবেন, মিঃ মর্টেন্সগোর—আপনার এখানে আসবার হেতুটা কি ?

মর্টেন্সগোর। আমি এসেছিলাম আসলে মিস ওয়েস্টের সঙ্গে দেখা করতে। গতকাল তাঁর কাছ থেকে আমি বন্ধুত্বমূলক একটা চিঠি পেয়েছিলাম, তাই তাঁকে ধন্যবাদ জানাতে এসেছিলাম।

রসমাব। আমি জানতাম তিনি আপনাকে চিঠি লিখেছেন। তাঁর সঙ্গে আপনাব দেখা হয়েছে তা'হলে ?

মর্টেন্সগোর। হ্যাঁ, কিছুক্ষণেব জন্যে। (ঈষৎ হেসে) শুনছি এখানে রসমার্সহোমে মতামতের কিছু রদবদল হয়েছে।

রসমাব। নানা ব্যাপারে আমার মতামত বদলে গেছে। বলতে গেলে সব ব্যাপারেই।

মর্টেন্সগোর। মিস ওয়েস্ট সেকথাই আমাকে বললেন ; আর তাই তিনি মনে করলেন প্যাস্টর-মশাইয়ের সঙ্গে দেখা করে এ সম্বন্ধে আলোচনা করাই আমার উচিত।

রসমার। কি সম্বন্ধে, মিঃ মর্টেন্সগোর ?

মর্টেন্সগোর। 'আলোক-সঙ্কেত' পত্রিকায় কি আমি ঘোষণা করতে পারি যে আপনার মতামতের পরিবর্তন হয়েছে—আর আপনি মুক্তি এবং প্রগতির দলে যোগ দিয়েছেন ?

রসমার। নিশ্চয়ই পারেন। সত্যি বলতে কি, এই ঘোষণা করার জন্যে আমি আপনাকে অনুরোধ জানাই।

মর্টেন্সগোর। তা'হলে আগামী কালকের পত্রিকায় সে-ঘোষণা করা হবে। যখন লোকে জানবে যে রসমার্সহোমের প্যাস্টর রসমার আলোকের সপক্ষে অস্ত্র ধারণ করতে প্রস্তুত আছেন তখন একটা বিরাট চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হবে।

রসমার। আপনার কথা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।

মর্টেন্সগোর। মানে, যখনই আমরা খ্রীস্টান ধর্মনীতির কোনো সীবিযাস অনুসারীকে আমাদের সপক্ষে পাই তখনই আমাদের পার্টির শক্তি অনেক বেড়ে যায়।

রসমার। (ঈষৎ আশ্চর্য হয়ে) তা'হলে কি আপনি জানেন না—? মিস ওয়েস্ট কি সেকথাও আপনাকে বলেন নি?

মর্টেন্সগোর। কোন্ কথা, প্যাস্টর রসমার? মিস ওয়েস্ট খুব তাড়াতাড়ি করছিলেন। তিনি বললেন উপরতলায় এসে আপনার কাছ থেকে সব কথা শোনাই আমার উচিত!

রসমার। ওয়েল, তাই যদি হয় তা'হলে আমি আপনাকে বলতে পারি, যে আমি নিজেকে সম্পূর্ণ মুক্ত করতে পেরেছি, সবদিক দিয়েই। আমি যাবতীয় ধর্মীয় গোঁড়ামিই বর্জন করেছি। এখন থেকে এসব আমার কাছে কিছুই নয়!

মর্টেন্সগোর। (আশ্চর্য হয়ে) ওয়েল—আকাশ ভেঙে পড়লেও আমি এতটা—। প্যাস্টর রসমার নিজে ঘোষণা করছেন—।

রসমার। হ্যাঁ, আমি এখন দাঁড়িয়ে আছি সেইখানে, যেখানে আপনি আছেন [illegible] বছর ধরে। সেকথাও আপনি 'আলোক-[illegible]' পত্রিকায় ঘোষণা করতে পারেন।

মর্টেন্সগোর। সেকথাও ? না, মাই ডিয়ার প্যাস্টর—মাফ করবেন—। আমার মনে হয় না সেকথা উল্লেখ করা উচিত হবে।

রসমার। উল্লেখ করা উচিত হবে না ?

মর্টেন্সগোর। মানে, এখন উচিত হবে না।

রসমার। বুঝলাম না—

মর্টেন্সগোর। ওয়েল, দেখুন, প্যাস্টর রসমার—সব ব্যাপারের খুঁটিনাটি আমরা যেমন জানি তেমন আপনি বোধহয় জানেন না। কিন্তু আপনি যখন মুক্তিকামীদের দলে এসেছেন —আর, মিস ওয়েস্টের কাছে যা শুনলাম, আপনি যখন এই আন্দোলনে সক্রিয় অংশ নিতে চাচ্ছেন, তখন আমি ধরে নিতে পারি আপনি এতে যতোটা সম্ভব সাহায্য করবেন।

রসমার। হ্যাঁ, সেটাই আমার একান্ত ইচ্ছা।

মর্টেন্সগোর। উত্তম। কিন্তু প্যাস্টর রসমার, আমি আপনাকে বলতে চাই, আপনি যদি চার্চের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগের কথা প্রকাশ্যে ঘোষণা করেন, তা'হলে গোড়াতেই আপনার হাত বাঁধা পড়বে।

রসমার। তাই কি আপনার মনে হয় ?

মার্টেন্সগোর। হ্যাঁ। আমাকে বিশ্বাস করুন, আজকের আন্দোলনের জন্যে আপনি বিশেষ কিছু করতে পারবেন না, অন্ততঃ এই অঞ্চলে। আর তা ছাড়া—প্যাস্টর রসমার, আমাদের মধ্যে আগে থেকেই প্রচুর মুক্তবুদ্ধি চিন্তাশীল ব্যক্তি আছেন—বরং বলা চলে খুব বেশী পরিমাণেই আছেন। পার্টির এখন যা প্রয়োজন তা হচ্ছে কিছু খ্রীস্টীয় নীতি,

যাকে প্রত্যেকেই শ্রদ্ধা করবে। এরই প্রয়োজন আমাদের আজ খুব বেশী। আর এইজন্যেই আমি আপনাকে পরামর্শ দিচ্ছি, যা জনসাধারণের প্রয়োজন নেই তা আপনি নিজের কাছেই রেখে দিন। অন্ততঃ এ ব্যাপারে এই হচ্ছে আমার অভিমত।

রসমার। বুঝলাম। তা'হলে আমি যদি খোলাখুলিভাবে আমার ধর্ম-ত্যাগের কথা ঘোষণা করি, তবে আপনারা আমার সঙ্গে সম্পর্ক রাখার সাহস করবেন না ?

মর্টেন্সগোর। (মাথা নেড়ে) সে ঝুঁকি নিতে আমি চাই না, প্যাস্টর রসমার। কিছু দিন থেকে আমি নিয়ম করেছি যে, যে-মতবাদ অথবা যে-ব্যক্তি সক্রিয়ভাবে ধর্মের বিরোধিতা করে তাকে আমি সমর্থন করব না।

রসমার। তা'হলে আপনি নিজেই ধর্মে প্রত্যাবর্তন করেছেন ?

মর্টেন্সগোর। সেটা আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার।

রসমার। আহ, ব্যাপার তা'হলে এই। এবার আপনার কথা বুঝলাম।

মর্টেন্সগোর। প্যাস্টর রসমার—আপনার মনে রাখা উচিত যে আমার—বিশেষ করে আমার—কাজ করার পূর্ণ স্বাধীনতা নেই।

রসমার। আপনার বাধাটা কোথায় ?

মর্টেন্সগোর। আমি ছাপমারা লোক।

রসমার। আহ্, সেই জন্যে।

মর্টেন্সগোর। আমি ছাপমারা, প্যাস্টর রসমার। সকলের আগে আপনার সেকথা মনে রাখা উচিত। কারণ যে কেলেঙ্কারীর দাগ আমাকে নিতে হয়েছে সেজন্যে আপনার দায়িত্বই সবচাইতে বেশী।

রসমার। আমার এখন যে মতামত তাই যদি তখন থাকতো তা'হলে আমি আরও সহানুভূতির সঙ্গে আপনার অপরাধ বিচার করতাম।

মর্টেন্সগোর। এতে আমার সন্দেহ নেই। কিন্তু এখন অত্যন্ত অসময়। আপনি আমাকে ছাপ মেরে দিয়েছেন—সারা জীবনের জন্যে ছাপ মেরে দিয়েছেন। আপনি বোধহয় বুঝতেও পারছেন না যে তার অর্থ কি। তবে তার ফলাফল এবার হয়তো আপনি নিজেও বুঝতে পারবেন, প্যাস্টর রসমার।

রসমার আমি ?

মর্টেন্সগোর। হঁ্যা। আপনি নিশ্চয় মনে করছেন না যে হেডমাস্টার ক্রল আর তাঁর দলবল আপনার ধর্মত্যাগের ব্যাপারটাকে কোনদিন ক্ষমা করবে ? আমি শুনতে পাচ্ছি 'দেশবার্তা' পত্রিকা অদূর ভবিষ্যতে খুব নির্দয় ভাবে প্রচারণা চালাবে।

রসমার। মিঃ মর্টেন্সগোর, ব্যক্তিগতভাবে আমি নিজেকে সে-সব আক্রমণ থেকে নিরাপদ মনে করি। আমার জীবন দুর্নামের ঊর্ধ্বে।

মর্টেন্সগোর। (ঈষৎ হেসে) কথাটা খুব বড়ো, মিঃ রসমার।

রসমার। বোধহয়, তবে সেকথা বলার অধিকার আমার আছে।

মর্টেন্সগোর। এক সময় যেমন করে আপনি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আমার আচরণ বিচার করেছিলেন, তেমন করে আপনার আচরণ বিচার করলেও ?

রসমার। আপনার কথার ভঙ্গী খুব রহস্যজনক মনে হচ্ছে। আপনি কিসের ইশারা করছেন ? নির্দিষ্ট কোনো কিছুর কি ?

মর্টেন্সগোর। হ্যাঁ ; নির্দিষ্ট একটা কিছু। মাত্র একটি। কিন্তু বিদ্বেষ পরায়ণ প্রতিপক্ষীয়রা যদি আভাস পায় তবে এই একটি খুব খারাপ হয়ে দাঁড়াতে পারে।

রসমার। ব্যাপারটা কি তা দয়া করে জানাবেন ?

মর্টেন্সগোর। তা কি আপনি নিজেই অনুমান করতে পারছেন না, প্যাস্টর ?

রসমার। না, নিশ্চয় না। আমি একটুও ধারণা করতে পারছি না।

মর্টেন্সগোর। ওয়েল, ওয়েল, তা'হলে আমাকেই প্রকাশ করতে হবে ; —আমার কাছে একটা অদ্ভুত চিঠি আছে, রসমার্সহোম থেকেই তা পাঠানো হয়েছিল।

রসমার। মিস ওয়েস্টের চিঠির কথা বলছেন তো ? সেটা কি খুব অদ্ভুত ?

মর্টেন্সগোর। না, ওতে অদ্ভুত কিছু নেই। কিন্তু এই বাড়ী থেকে আমি একবার অন্য একটি চিঠি পেয়েছিলাম।

রসমার। মিস ওয়েস্টের কাছ্ থেকেই ?

মর্টেন্সগোর। না, মিঃ রসমার।

রসমার। ওয়েল, তা'হলে কার কাছ্ থেকে ? কার কাছ্ থেকে ?

মার্টেন্সগোর। স্বর্গতা মিসেস রসমারের কাছ্ থেকে।

রসমার। আমার স্ত্রীর কাছ্ থেকে ! আমার স্ত্রীর কাছ্ থেকে আপনি চিঠি পেয়েছিলেন ?

মর্টেন্সগোর। পেয়েছিলাম।

রসমার। কখন ?

মর্টেন্সগোর। মিসেস রসমারের জীবনের শেষদিকে। বোধহয় বছর দেড়েক আগে। ওই চিঠিটাকেই আমি বলছি অদ্ভুত।

রসমার। আমার স্ত্রীর মাথায় যে ওই সময় গোলমাল ছিল তা বোধহয় আপনি জানেন ?

মর্টেন্সগোর। হ্যাঁ, আমি জানি যে অনেক লোকই ওই রকম মনে করতো। কিন্তু সেই চিঠিতে তার কোনো লক্ষণ আছে বলে আমার মনে হয় না। আমি চিঠিটাকে যখন অদ্ভুত বলছি তখন অন্য অর্থে বলছি।

রসমার। আমার স্ত্রীর মাথায় কোন্ খেয়াল চেপেছিল যে সে ওই চিঠি লিখতে গিয়েছিল ?

মর্টেন্সগোর। চিঠিটা আমার বাড়ীতে আছে। তিনি এই বলে চিঠিটা শুরু করেছেন যে তিনি অত্যন্ত উদ্বেগে আর ভয়ে দিন কাটাচ্ছেন ; তিনি বলছেন যে অনেক বিদ্বেষপরায়ণ লোক এখানে আছে : আর তাদেব একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে আপনাকে বিপদে ফেলা আর আপনার ক্ষতি করা।

রসমার। আমার ক্ষতি করা ?

মর্টেন্সগোর। হ্যাঁ, সেই রকমই তিনি লিখেছেন। তারপর তিনি বলেছেন সবচাইতে অদ্ভুত কথা। সেকথা কি বলব, প্যাস্টর রসমার ?

রসমার। নিশ্চয়ই ! কোনো কিছু না লুকিয়ে আমাকে সব কথা বলুন।

মর্টেন্সগোর। তিনি আমাকে উদার হতে সনির্বন্ধ অনুরোধ করেছেন। তিনি বলছেন, তিনি জানেন যে তাঁর স্বামীই আমাকে আমার মাস্টারীর চাকুরি থেকে বরখাস্ত করেছেন ; প্রতিশোধ না নেওয়ার জন্যে তিনি অনেক দোহাই দিয়েছেন।

রসমার। সে কি করে মনে করলো যে আপনি প্রতিশোধ নিতে পারেন ?

মর্টেন্সগোর। চিঠিতে বলা হয়েছে যে আমি যদি রসমারহোমে পাপ কাজ করার গুজব শুনে থাকি তবে তা যেন আমি বিশ্বাস না করি। সে-সব গুজব ছড়াচ্ছে কেবল সেই সব দুষ্ট লোক যারা আপনাকে অসুখী করতে চায়।

রসমার। ওইসব কথাই সেই চিঠিতে আছে ?

মর্টেন্সগোর। যখন খুশী আপনি সে চিঠি নিজে পড়তে পারেন।

রসমার। কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না —! গুজবটা কি নিয়ে বলে সে কল্পনা করেছিল ?

মর্টেন্সগোর। প্রথমত, প্যাস্টর তাঁর পূর্বপুরুষদের ধর্ম পরিত্যাগ করেছেন। আপনার স্ত্রী সেকথা সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছিলেন—সেই সময়। আর তারপর—হুম্—

রসমার। তারপর ?

মর্টেন্সগোর। তারপর তিনি লিখছেন— গোলমেলে করেই লিখেছেন— যে, রসমারহোমে কোনো পাপ কাজের ষড়যন্ত্রের কথা তিনি কিছুই জানেন না ; এবং কেউ তাঁর প্রতি অন্যায় করেন নি। আর তেমন কোনো গুজব যদি রটেই, তবে 'আলোক-সঙ্কেত' পত্রিকায় তার কোনো উল্লেখ যাতে না করা হয়, সেজন্যে তিনি সনির্বন্ধ অনুরোধ করেন।

রসমার। কোনো নামের উল্লেখ নেই ?

মর্টেন্সগোর। না।

রসমার। চিঠিটা কে নিয়ে গিয়েছিল আপনার কাছে ?

মর্টেন্সগোর। সেকথা না বলার জন্যে আমি কথা দিয়েছি। একদিন সন্ধ্যার সময় আমাকে চিঠিটা দেওয়া হয়।

রসমার। ওই সময়ে আপনি যদি খোঁজ নিয়ে দেখতেন, তবে জানতে পারতেন যে আমার বেচারী দুঃখিনী স্ত্রীর মাথার ঠিক ছিল না।

মর্টেন্সগোর। আমি খোঁজ নিয়েছিলাম, প্যাস্টর রসমার। কিন্তু সে রকম আমার মনে হয় নি।

রসমার। সে রকম মনে হয় নি?—কিন্তু সেই দুর্বোধ্য পুরনো চিঠিটার কথা ঠিক এই সময়ে বলবার আপনার হেতুটা কি?

মর্টেন্সগোর। খুব সাবধানে চলা দরকার, এই কথা বলার জন্যে, প্যাস্টর রসমার।

রসমার। আমার জীবনে, আপনি বলতে চান?

মর্টেন্সগোর। হ্যাঁ। আপনাকে মনে রাখতে হবে যে আজ থেকে আপনি আর দলনিরপেক্ষ নন।

রসমার। তা'হলে আপনি মনে মনে ঠিক করে ফেলেছেন যে আমাকে কিছু কিছু লুকোতে হবে?

মর্টেন্সগোর। আমি বুঝি না যে মুক্তবুদ্ধি মানুষ যতটা সম্ভব পরিপূর্ণ জীবন যাপন থেকে বিরত থাকবেন কেন। তবে আমি তো আগেই বলেছি, ভবিষ্যতে আপনাকে অত্যন্ত সাবধান হতে হবে। যদি এমন কোনো কিছু প্রকাশ পায় যা চলতি কুসংস্কারগুলোর বিরুদ্ধে, তবে নিশ্চয় জানবেন সমগ্র উদারনৈতিক আন্দোলনই তাতে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।—গুড-বাই, প্যাস্টর রসমার।

রসমার। গুড-বাই।

মর্টেন্সগোর। আমি সোজাসুজি অফিসে গিয়ে 'আলোক-সঙ্কেত' পত্রিকায় এই প্রকাণ্ড খবরটা ছাপাবার ব্যবস্থা করব।

রসমার। হ্যাঁ; কিছুই বাদ দেবেন না।

মর্টেন্সগোর। জনসাধারণের যা জানা দরকার তার কিছুই আমি লুকোবো না।

[বাউ করে তিনি চলে গেলেন। তাঁর নেমে যাওয়ার সময় রসমার দরোজায় দাঁড়িয়ে রইলেন। বাইরের দরোজা বন্ধ হওয়ার শব্দ শোনা গেল।]

রসমার। (দরোজায় নরম স্বরে ডাকলেন) রেবেকা! রে—হ্ম্। (উচ্চ কণ্ঠে) ম্যাডাম হেলসেথ,—মিস হেলসেথ কি ওখানে আছেন?

ম্যাডাম হেলসেথ। (হল থেকে) না, প্যাস্টর রসমার, তিনি এখানে নেই।

[পেছন দিকের পর্দা সরে গেল। রেবেকা দরোজায় দেখা দিল।]

রেবেকা। রসমার।

রসমার। (ঘুরে দাঁড়িয়ে) একি! তুমি আমার ঘরে ছিলে? মাই ডিয়ার, তুমি কি করছিলে ওখানে?

রেবেকা। (তাঁর দিকে এগিয়ে) কথা শুনছিলাম।

রসমার। ওহ, রেবেকা, তুমি কেমন করে তা পারলে?

রেবেকা। না শুনে পারলাম না। অমন ঘৃণার সঙ্গে উনি ও কথা বললেন—আমার সেই মর্নিং গাউন সম্বন্ধে—

রসমার। তা'হলে ক্রল যখন ওকথা বলছিল তখন তুমি ওইখানে ছিলে—?

রেবেকা। হ্যাঁ। ওঁর মনের মধ্যে কি লুকোনো আছে তা আমার জানবার ইচ্ছে হচ্ছিল।

রসমার। আমি তোমাকে বলতাম

রেবেকা। তুমি আমাকে সব কথা বলতে না। আর তাঁর নিজের ভাষায় তো নিশ্চয়ই বলতে না।

রসমার। তুমি তা'হলে সব কথাই শুনেছ?

রেবেকা। বোধহয় সব কথাই। মর্টেন্সগোর যখন এসেছিলেন তখন একটুর জন্যে আমাকে নীচের তলায় যেতে হয়েছিল।

রসমার। তারপর তুমি আবার ফিরে এসেছিলে—

রেবেকা। আমার ওপর বিরক্ত হয়ো না, ডিয়ার ফ্রেণ্ড!

রসমার। যা তুমি ভালো বোঝো তাই কোরো। সবকিছু করবারই তোমার স্বাধীনতা আছে। কিন্তু এইসব কথা সম্বন্ধে তোমার মতামত কি, রেবেকা—? ওহ, তোমাকে আর কখনো আমার এমন দরকার হয়নি।

রেবেকা। একদিন না একদিন যা ঘটবেই সেজন্যে তো তুমি-আমি দু'জনেই তৈরী আছি।

রসমার। না, না—এর জন্যে নয়।

রেবেকা। এর জন্যে না?

রসমার। আমি ভালো করেই জানতাম যে আজ হোক কাল হোক আমাদের সুন্দর, নির্মল বন্ধুত্বের কুব্যাখ্যা করা হবে। ক্রল যে তা করতে পারে এ আমি কোনো দিন বিশ্বাস করতে পারতাম না, তবে যাদের আত্মা স্থূল আর দৃষ্টি আবিল তারা কুব্যাখ্যা করবে। আমাদের বন্ধুত্বকে অমন সাবধানে গোপন করে রাখার যথেষ্ট কারণ ছিল। এ ছিল একটা বিপজ্জনক রহস্য।

রেবেকা। লোকে কি ভাববে তা নিয়ে আমরা মাথা ঘামাতে যাব কেন ? নিজেদের অন্তরে তো আমরা জানি যে আমরা নির্দোষ।

রসমার। নির্দোষ ? হ্যাঁ, আমি তাই ভেবেছিলাম—আজ অবধি ! কিন্তু এখন—এখন, রেবেকা—?

রেবেকা। কেন, এখন কি হল ?

রসমার। বিয়াটার সেই ভয়াবহ অভিযোগের ব্যাখ্যা কি ?

রেবেকা। (প্রবল কণ্ঠে) ওহ্, বিয়াটার কথা বলো না ! বিয়াটার কথা আর চিন্তা করো না। উনি কবরে থেকেও তোমার ওপর যে-প্রভাব বিস্তার করছিলেন তা তুমি সবেমাত্র কাটিয়ে উঠছিলে।

রসমার। এইসব কথা শুনবার পর থেকে কি-এক ভীষণ উপায়ে সে যেন আবার বেঁচে উঠলো।

রেবেকা। তুমি নিশ্চয়ই সন্দেহ করছ না যে তিনি প্রায় উন্মাদ হয়ে গিয়েছিলেন ?

রসমার। ওহ, হ্যাঁ—ঠিক ওই ব্যাপারে আমি যেন আর নিশ্চিত হতে পারছি না। আর তা ছাড়া—যদি সে উন্মাদ হয়েই থাকে—

রেবেকা। যদি তিনি হয়ে থাকেন ? বেশ, তাতে কি ?

রসমার। আমি বলতে চাচ্ছি—ওর অসুস্থ মন যে শেষ পর্যন্ত প্রায় উন্মাদ হয়ে গেল তার প্রধান কারণটা কি ?

রেবেকা। যার কোনো সমাধান নেই তা নিয়ে অত ভাবছো কেন ?

রসমার। না ভেবে পারছি না, রেবেকা ! যতই চেষ্টা করি না কেন, এই যন্ত্রণাময় সন্দেহ আমি মন থেকে দূর করতে পারছি না।

রেবেকা। কিন্তু একটা দুঃখের ব্যাপার নিয়ে অনবরত চিন্তা করা বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে।

রসমার। (চিন্তান্বিত হয়ে অস্থিরভাবে পদচারণা করতে করতে) কোনো না কোনো ভাবে আমি নিশ্চয়ই আমার মনোভাব প্রকাশ করে ফেলেছিলাম। তুমি আসার পর থেকে আমি যে কেমন খুশী হতে আরম্ভ করেছিলাম তা সে নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছিল।

রেবেকা। হ্যাঁ, কিন্তু ডিয়ার, তা যদি উনি লক্ষ্য করেই থাকেন—?

রসমার। নিশ্চয়ই জেনো তার নজর এড়ায় নি যে আমরা একই ধরনের বই পড়েছি—নতুন ভাবধারা আলোচনা করতে করতে আমরা পরস্পরের ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছি। তবু আমি বুঝতে পারছি না! সে যাতে কষ্ট না পায় সেজন্যে আমি এত সতর্ক থেকেছি! পেছনের দিকে যতই তাকাই ততই মনে হয়, আমরা কি চাই না চাই তা ওকে জানতে না দেওয়াই আমি নীতি হিসেবে নিয়েছিলাম। তাই না, রেবেকা?

রেবেকা। হ্যাঁ, হ্যাঁ; তাই তুমি করেছিলে।

রসমার। আর তুমিও তাই করেছিলে। তবু - ! ওহ, এ একটা ভীষণ চিন্তা! অসুস্থ মন নিয়ে সে এখানে চলতো-ফিরতো—কখনো কোনো কথা বলতো না—আমাদের দিকে লক্ষ্য রাখতো—সবকিছুর দিকে নজর রাখতো—আর সবকিছুরই ভুল ব্যাখ্যা করতো।

রেবেকা। রসমারহোমে আসা আমার কখনই উচিত হয় নি।

রসমার। নীরবে সবকিছু সে সয়ে যেত! তার অসুস্থ মস্তিষ্ক আমাদের সম্বন্ধে সব রকম কুচিন্তা করতো! কোনো

দিনই সে কি তোমাকে এমন কিছুই বলে নি যাতে তুমি সতর্ক হতে পারতে ?

রেবেকা। (যেন চমকে উঠে) আমাকে ! তুমি কি মনে কর উনি তেমন কিছু বললে আমি আর একটি দিনও এখানে থাকতাম ?

রসমার না, না, অবিশ্যি না।—ওহ, নিজের সঙ্গে কি লড়াইটাই না সে করেছে ! আর তাও একা, রেবেকা ; নিরুপায় হয়ে একা লড়াই করেছে সে !—আর তারপরে, শেষ পর্যন্ত অভিযোগের মধ্য দিয়ে সে বিজয়িনী হয়েছে—সাঁকো থেকে লাফ দিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করে।

[লেখবার টেবিলের কাছে চেয়ারে বসে পড়লেন। এক হাত টেবিলের রেখে অন্য হাতে মুখ ঢাকলেন।]

রেবেকা (পেছন দিক থেকে সতর্কভাবে তাঁর দিকে অগ্রসর হয়ে) শোনো, রসমার। বিয়াটাকে তোমার কাছে—রসমারহোমে—ফিরিয়ে আনার ক্ষমতা যদি তোমার থাকতো তবে কি তাঁকে তুমি ফিরিয়ে আনতে ?

রসমার। কি করতাম আর কি করতাম না তা আমি কি করে জানব ? এই একটি কথা ছাড়া আর কিছুই আমি ভাবতে পারছি না যে তাকে আর ফিরিয়ে আনা যাবে না।

রেবেকা তুমি সবেমাত্র বেঁচে উঠতে শুরু করছিলে, রসমার। তুমি শুরু করেছিলে। তুমি নিজেকে মুক্ত করেছিলে—প্রত্যেক দিক থেকে। তুমি অমন তাজা আর সুখী বোধ করছিলে—

রসমার ওহ, হ্যাঁ—তা করছিলাম। কিন্তু এখন এই কঠিন আঘাত পেতে হলো আমাকে।

রেবেকা (তাঁর পেছন, চেয়ারে হেলান দিয়ে) কি সুন্দর লাগতো সেই গোধূলির আলোকে বসে থাকতে, নীচের তলার

ঘরে, আমাদের জীবনের নতুন পরিকল্পনা রচনায় পরস্পরকে সাহায্য করতে! তুমি বলতে, দৃঢ় সংকল্প নিয়ে তুমি আজকের এই জীবন্ত দুনিয়ায় কাজ করতে নামবে। মুক্তির বাণী নিয়ে যাতে তুমি ঘরে ঘরে, মানুষের মন জয় করতে! তোমার চারপাশে মহৎ মানুষ সৃষ্টি করতে। মহৎ মানুষ!

রসমার। সুখী মহৎ মানুষ।

রেবেকা। হ্যাঁ—সুখী।

রসমার। কারণ সুখই মানুষকে মহৎ করে, রেবেকা।

রেবেকা। দুঃখও কি করে না? বিরাট দুঃখ?

রসমার। হ্যাঁ—যদি কেউ এই দুঃখকে সামলে, জয় করে উঠতে পারে।

রেবেকা। তাই তোমাকে করতে হবে।

রসমার। (বিষণ্ণ মুখে মাথা দুলিয়ে) এই দুঃখকে আমি কখনই সামলে উঠতে পারবো না—পুরোপুরি। সব সময়েই একটা সন্দেহ থেকে যাবে—একটা প্রশ্ন। আমি আর কখনো আত্মার সেই বিলাস জানবো না যা জীবনকে আশ্চর্যভাবে মধুর করে তোলে।

রেবেকা। (চেয়ারের পেছন দিকে ঝুঁকে, আরও মোলায়েমভাবে) তুমি কিসের কথা বলছ, রসমার?

রসমার। (তার দিকে চোখ তুলে) শান্ত, সুখী, নির্মল মন।

রেবেকা। (এক পা পিছিয়ে) হ্যাঁ। নির্মল মন।

[এক মুহূর্ত নীরব থেকে]

রসমার। (টেবিলের ওপর কনুই এবং হাতের ওপর মাথা রেখে সোজা সামনের দিকে চেয়ে) আর কি অসাধারণ তীক্ষ্ণ

দৃষ্টির পরিচয় সে দিয়েছিল। কেমন পরিষ্কারভাবে সে সবকিছু চিন্তা করেছিল। প্রথমে সে শুরু করে আমার গোঁড়ামিকে সন্দেহ করতে—। কেমন করে সেকথা তার মনে জেগেছিল ? কিন্তু কথাটা তার মনে জেগেছিল। আর তারপর – হ্যাঁ, তারপর অবিশ্যি বাকিটা চিন্তা করা তার পক্ষে সহজ ছিল। (সোজা হয়ে চেয়ারে বসে মাথার চুলে আঙুল চালিয়ে) ওহ, কি ভীষণ কল্পনা ! আমি কোনো দিনই এ চিন্তা মন থেকে দূর করতে পারবো না। আমি অনুভব করতে পারি। আমি জানি। যে-কোনো মুহূর্তে এইসব কথা জাগবে আর মরা মানুষের চিন্তা আমার মনে উদয় হবে।

রেবেকা। রসমারহোমের সাদা ঘোড়ার মতো।

রসমার। হ্যাঁ, তারই মতো। অন্ধকারে—নীরব মুহূর্তে ছুটে আসবে তার চিন্তা।

রেবেকা। জীবন্ত দুনিয়ার প্রতি তোমার যে আকর্ষণ বাড়ছিল, তোমার মগজের ওই শোচনীয় কল্পনার জন্যে তা কি এখন ছিন্ন করবে ?

রসমার। তোমার কাছে এ খুব কঠিন মনে হতে পারে। হ্যাঁ, এ কঠিনই, রেবেকা। কিন্তু আমি কোনো পথ দেখছি না। কেমন করে আমি এসব কথা ভুলব ?

রেবেকা। (চেয়ারের পেছনে এগিয়ে এসে) নতুন সম্পর্ক গড়ে তুলে।

রসমার। (আশ্চর্য হয়ে, চোখ তুলে) নতুন সম্পর্ক ?

রেবেকা। হ্যাঁ, বাইরের দুনিয়ার সঙ্গে নতুন সম্পর্ক। জীবনকে গ্রহণ করো, কাজ করো, সক্রিয় হও। এখানে একা বসে বসে জটিল রহস্য হাতড়ে ফিরো না।

রসমার। (উঠে দাঁড়িয়ে) নতুন সম্পর্ক ? (ইতস্ততঃ পদচারণা করে, দরোজার দিকে গিয়ে, পুনরায় ফিরে এসে) আমার মনে একটা প্রশ্ন জাগছে। তোমারও মনে কি সেই চিন্তাই জাগছে, রেবেকা ?

রেবেকা। (কষ্টের সঙ্গে নিশ্বাস নিয়ে) বলো—শুনি—সেটা কি।

রসমার। আজকের পর আমাদের সম্পর্ক কি রকম রূপ নেবে বলে তোমার মনে হয় ?

রেবেকা। আমি বিশ্বাস করি আমাদের বন্ধুত্ব স্থায়ী হবে—যাই ঘটুক না কেন।

রসমার। আমি ঠিক তা বুঝাই নি। যা আমাদের দু'জনকে সর্বপ্রথম একত্র করেছিল, আর যা আমাদের দু'জনকে এমন ঘনিষ্ঠ করেছিল—সেই আমাদের নারী ও পুরুষের বিশুদ্ধ বন্ধুত্বের ওপর আমাদের দু'জনেরই আস্থা—

রেবেকা। হ্যাঁ, হ্যাঁ—তাতে কি হল ?

রসমার। আমি বলতে চাই, যে এই রকম সম্পর্ক—এই আমাদের মতো—এর জন্যে কি একটা শান্ত, সুখী, শান্তিময় জীবনের দরকার হয় না—?

রেবেকা! তাতে কি হলো ?

রসমার। কিন্তু এখন আমার সামনে যে জীবন তা হচ্ছে সংগ্রাম, অশান্তি আর প্রবল উত্তেজনার জীবন। কারণ আমার জীবন আমাকে যাপন করতেই হবে, রেবেকা। ভয়াবহ সম্ভাবনার দ্বারা আমার নিষ্পেষিত হলে চলবে না। আমার জীবনের গতি জোর করে নিয়ন্ত্রিত হতে আমি দেব না, কোনো জীবিত মানুষের দ্বারা, অথবা—আর কারো দ্বারা।

রেবেকা। না, না—নিশ্চয়ই দেবে না। সম্পূর্ণ স্বাধীন মানুষ হও, রসমার।

রসমার। কিন্তু তুমি কি আমার মনের কথা অনুমান করতে পারছো না? তুমি কি জানো না? বুঝতে কি পারছো না সবচেয়ে ভালো কোন্ উপায়ে সব যন্ত্রণাময় স্মৃতিকে, সমগ্র নিরানন্দ অতীতকে আমি ঝেড়ে ফেলতে পারি?

রেবেকা। কি উপায়ে?

রসমার। একটা নতুন, জীবন্ত বাস্তবতা দিয়ে এর বিরোধিতা করে।

রেবেকা। (চেয়ার হাতড়ে) একটা জীবন্ত—তোমার কথার মানে কি?

রসমার। (আরও কাছে এসে) রেবেকা—আমি যদি চাই—তুমি কি আমার দ্বিতীয় স্ত্রী হবে?

রেবেকা। (মুহূর্তের জন্যে নির্বাক থেকে, আনন্দে চীৎকার করে) তোমার স্ত্রী! তোমার—! আমি!

রসমার। এসো, চেষ্টা করে দেখা যাক। আমরা দু'জনে হবো এক। মৃতের স্থানকে আর শূন্য থাকতে দেওয়া চলবে না।

রেবেকা। আমি—বিয়াটার জায়গায়—!

রসমার। তা'হলে সে এ কাহিনীর বাইরে চলে যাবে—সম্পূর্ণভাবে—চিরতরে।

রেবেকা। (মৃদুস্বরে, কাঁপতে কাঁপতে) তুমি কি তা বিশ্বাস কর, রসমার?

রসমার। এ হতেই হবে! হওয়াই চাই! আমার পেছনে এক মরা লাশ নিয়ে আমি জীবন যাপন করতে পারব না—করব না। একে ঝেড়ে ফেলতে আমাকে সাহায্য কর, রেবেকা। এসো মুক্তির মাঝে, আনন্দের মাঝে, আবেগের

মাঝে আমরা সমস্ত স্মৃতিকে টিপে মারি। তুমিই হবে আমার একমাত্র স্ত্রী একেবারে প্রথম থেকে।

রেবেকা। (সংযতভাবে) ওকথা আর বলো না। আমি কোনো দিনই তোমার স্ত্রী হব না।

রসমার। কি বললে! কোনোদিনই না! তুমি আমাকে ভালবাসতে পারবে না বলে তোমার মনে হয়? ইতিমধ্যেই কি ভালোবাসার সঞ্চার হয় নি আমাদের মধ্যে?

রেবেকা। (কানে হাত দিল, যেন সভয়ে) অমন করে আর বলো না, রসমার! ওসব কথা বলো না।

রসমার। (তার বাহু ধরে) হ্যাঁ, হ্যাঁ—আমাদের সম্পর্ক ক্রমেই নিবিড় হয়ে উঠছে। আমি বুঝতে পারছি যে তুমিও তা অনুভব করছ। তাই কি নয়, রেবেকা?

রেবেকা। (পুনরায় দৃঢ় ও শান্ত স্বরে) আমার কথা শোনো। আমি বলে দিচ্ছি—তুমি যদি একথা বলতে থাকো, তা'হলে আমি রসমারহোম থেকে চলে যাব।

রসমার। চলে যাবে! তুমি! তা তুমি পারবে না। এ অসম্ভব।

রেবেকা। তার থেকেও অসম্ভব হচ্ছে তোমার স্ত্রী হওয়া। আমি কখনই তোমাকে বিয়ে করতে পারি না।

রসমার। (আশ্চর্য হয়ে) তুমি 'পারার' কথা বলছ; আর ভারী অদ্ভুত স্বরে সেকথা বলছ। কেন তুমি পারো না?

রেবেকা। (দু'হাত ধরে) প্রিয় বন্ধু—তোমার আর আমার, এই দু'জনেরই জন্যে—তুমি এর কারণ জিজ্ঞেস করো না। (হাত ছেড়ে দিয়ে) জিজ্ঞেস করো না, রসমার।

[বাম দিকের দরোজার দিকে গেল]

রসমার। এখন থেকে আমি মাত্র একটি প্রশ্নের কথাই ভাবতে পারি—কেন ?

রেবেকা। (ঘুরে তাঁর দিকে চেয়ে) তা'হলে সব শেষ।

রসমার। তোমার আর আমার মধ্যে ?

রেবেকা। হ্যাঁ।

রসমার। আমাদের দু'জনের মধ্যে সবকিছু শেষ কখনই হবে না। তুমি কখনই রসমারহোম ছেড়ে যাবে না।

রেবেকা। (দরোজার হ্যাণ্ডেলে হাত রেখে) না, বোধ হয় যাব না। কিন্তু যদি তুমি আবার জিজ্ঞেস করো—তা'হলে সব শেষ।

রসমার। সব শেষ ? কি করে— ?

রেবেকা। কারণ তা'হলে আমিও সেই পথে যাব যে-পথে বিয়াটা গিয়েছেন। এই তোমাকে বলে রাখলাম, রসমার।

রসমার। রেবেকা— ?

রেবেকা। (দরোজায়, ধীরে ধীরে মাথা নেড়ে) এখন তো তুমি জানলে।

[সে চলে গেল]

রসমার। (বজ্রাহতের মতো দরোজার দিকে চেয়ে থেকে, আপন মনে) এ—আবার—কি ?

তৃতীয় অঙ্ক

[রসমারহোমের বসবার ঘর। জানালা ও প্রবেশদ্বার উন্মুক্ত। বাইরে রৌদ্রালোকিত পৃথিবী। পূর্বাহ্ণ।

প্রথম অঙ্কের অনুরূপ পোশাক-পরিহিতা রেবেকা ওয়েস্ট জানালায় দাঁড়িয়ে ফুলে পানি দিচ্ছে এবং ফুল সাজাচ্ছে। আর্মচেয়ারে ক্রুশের কাজ রাখা আছে। ম্যাডাম হেলসেথ এদিক-ওদিক ঘুরে-ফিরে একটি পালকের ব্রাশ দিয়ে আসবাবের ধুলো ঝাড়ছে।]

রেবেকা। (খানিকক্ষণ চুপ থেকে) প্যাস্টর-মশায় আজ এতক্ষণ ধরে উপরতলায় আছেন কেন বুঝলাম না।

ম্যাডাম হেলসেথ। অমন তো উনি থাকেন। তবে হয়তো উনি এখুনি নামবেন।

রেবেকা। তাঁর সঙ্গে আজ তোমার দেখা হয়েছে ?

ম্যাডাম হেলসেথ। তাঁর জন্যে যখন কফি নিয়ে যাই তখন তাঁকে একটুখানি দেখেছিলাম। শোবার ঘরে উনি তখন পোশাক পরছিলেন।

রেবেকা। কালকে তাঁর মেজাজ যেন একটু কেমন কেমন দেখেছিলাম, তাই জিজ্ঞেস করছিলাম।

ম্যাডাম হেলসেথ। তাঁকে দেখে যেন বিশেষ সুবিধে মনে হলো না। তাঁর সম্বন্ধী আর তাঁর মধ্যে কিছু একটা ঘটেছেই নাকি।

রেবেকা। কি ঘটে থাকতে পারে বলে তোমার মনে হয় ?

ম্যাডাম হেলসেথ। তা বলতে পারি না। হয়তো ওই মর্টেন্সগোরই ওঁদের একজনকে আরেক জনের বিরুদ্ধে উসকাচ্ছেন।

রেবেকা। হতেও পারে। —এই মর্টেন্সগোরের সম্বন্ধে তুমি কিছু জানো ?

ম্যাডাম হেলসেথ। কিছুই না। আপনি অমন কথা ভাবছেন কি করে, মিস ? ওর মতো লোকের খবর নিতে যাবো আমি ?

রেবেকা। ওই রকম একটা বাজে পত্রিকা তিনি বার করেন, সেজন্যেই কি তুমি ওকথা বললে ?

ম্যাডাম হেলসেথ। না, শুধু সেজন্যেই না। আপনি নিশ্চয়ই শুনেছেন, মিস, যে তাঁর এক বাচ্চা হয়েছিল এক মেয়ের গর্ভে, সে মেয়ে তার স্বামীর থেকে আলাদা বাস করছিলো।

রেবেকা। হ্যাঁ, শুনেছি ! কিন্তু আমি এখানে আসবার অনেক আগে তা ঘটেছিল।

ম্যাডাম হেলসেথ। সে সময়ে তাঁর বয়েস খুব অল্প ছিল, তা ঠিক। ওই মেয়েটারই সুবুদ্ধি থাকা উচিত ছিল। উনি ওকে বিয়েও করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তা সম্ভব ছিল না। আর আমি একথাও বলছি না যে সেজন্যে ভদ্রলোককে ভুগতে হয়নি। কিন্তু, কপালের ফের, তারপর মর্টেন্সগোর দুনিয়ায় অনেক উন্নতি করেছেন। অনেক লোক এখন তাঁর পেছনে পেছনে ঘোরে।

রেবেকা। হ্যাঁ, বিপদে পড়লে গরীব লোকেরা প্রায়ই তাঁর কাছে যায়।

ম্যাডাম হেলসেথ। গরীবেরা ছাড়া অন্য লোকেরাও বোধহয় তাঁর কাছে—

রেবেকা। সত্যিই !

ম্যাডাম হেলসেথ। (জোরে জোরে সোফা ঝাড়তে ঝাড়তে) এমন লোকও তাঁর কাছে গিয়েছে যাঁদের কথা আপনি হয়তো ভাবতে পারছেন না, মিস।

রেবেকা। (ফুল নিয়ে ব্যস্ত হয়ে) এ শুধু তোমার একটা ধারণা, ম্যাডাম হেলসেথ। তুমি জোর করে সেকথা বলতে পারো না।

ম্যাডাম হেলসেথ। জোর করে বলতে পারিনে আপনি মনে করছেন, মিস? কিন্তু আমার কথা ঠিক। শুনুন তা'হলে—একবার আমি নিজেই মর্টেন্সগোরের কাছে চিঠি নিয়ে গিয়েছিলাম।

রেবেকা। (ঘুরে দাঁড়িয়ে) বলছো কি তুমি।

ম্যাডাম হেলসেথ। হ্যাঁ, সত্যি গিয়েছিলাম। আর সে চিঠি লেখা হয়েছিল এখানে এই রসমারহোমেই।

রেবেকা। সত্যি, ম্যাডাম হেলসেথ?

ম্যাডাম হেলসেথ। হ্যাঁ, তাই। সে-চিঠি লেখা হয়েছিল সুন্দর কাগজে, আর তাতে একটা লাল শীলমোহরও ছিল।

রেবেকা। এই চিঠি তোমাকে দেওয়া হয়েছিল তাঁর কাছে নিয়ে যেতে? তা'হলে মাই ডিয়ার ম্যাডাম হেলসেথ, সে-চিঠি কে লিখেছিল তা অনুমান করা কঠিন নয়।

ম্যাডাম হেলসেথ। কে, বলুন দেখি?

রেবেকা। সে-চিঠি নিশ্চয়ই মিসেস রসমার লিখেছিলেন, অসুস্থ মন নিয়ে—

ম্যাডাম হেলসেথ। আপনিই ওকথা বলছেন, মিস, আমি না।

রেবেকা। কিন্তু কী ছিল সে-চিঠিতে? ও, আমি ভুলে গিয়েছি—তুমি সেকথা জানতে পারো না।

ম্যাডাম হেলসেথ। হুম্। তা, আমি যদি জেনেই থাকি, তাহলে?

রেবেকা। চিঠিতে কি লেখা ছিল তা কি উনি তোমাকে বলেছিলেন?

ম্যাডাম হেলসেথ। না, তিনি ঠিক তা বলেন নি। কিন্তু চিঠিটা পড়বার পর মর্টেন্সগোর আমাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নানান রকম প্রশ্ন করতে লাগলেন, তার ফলে আমি শীগ্‌গিরই অনুমান করতে পেরেছিলাম চিঠিতে কি ছিল।

রেবেকা। তা'হলে কথাটা কী ছিল? মাই ডিয়ার গুড ম্যাডাম হেলসেথ, কথাটা আমাকে বলতেই হবে।

ম্যাডাম হেলসেথ। না, না, মিস। কিছুতেই না।

রেবেকা। তুমি নিশ্চয়ই বলতে পারো আমাকে। আমরা এমন ঘনিষ্ঠ বন্ধু।

ম্যাডাম হেলসেথ। ওকথা কোনো ক্রমেই বলা যায় না, মিস। তবে শুধু এটুকু আমি আপনাকে বলতে পারি যে লোকে বেচারী রুগ্ন মহিলার মনে খুব একটা খারাপ কথা ঢুকিয়ে দিয়েছিল।

রেবেকা। কে ঢুকিয়ে দিয়েছিল?

ম্যাডাম হেলসেথ। দুষ্ট লোকে, মিস ওয়েস্ট। দুষ্ট লোকে।

রেবেকা। দুষ্ট লোকে—?

ম্যাডাম হেলসেথ। হ্যাঁ, মিস। আমি বলব, সত্যিকারের দুষ্ট লোকেই একাজ করেছিল।

রেবেকা। সেই দুষ্ট লোকেরা কারা বলে তোমার মনে হয়?

ম্যাডাম হেলসেথ। কারা তা আমি বুঝতে পারি। তবে তা বলা আমার কোনো ক্রমেই উচিত নয়। নিশ্চয়ই এ শহরে একজন মহিলা আছেন—হুম্।

রেবেকা। আমি বুঝতে পারছি তুমি মিসেস ক্রলের কথাই বলছ।

ম্যাডাম হেলসেথ। আহ্, তিনি খুব ভালো মেয়ে মানুষ। তিনি সব সময়েই আমার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করেছেন। আর তিনি যে আপনার সঙ্গে খুব খারাপ ব্যবহার করেছেন তাও না।

রেবেকা। তোমার কি মনে হয় মিসেস রসমার যখন মর্টেন্সগোরকেও চিঠি লিখেছিলেন তখন তাঁর মন সুস্থ ছিল?

ম্যাডাম হেলসেথ। মানুষের মন একটা অদ্ভুত জিনিস, মিস। তিনি যে একদম পাগল হয়ে গিয়েছিলেন তা আমার মনে হয় না।

রেবেকা। কিন্তু তিনি যখন জানলেন যে তাঁর কখনো ছেলেপিলে হবে না তখন যেন তাঁর মন ভেঙে গেল। কেবল তখনই তাঁর মাথায় গোলমাল দেখা দিল।

ম্যাডাম হেলসেথ। হ্যাঁ, ওতে বেচারী ভীষণ আঘাত পেয়েছিলেন।

রেবেকা। (ক্রুশ উঠিয়ে নিয়ে সে জানালার পাশে একটি চেয়ারে বসলো) কিন্তু ম্যাডাম হেলসেথ, তোমার কি মনে হয় না যে প্যাস্টর-মশাইয়ের জন্যে সেটাই ভালো হয়েছিল?

ম্যাডাম হেলসেথ। কোন্‌টা মিস?

রেবেকা। কোনো ছেলেমেয়ে যে ছিল না। তোমার কি তাই মনে হয় না?

ম্যাডাম হেলসেথ। হম, একথার জবাব আমি খুঁজে পাচ্ছি না।

রেবেকা! হ্যাঁ, আমাকে বিশ্বাস করো, এটা তাঁর পক্ষে ভালোই হয়েছে। প্যাস্টর রসমার এমন লোকই নন যে বাড়ীতে ছেলেমেয়ে কান্নাকাটি করুক এটা তাঁকে ভালো লাগবে।

ম্যাডাম হেলসেথ। আহ্‌, মিস, রসমারহোমে ছোট ছেলেমেয়েরা কান্নাকাটি করে না।

রেবেকা। (চোখ তুলে চেয়ে) কান্নাকাটি করে না?

ম্যাডাম হেলসেথ। না। এখানকার লোকদের যতদূর স্মরণ হয়, এ বাড়ীতে কোনোদিন কোনো শিশুর কান্না শোনা যায় নি।

রেবেকা। ভারী আশ্চর্য!

ম্যাডাম হেলসেথ। হ্যাঁ, তাই না? কিন্তু এ পরিবারের দস্তুরই ওই। আর তা ছাড়া আরও একটা অদ্ভুত ব্যাপার আছে। এ

বাড়ীর শিশুরা যখন বড় হয়, তখন তারা কোনোদিন হাসে না। যতদিন বেঁচে থাকে ততদিন।

রেবেকা। ভারী তো অদ্ভুত—

ম্যাডাম হেলসেথ। আপনি কি কোনদিন প্যাস্টর মশাইকে হাসতে শুনেছেন বা দেখেছেন, মিস ?

রেবেকা। না—তোমার কথা শুনে, এবার বিশ্বাস করার ইচ্ছে করছে। কিন্তু আমার তো মনে হয় না এই এলাকার লোকেরা তেমন হাসে।

ম্যাডাম হেলসেথ। না, তারা হাসে না। লোকে বলে যে এই না-হাসার শুরু রসমার্সহোমে। তারপরে অভ্যাসটা চারদিকে ছড়িয়ে গেছে মনে হয়, সংক্রামক রোগের মতো।

রেবেকা। তুমি ভারী জ্ঞানবতী, ম্যাডাম হেলসেথ।

ম্যাডাম হেলসেথ। ওহ, মিস, আপনি আমাকে অমন ঠাট্টা করবেন না। (কান পেতে শুনে) চুপ, চুপ—প্যাস্টর মশাই আসছেন। ধলো ঝাড়া তিনি দেখতে পারেন না

[ডান দিক দিয়ে সে চলে গেল। হ্যাট ও ছড়ি হাতে জোহানেস রসমার হলঘর থেকে প্রবেশ করলেন।]

রসমার। গুড মর্নিং, রেবেকা।

রেবেকা। গুড মর্নিং, ডিয়ার। (এক মুহূর্ত পরে, ক্রুশের কাজ করতে করতে) তুমি কি বাইরে যাচ্ছ ?

রসমার। হ্যাঁ।

রেবেকা। দিনটা ভারী চমৎকার।

রসমার। আজ সকালে তুমি আমার সঙ্গে দেখা কর নি।

রেবেকা। না, দেখা করি নি। আজকে না

রসমার। ভবিষ্যতেও কি দেখা করবে না ?

রেবেকা। এখনো জানি না, ডিয়ার।

রসমার। আমার নামে কি কিছু এসেছে ?

রেবেকা। 'দেশবার্তা' এসেছে।

রসমার। 'দেশবার্তা' ?

রেবেকা। ওই টেবিলের উপর আছে।

রসমার। (হ্যাট ও ছড়ি রেখে) এতে কি কোনোকিছু—?

রেবেকা। হ্যাঁ।

রসমার। আমার কাছে পাঠিয়ে দাওনি ?

রেবেকা। তুমি শীগ্‌গিরই তো পড়বে।

রসমার। ওহ, বটে ? (পত্রিকাটা উঠিয়ে, টেবিলের কাছে দাঁড়িয়ে পড়তে পড়তে) একি !—'নীতিহীন দলত্যাগীদের বিরুদ্ধে আমাদের পাঠকদেরকে আমরা বার বার সতর্ক করে দিচ্ছি।' (তার দিকে চেয়ে) ওরা আমাকে দলত্যাগী বলছে, রেবেকা।

রেবেকা। ওরা কোনো নাম উল্লেখ করে নি।

রসমার। ওই একই একথা। (পড়ে গেলেন) 'ভালো কাজের গুপ্ত বিশ্বাসঘাতক'। 'জুডাস-প্রকৃতির সেইসব লোক, যারা তাদের ধর্মত্যাগের কথা অম্লানবদনে স্বীকার করে যখন তারা বুঝতে পারে যে খুব উপযুক্ত সময়—আর লাভজনক সময় এসে উপস্থিত হয়েছে!' 'বহু পুরুষ ধরে যে নাম সম্মানিত হয়ে এসেছে তাকে নিষ্ঠুরভাবে কলঙ্কিত করা'—'যে দল আপাতত ক্ষমতাসীন রয়েছে তার কাছ থেকে উপযুক্ত পুরস্কার পাবার প্রবল আশায়।' (টেবিলে পত্রিকাটা

রেখে দিয়ে) এসব কথা ওরা আমার সম্বন্ধে বলতে পারলো ! —যারা অতদিন থেকে অত ভালো করে আমাকে জানে ! যে-সব কথা ওরা নিজেরা বিশ্বাস করে না। যে-সব কথায় বিন্দুমাত্র সত্য নেই বলে ওরা জানে সে-সব কথাই ওরা ছাপে।

রেবেকা। শুধু ওইসব কথাই ওরা লেখে নি।

রসমার। (পত্রিকাটা আবার উঠিয়ে নিলেন) 'এর একমাত্র অজুহাত হচ্ছে অভিজ্ঞতার আর বিচার-বুদ্ধির অভাব'—'মারাত্মক প্রভাব—যা হয়তো এমন ব্যাপার অবধি পৌঁছেছে যে সে-সম্বন্ধে আপাতত আমরা প্রকাশ্যে আলোচনা করতে বা প্রকাশ্যে অভিযোগ করতে চাই না।' (তার দিকে চাইলেন) এঁকি ?

রেবেকা। এর লক্ষ্য হচ্ছি আমি, এ তো পরিষ্কারই বোঝা যাচ্ছে।

রসমার। (পত্রিকা রেখে দিয়ে) রেবেকা—এ হচ্ছে বাজে লোকের ব্যাপার।

রেবেকা। হ্যাঁ, মর্টেন্সগোরকে ঘৃণা করবার তাদের বিশেষকিছু কারণ নেই।

রসমার। (ঘরের এদিক-ওদিক পদচারণা করে) একটা-কিছু করতেই হবে। এ যদি চলতে দেয়া হয় তবে মানুষের প্রকৃতির মধ্যে যা-কিছু ভালো আছে তা ধ্বংস হয়ে যাবে। কিন্তু এ চলতে দেয়া হবে না। ওহ, কি আনন্দ—আনন্দের ব্যাপার হবে যদি এই বিষণ্ণ আর কুৎসিত পরিস্থিতির মধ্যে আমি একটুখানি আলো বহন করে নিয়ে যেতে পারি !

রেবেকা। (উঠে দাঁড়িয়ে) হ্যাঁ, রসমার ! এই একটা মহৎ আর গৌরবময় লক্ষ্য যা নিয়ে তুমি বাঁচতে পারো।

রসমার। শুধু যদি আমি ওদেরকে বুঝিয়ে দিতে পারতাম যে ওরা কি! যদি ওদের উত্তম প্রবৃত্তিগুলি জাগ্রত করে ওদেরকে অনুতপ্ত আর লজ্জিত হতে শিক্ষা দিতে পারতাম! যদি ওদের মধ্যে পারস্পরিক সহনশীলতা আর প্রীতি জাগ্রত করতে পারতাম, রেবেকা!

রেবেকা হ্যাঁ, সর্বশক্তি দিয়ে চেষ্টা কর, তুমি সফল হবে।

রসমার। হতে পারবো, মনে হয়। আহা, তখন জীবনটা কতো আনন্দের হবে! তখন আর মানুষ হিংসার্ত হয়ে অন্যের ছিদ্রান্বেষণ করে বেড়াবে না, শুধু পরস্পরের ভালো দিকটাই দেখবে! সকলের লক্ষ্য হবে এক। প্রত্যেকটি মন সামনের দিকে যাবার—উৰ্ধ্বপানে যাবার চেষ্টা করবে, নিজের নিজের প্রকৃতি অনুযায়ী। সকলের জন্যে সুখ—সকলের মধ্য দিয়ে সুখ। (জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে চমকে উঠলেন। বিষণ্ন সুরে বললেন) আহ্! আমার মধ্য দিয়ে নয়।

রেবেকা। না—? তোমার মধ্য দিয়ে নয়?

রসমার। আমার জন্যে নয়।

রসমার। ওহ্, রসমার, ওইসব সন্দেহকে মনে স্থান দিও না!

রসমার। সুখ—ডিয়ার রেবেকা—সুখ হচ্ছে নিষ্পাপ জীবনের শান্ত, সানন্দ নিশ্চয়তা।

রেবেকা। (সোজা সামনের দিকে চেয়ে) হ্যাঁ, নিষ্পাপ জীবন—

রসমার। তুমি জানো না পাপ কি জিনিস। কিন্তু আমি—

রেবেকা। সব ছেড়ে তুমি!

রসমার। (জানালা দিয়ে দেখিয়ে) কারখানার কাছের ওই সাঁকো।

রেবেকা। ওহ, রসমার—!

[ম্যাডাম হেলসেথ দরোজায় এসে দেখা দিল]

ম্যাডাম হেলসেথ। মিস ওয়েস্ট!

রেবেকা। আসছি, আসছি। একটু পরে।

ম্যাডাম হেলসেথ। শুধু একটা কথা, মিস।

[রেবেকা দরোজায় গেল। ম্যাডাম হেলসেথ তাকে কিছু বলল। তারা কয়েক মুহূর্ত ফিস ফিস করে কথা বলল। ম্যাডাম হেলসেথ মাথা নেড়ে চলে গেল।]

রসমার। (অস্বস্তির সুরে) এ কি আমার সম্বন্ধে কিছু ?

রেবেকা। না, শুধু সংসারের কিছু কথা।—বাইরের তাজা হাওয়ায় তোমার যাওয়া উচিত, ডিয়ার রসমার। তোমার বেশ-কিছু হাঁটা দরকার।

রসমার। (হ্যাট উঠিয়ে নিয়ে) হ্যাঁ, এসো। চলো আমরা দু'জনেই যাই।

রেবেকা। না, ডিয়ার, এখন আমি পারছি না। তোমাকে একাই যেতে হবে। কিন্তু এইসব বিষণ্ণ চিন্তা মন থেকে ঝেড়ে ফেল। কথা দাও।

রসমার। এসব চিন্তা আমি বোধহয় ঝেড়ে ফেলতে পারব না।

রেবেকা। ওইসব ভিত্তিহীন কল্পনা যে অমন করে তোমার মনে গেঁথে যাবে এটা ভারী আশ্চর্য।

রসমার। অতটা ভিত্তিহীন বোধ হয় না, রেবেকা। সারা রাত ধরে আমি এইসব কথা ভেবেছি। বোধ হয় বিয়াটা পরিষ্কারভাবেই বুঝতে পেরেছিল।

রেবেকা। কি বুঝেছিল ?

রসমার। বুঝেছিল যে আমি তোমাকে ভালোবাসতাম, রেবেকা।

রেবেকা। ঠিক বুঝেছিল বলতে চাও।

রসমার। (টেবিলে হ্যাট রেখে) যে প্রশ্নটা আমার মনে ঘুরে-ফিরে জাগছে তা হচ্ছে এই: আমরা যখন বলছিলাম যে আমাদের সম্পর্ক বন্ধুত্বের সম্পর্ককে, তখন আমরা দু'জনেই কি নিজেদেরকে প্রতারণা করছিলাম না ?

রেবেকা। তুমি বলতে চাও যে আমাদের সম্পর্কে বলা যেতে পারতো—?

রসমার। প্রেমের সম্পর্ক। হ্যাঁ, রেবেকা, সে-কথাই আমি বলতে চাই। এমন কি যখন বিয়াটা জীবিত ছিল তখনও আমার সব চিন্তার কেন্দ্র ছিলে তুমি। আমি তোমাকেই শুধু কামনা করতাম। তুমি যখন আমার পাশে থাকতে তখন আমি পরম সন্তোষের শান্ত আনন্দ অনুভব করতাম। তুমি যদি ভেবে দ্যাখো, রেবেকা—প্রথম থেকেই কি আমরা পরস্পরের জন্যে এক ধরনের মিষ্টি, গোপন শিশু-সুলভ ভালোবাসা অনুভব করতাম না—যা ছিল কামনাশূন্য, স্বপ্নহীন ? তোমার বেলায় কি তা ছিল না ? বলো আমাকে।

রেবেকা। (নিজের সঙ্গে সংগ্রাম করতে করতে) ওহ্—কি জবাব দিতে হবে আমি বুঝতে পারছি না।

রসমার। পরস্পরের জন্যে এই যে প্রগাঢ় আকর্ষণ, একেই আমরা মনে করেছিলাম বন্ধুত্ব। না, রেবেকা—আমাদের বন্ধন ছিল আত্মিক পরিণয়ের বন্ধন—একেবারে প্রথম থেকে। এইজন্যে আমার আত্মার ওপর পাপবোধের বোঝা চেপে আছে। অমন সুখের অধিকার আমার ছিল না—এ ছিল বিয়াটার বিরুদ্ধে পাপ।

রেবেকা। সুখে জীবন যাপনের অধিকার ছিল না ? একথা তুমি বিশ্বাস কর, রসমার ?

রসমার। সে আমাদের সম্পর্ককে দেখতো নিজের ভালোবাসার চোখ দিয়ে—আমাদের সম্পর্ককে বিচার করতো নিজের ভালোবাসার নিয়ম দিয়ে। অনিবার্যভাবেই করতো। অন্যভাবে বিচার করবার ক্ষমতা তার ছিল না।

রেবেকা। কিন্তু বিয়াটার ভ্রান্ত বিশ্বাসের জন্যে তুমি নিজেকে দোষী করতে পারো কি করে ?

রসমার। আমার জন্যে তার ভালোবাসা—তার নিজের ধরনের ভালোবাসা—যা তাকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল কারখানার পাশের ওই নদীতে। এই ব্যাপারটাকে কিছুতেই মুছে ফেলা যায় না, রেবেকা। আর এই চিন্তার হাত থেকে আমি কখনই মুক্ত হতে পারবো না।

রেবেকা। ওগো, যে মহৎ, সুন্দর আদর্শের জন্যে তুমি নিজের জীবনকে উৎসর্গ করেছ, তার কথা ছাড়া আর কিছু তুমি চিন্তা ক'রো না।

রসমার। (মাথা দুলিয়ে) তা কখনই সম্ভব নয়, ডিয়ার। আমার দ্বারা সম্ভব নয়। যা প্রকাশ পেয়েছে তার পরে আর নয়।

রেবেকা। কেন সম্ভব নয় ?

রসমার। কারণ কোনো আদর্শ কখনো সফল হতে পারে না যার সূচনা পাপের মধ্যে।

রেবেকা। (প্রবল কণ্ঠে) এ হচ্ছে শুধু পূর্বপুরুষদের সন্দেহের—পূর্বপুরুষদের ভয়ের—পূর্বপুরুষদের দ্বিধার উত্তরাধিকার। লোকে বলে মৃত পূর্বপুরুষেরা ধাবমান সাদা ঘোড়ার আকারে রসমারহোমে ফিরে আসে। তোমার কথা শুনে তা সত্যি বলেই মনে হয়।

রসমার। তা যাই হোক; যে-পর্যন্ত আমি সেই চিন্তা থেকে মুক্ত হতে না পারছি সে-পর্যন্ত আমি কিছুই করতে পারবো না।

আর আমাকে বিশ্বাস করো রেবেকা, তোমাকে আমি যা বলেছি তাই ঠিক। যে-আদর্শকে স্থায়ীভাবে বিজয়ী হতে হবে তার প্রবক্তার সুখী আর নিষ্পাপচিত্ত হওয়া একান্তই দরকার।

রেবেকা। সুখ কি তোমার জন্যে এতই অপরিহার্য, রসমার?

রসমার। সুখ? হ্যাঁ, ডিয়ার,—তাই।

রেবেকা। তোমার জন্যে, যে নাকি কখনো হাসতে জানে না?

রসমার। হ্যাঁ, হাসতে পারি না, তা সত্বেও। আমাকে বিশ্বাস করো, সুখী হওয়ার প্রচুর ক্ষমতা আমার আছে।

রেবেকা। এখন একটু বেড়িয়ে এসো, ডিয়ার। অনেক দূর বেড়িয়ে এসো। শুনছো?—এই যে, তোমার হ্যাট। আর এই যে তোমার ছড়ি।

রসমার। (উভয়ই নিয়ে) ধন্যবাদ। তুমি আমার সঙ্গে আসবে না?

রেবেকা। না, না, এখন আমি পারছি না।

রসমার। বেশ। তবু তুমি আমার সঙ্গে আছো।

[প্রবেশপথ দিয়ে তিনি বেরিয়ে গেলেন। রেবেকা এক মুহূর্ত অপেক্ষা করল, খোলা দরোজার পেছন থেকে সতর্কভাবে তাঁর চলে যাওয়ার প্রতীক্ষা করলো; তারপর ডানদিকের দরোজার দিকে গেল।]

রেবেকা। (দরোজাটি খুলে, মৃদু স্বরে) এবার, ম্যাডাম হেলসেথ! এখন তুমি তাঁকে নিয়ে আসতে পারো।

[জানালার দিকে গেল। এক মুহূর্ত পরে ডানদিক দিয়ে হেড মাস্টার ক্রল বের হয়ে এলেন। তিনি নীরবে কায়দামাফিক বাউ করলেন, এবং হ্যাট হাতে করে রইলেন।]

ক্রল। ও বেরিয়ে গেছে?

রেবেকা। হ্যাঁ।

ক্রল। ওকি সাধারণতঃ বেশীক্ষণ বাইরে থাকে ?

রেবেকা। হ্যাঁ, বেশীক্ষণই থাকেন। কিন্তু আজকে তাঁর উপর নির্ভর করা চলে না। কাজেই আপনি যদি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে না চান—

ক্রল। না, না। আপনার সঙ্গেই আমি কথা বলতে চাই—একা।

রেবেকা। তা'হলে সময় নষ্ট না করাই ভালো। বসুন, হেড মাস্টার মশাই।

[সে জানালার পাশে ইজি চেয়ারটিতে বসলো। হেডমাস্টার ক্রল তাঁর পাশে একটি চেয়ারে বসলেন।]

ক্রল। মিস ওয়েস্ট—আপনি কল্পনা করতে পারছেন না, জোহানেস রসমারের এই মত পরিবর্তন আমার মনে কতখানি আঘাত দিয়েছে।

রেবেকা। আমরা মনে করেছিলাম আপনি কষ্ট পাবেন—প্রথম প্রথম।

ক্রল। শুধু প্রথম প্রথম ?

রেবেকা। রসমারের বিশ্বাস আজ হোক কাল হোক আপনি তাঁর সঙ্গে যোগ দেবেন।

ক্রল। আমি ?

রেবেকা। আপনি এবং তাঁর আর সব বন্ধু।

ক্রল। আহ, তবেই বুঝুন। এতেই বোঝা যায় মানুষ আর বাস্তব জীবনের ব্যাপারে তার বিচার-শক্তি কতো দুর্বল।

রেবেকা। কিন্তু তা'হলেও—যেহেতু তিনি মনে করছেন যে সবদিক থেকেই নিজেকে মুক্ত করা তাঁর দরকার—

ক্রল। হ্যাঁ, কিন্তু থামুন—ঠিক ওই কথাটাই আমি বিশ্বাস করি না।

রেবেকা। তা'হলে আপনি কি বিশ্বাস করেন?

ক্রল। আমি বিশ্বাস করি যে আপনিই রয়েছেন এর মূলে।

রেবেকা। আপনার স্ত্রীই আপনার মাথায় ওই কথা ঢুকিয়ে দিয়েছেন, হেডমাস্টার মশাই।

ক্রল। কে আমার মাথায় ঢুকিয়ে দিয়েছে তাতে কিছু আসে-যায় না। কিন্তু এটা ঠিক যে, আমি যখন সবকথা ভেবে দেখি, আর আপনি এখানে আসবার পর থেকে আপনার ব্যবহার সম্বন্ধে যা-কিছু আমি জেনেছি তার সবগুলো যখন মিলিয়ে দেখি, তখন একটা সন্দেহ—একটা প্রবল সন্দেহ আমার মনে জাগে।

রেবেকা। (তাঁর দিকে চেয়ে) ডিয়ার হেডমাস্টার, একটা সময়ের কথা আমার স্মরণ হচ্ছে বলে মনে হয় যখন আমার ওপর আপনার অত্যন্ত প্রবল বিশ্বাস ছিল। তাকে প্রায় আন্তরিক বিশ্বাসই বলা চলে।

ক্রল। (দমিত স্বরে) কাকে আপনি মোহিত করতে পারতেন না—যদি চেষ্টা করতেন?

রেবেকা। আমি কি সে চেষ্টা করেছিলাম?

ক্রল। হ্যাঁ, করেছিলেন। কিন্তু তাতে আপনার কোনো আন্তরিক অনুভূতি ছিল একথা বিশ্বাস করব, এমন বোকা আমি আর নই। আপনি শুধু রসমারহোমে একটা জায়গা করে নিতে চেয়েছিলেন—এখানে শিকড় গাড়তে চেয়েছিলেন—আর এতে আমি ছিলাম আপনার হাতিয়ার। এখন আমি সব ব্যাপারই বুঝতে পারছি।

রেবেকা। আপনি বোধ হয় একেবারেই ভুলে গিয়েছেন যে বিয়াটাই আমাকে এখানে আনবার জন্যে বার বার সনির্বন্ধ অনুরোধ করেছিল।

ক্রল। হ্যাঁ, যখন আপনি ওকে মোহিত করেছিলেন তখন তারপরে আপনার প্রতি ওর যে মনোভাবটা দাঁড়ালো তাকে কি বন্ধুত্ব বলা যায়? ও ছিল মুগ্ধতা—প্রায় পৌত্তলিকতা। এ হয়ে দাঁড়িয়েছিল—একে কি বলা যায়?—এক ধরনের বেপরোয়া হৃদয়াবেগ।—হ্যাঁ, এই হচ্ছে তার সঠিক বর্ণনা।

রেবেকা। আপনার বোনের অবস্থাটা কি রকম ছিল তা ভালো করে স্মরণ করে দেখুন। আমার দিক থেকে বলতে গেলে, আমি মনে করি না, কেউ আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে পারবেন যে আমি হিস্টিরিয়াগ্রস্ত।

ক্রল। না; তা আপনি নিশ্চয়ই নন। কিন্তু এই কারণেই যে-সব লোক আপনার প্রভাবের অধীনে আসতে চায় তাদের জন্যে আপনি আরো বেশী বিপজ্জনক হয়ে ওঠেন। নিজের কাজকে বিচার করে দেখা আর তার ফলাফল অনুমান করা আপনার পক্ষে সোজা—কারণ আপনার হৃদয় অনুভূতিহীন।

রেবেকা। অনুভূতিহীন? এ ব্যাপারে আপনি এতই সুনিশ্চিত?

ক্রল। এ বিষয়ে আমি এখন সম্পূর্ণ নিশ্চিত। তা নইলে নিজের উদ্দেশ্য থেকে কোনোরূপ বিচ্যুত না হয়ে বছরের পর বছর ধরে আপনি কিছুতেই এখানে থাকতে পারতেন না। ওয়েল, ওয়েল—আপনার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে। আপনি রসমারকে আর অন্য সমস্ত-কিছুকে আপনার মুঠির মধ্যে পেয়েছেন। কিন্তু তা করার জন্যে, তাকে অসুখী করতে আপনি সংকোচ করেন নি।

রেবেকা। একথা ঠিক নয়। আমি নই—আপনিই তাঁকে অসুখী করেছেন।

ক্রল। আমি?

রেবেকা। হ্যাঁ, যখন আপনি তাঁর মনে এই কল্পনা জাগালেন যে বিয়াটার শোচনীয় পরিণতির জন্যে তিনিই দায়ী।

ক্রল। এটা তা'হলে তার মনে গভীরভাবে আঘাত করেছে?

রেবেকা। আপনি এতে সন্দেহ করছেন কি করে? তাঁর মতো অনুভূতিশীল মন—

ক্রল। আমি মনে করেছিলাম কোনো মুক্তবুদ্ধি মানুষ, মনে তথাকথিত মুক্তবুদ্ধি মানুষ ওই ধরনের দ্বিধা-সংকোচের ধার ধারে না। কিন্তু তবু ধার সে ধারছে! হ্যাঁ—আমি স্বীকার করি আমি জানতাম ব্যাপারটা কি-রকম দাঁড়াবে। যে-সব মানুষ এই দেয়ালগুলো থেকে আমাদের দিকে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে তাকিয়ে আছে তাদের যে উত্তরাধিকারী—সে বহু পুরুষের চিরাচরিত ঐতিহ্য থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারবে এ আমরা কি করে আশা করতে পারি?

রেবেকা। (চিন্তান্বিতা হয়ে) জোহানেস রসমারের মন তাঁর পূর্ব-পুরুষদের ঐতিহ্যের সঙ্গে গভীরভাবে জড়িয়ে আছে। এ অবিশ্যি খুবই ঠিক।

ক্রল। হ্যাঁ, আর এই কথাটা আপনার বিবেচনা করে দেখা উচিত ছিল, তার প্রতি আকৃষ্ট হবার পূর্বে। তবে সে-বিবেচনা আপনার ক্ষমতার বাইরে, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। আপনার জীবনের ইতিহাস আর তার জীবনের ইতিহাসের মধ্যে অপরিমেয় পার্থক্য রয়েছে।

রেবেকা। কি ধরনের ইতিহাসের কথা আপনি বোঝাচ্ছেন?

ক্রল। আমি আপনার পরিবারের কথা বোঝাচ্ছি, মিস ওয়েস্ট।

রেবেকা। ও, তাই! হ্যাঁ, একথা খুবই ঠিক যে আমার জন্ম খুব সাধারণ ঘরে। তা'হলেও—

ক্রল। আমি পদমর্যাদা আর সম্মানের কথা বোঝাচ্ছি না। আমি আপনার নৈতিক ইতিহাসের ইঙ্গিত করেছি।

রেবেকা। নৈতিক—? কি অর্থে ?

ক্রল। যে-রকম অবস্থায় আপনার জন্ম হয়েছিল।

রেবেকা। আপনায় কথার মানে ?

ক্রল। আমি ব্যাপারটার উল্লেখ করছি একমাত্র এই কারণে যে এতে আপনার সমস্ত ব্যবহারের ব্যাখ্যা পাওয়া যায়।

রেবেকা। আপনাকে কথা আমি বুঝতে পারছি না। বুঝিয়ে বলুন।

ক্রল। আপনাকে একথা বুঝিয়ে বলতে হবে এ আমি বাস্তবিকই মনে করিনি। তা নইলে ডঃ ওয়েস্ট যে আপনাকে পালিতা কন্যা হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন, আর আপনি এতে আপত্তি করেননি, এটা অদ্ভুত দেখাতো—

রেবেকা। (উঠে দাঁড়িয়ে) আহ! এবার আমি বুঝতে পেরেছি।

ক্রল। আর আপনি তাঁর নামটা গ্রহণ করেছেন। আপনার মায়ের নাম ছিল গ্যাম্ভিক।

রেবেকা। (ঘরের অন্যদিকে গিয়ে) আমার বাবার নাম ছিল গ্যাম্ভিক, হেডমাস্টার মশাই।

ক্রল। আপনার মায়ের যে ব্যবসা ছিল তাতে প্রায়ই তাঁকে যাজক-মশায়ের কাছে আসতে হতো।

রেবেকা। হঁ্যা, তা হতো।

ক্রল। আর তারপর তিনি আপনাকে তাঁর পরিবারের একজন বলে গ্রহণ করলেন—যেইমাত্র আপনার মায়ের মৃত্যু হল। তিনি আপনার সঙ্গে কর্কশ ব্যবহার করতেন, তবু আপনি তাঁর বাড়ীতে থেকে গেলেন। আপনি জানতেন যে

তিনি আপনার জন্যে এক পয়সাও রেখে যাবেন না – সত্যি বলতে কি, আপনি তাঁর বই-বোঝাই একটা বুক-কেস পেয়েছিলেন মাত্র—তা সত্ত্বেও আপনি তাঁর বাড়ীতে থেকে গেলেন ; আপনি তাঁকে সহ্য করলেন ; আপনি তাঁর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সেবা করলেন।

রেবেকা। (টেবিলের কাছে দাঁড়িয়ে, তিরস্কারপূর্ণ দৃষ্টিতে) এইসবের কারণ আপনি ধরে নিচ্ছেন যে আমার জন্মের সঙ্গে একটা-কিছু নীতিহীন—একটা-কিছু অপরাধজনক ব্যাপারের সম্পর্ক ছিল ?

ক্রল। আপনি যে তাঁর যত্ন নিয়েছিলেন, তার কারণ ছিল স্বতোৎসারিত পিতৃস্নেহ, এই আমি বলতে চাই। সত্যি কথা বলতে কি আমি বিশ্বাস করি, আপনার সমস্ত আচরণের মূলে রয়েছে আপনার জন্মের ইতিহাস।

রেবেকা। (প্রবল কণ্ঠে) কিন্তু আপনার কথার মধ্যে একবিন্দু সত্যি নেই ! আমি এর প্রমাণ দিতে পারি ! আমার জন্মের আগে ডঃ ওয়েস্ট ফিনমার্কে আসেন নি।

ক্রল। মাফ করবেন, মিস ওয়েস্ট। তিনি আপনার জন্মের এক বছর আগে সেখানে বাস করতে শুরু করেছিলেন। আমি এ সম্বন্ধে খোঁজ নিয়েছি।

রেবেকা। এ আপনার ভুল, আমি বলছি। আপনি গুরুতর ভুল করছেন !

ক্রল। আপনি গত পরশু আমাকে বলেছিলেন যে আপনার বয়স উনত্রিশ বছর—আপনি তিরিশে পা দিয়েছেন।

রেবেকা। সত্যি ! আমি সে-কথা বলেছিলাম ?

ক্রল। হ্যাঁ, আপনি বলেছিলেন। তাই থেকে আমি হিসেব করতে পারি—

রেবেকা। থামুন! আপনার হিসেব করার দরকার নেই। আমি বরং বলেই দেই এখুনি : আমি বয়সের কথা যা বলেছিলাম, তার চাইতে আমার বয়স এক বছর বেশী।

ক্রল। (অবিশ্বাসের হাসি হেসে) বটে! শুনে আশ্চর্য হলাম! এর কারণ কি থাকতে পারে?

রেবেকা। আমার বয়স যখন পঁচিশ পার হয়ে গেল, তখন মনে হল অবিবাহিত মেয়ে হিসেবে আমার বয়স বেশী হয়ে গেল। কাজেই আমার বয়স সম্বন্ধে আমি মিছে কথা বলতে শুরু করলাম।

ক্রল। আপনি? একজন মুক্তবুদ্ধি নারী। বিয়ের বয়স সম্বন্ধে আপনারও কুসংস্কার আছে?

রেবেকা। হ্যাঁ, ব্যাপারটা আমার পক্ষে বোকামি—বোকামি আর হাস্যকর। কিন্তু কোনো না কোনো রকমের বোকামি সব সময়েই আমাদের থেকে যাবে, ঝেড়ে ফেলা যাবে না। সেইভাবেই আমরা তৈরী।

ক্রল। বেশ, তা মানলাম; কিন্তু তবু আমার হিসেব ঠিক হতে পারে। কারণ ডঃ ওয়েস্ট ওই চাকুরি পাওয়ার আগের বছরে অল্প দিনের জন্যে সেখানে বেড়াতে গিয়েছিলেন।

রেবেকা। (প্রবল কণ্ঠে) সে কথা ঠিক নয়।

ক্রল। ঠিক নয়?

রেবেকা। না। আমার মা কোনো সময় তেমন কথা বলেন নি।

ক্রল। বলেন নি?

রেবেকা। না, কোনোদিন না ডঃ ওয়েস্টও কখনো বলেন নি ; একটা কথাও না।

ক্রল। এর কারণ কি এই নয় যে তাঁদের দু'জনেরই একটা বছর লুকোবার কারণ ছিল ? ঠিক যেমন আপনি করেছেন, মিস ওয়েস্ট। বোধ হয় এটা পরিবারেরই দুর্বলতা।

রেবেকা। (বদ্ধ মুষ্টিতে ঘরময় পদচারণা করতে করতে) এ অসম্ভব। আপনি মিছে কথা বলে আমাকে একথা বিশ্বাস করাতে চান। এ কোনোদিন, কোনোদিন হতে পারে না। কিছুতেই না। কক্‌খনো না—

ক্রল। (উঠে দাঁড়িয়ে) মাই ডিয়ার মিস ওয়েস্ট—আপনি এমন ভীষণ উত্তেজিত হচ্ছেন কেন ? আপনি আমার তো ভয় ধরিয়ে দিলেন। এখন আমাকে কি ভাবতে হবে—কি বিশ্বাস করতে হবে ?

রেবেকা। কিছুই না ! আপনাকে কিছুই ভাবতে হবে না, কিছুই বিশ্বাস করতে হবে না।

ক্রল। তা'হলে আপনাকে বলতেই হবে আপনি কেন এই ব্যাপারে —এই সম্ভাবনায় এমন উত্তেজিত হয়ে উঠছেন।

রেবেকা। (আত্মসংবরণ করে) কথাটা খুবই সোজা, হেডমাস্টার মশাই। আমাকে জারজ মনে করা হোক, এ আমি চাইনে।

ক্রল। বটে। ওয়েল, ওয়েল, ওই ব্যাখ্যায় খুশী হওয়া যাক— আপাতত। কিন্তু তা'হলে এ-ব্যাপারে এখনও আপনার কিছু—কুসংস্কার আছে ?

রেবেকা। হ্যাঁ, আছে বলেই মনে হয়।

ক্রল। আহ্, আমার মনে হয় আপনারা যে-সব ধারণাকে বলেন 'মুক্তির ধারণা' তার অধিকাংশই প্রায় এই রকম। লেখাপড়া

করে আপনি অনেক রকম নতুন ভাবধারা আর মতামতে পৌঁছেছেন। নানান ক্ষেত্রে সম্প্রতি যে-সব আবিষ্কার হয়েছে তা আপনি কিছু কিছু পড়েছেন। সে-সব আবিষ্কারের ফলে এমন কতকগুলো মৌলিক নীতি বাতিল বলে মনে হচ্ছে যেগুলো এতদিন অকাট্য বলে মনে করা হতো। কিন্তু এইসবই এখনো নেহায়েত বুদ্ধিগত ব্যাপার হয়ে রয়েছে, মিস ওয়েস্ট—নেহায়েত ভাসা-ভাসা জ্ঞান। এ জ্ঞান আপনার রক্তের সঙ্গে মেশে নি।

রেবেকা। (চিন্তান্বিত হয়ে) বোধ হয় আপনার কথাই ঠিক।

ক্রল। হ্যাঁ, আপনার নিজের মনের ভেতরে তাকান, আপনি বুঝতে পারবেন। আর আপনার বেলাতেই যদি এই হয়, তবে জোহানেস রসমারের বেলায় যে হবেই তা তো সহজেই বোঝা যায়। ও যদি প্রকাশ্যে নিজেকে ধর্মত্যাগী বলে স্বীকার করে তবে তা হবে একদম পাগলামি—এ পাগলামি ওকে অন্ধের মতো ধ্বংসের পথে নিয়ে যাবে। ভেবে দেখুন, ওর মতো আবেগপ্রবণ মানুষ। কল্পনা করে দেখুন, যারা ওর দলের লোক তারা যদি ওকে বর্জন করে আর ওর ওপর নির্যাতন চালায়—সমাজের নেতৃস্থানীয় সমস্ত লোক যদি ওকে নির্মমভাবে আক্রমণ করতে থাকে। এত-সব ব্যাপার যে ও সহ্য করবে, এমন ক্ষমতা ওর নেই।

রেবেকা। তাঁকে সইতেই হবে। পিছিয়ে যাওয়ার সময় নেই।

ক্রল। একেবারে অসময় হয়ে যায় নি। কোনোক্রমেই না। যা ঘটেছে তা চেপে দেওয়া যায়—বা অন্ততঃ সাময়িক মতিভ্রম বলে চালিয়ে দেওয়া যায়, সে-মতিভ্রম যতই দুঃখজনক হোক। কিন্তু—একটি কাজ একেবারেই অপরিহার্য।

রেবেকা। সেটা কি ?

ক্রল। অবস্থাটা আইনসম্মত করাতে তাকে সম্মত করাতে হবে, মিস ওয়েস্ট।

রেবেকা। আমার ব্যাপারে তাঁর অবস্থা ?

ক্রল। হ্যাঁ। এই কাজটি তাকে দিয়ে করাতেই হবে।

রেবেকা। তা'হলে আপনার মন থেকে এ ধারণা আপনি কিছুতেই দূর করতে পারছেন না যে আমাদের অবস্থাটা—আইনসম্মত করা দরকার ?

ক্রল। ব্যাপারটার গভীরে আমি বরং যেতে চাই না। কিন্তু আমার বিশ্বাস আমি লক্ষ্য করেছি যে যাবতীয় তথাকথিত কুসংস্কার ভেঙে ফেলা আব কোথাও অতটা সোজা নয় যতোটা—হুম্—

রেবেকা। নারী আর পুরুষেব সম্পর্কেব ব্যাপাবে, এই তো আপনি বলতে চান ?

ক্রল। হ্যাঁ—খোলাখুলিভাবে বলতে গেলে—আমাব তাই মনে হয়।

রেবেকা। (ঘরের অন্য দিকে গিয়ে জানালা দিযে বাইবেব দিকে চেযে রইল) আপনার কথা যদি সত্যি হতো তা'হলে ভালো হতো, হেডমাস্টার মশাই।

ক্রল। তার মানে ? ভাবী অদ্ভুত করে বললেন কথাটা।

রেবেকা ওহ্, ওয়েল—যাক গে সেকথা। ওই যে উনি আসছেন।

ক্রল। এখনই ! তা'হলে আমি চলি।

রেবেকা (তাঁর দিকে এগিযে) না–দযা করে একটু থাকুন। একটা কথা আছে, আমি চাই আপনি তা শুনুন।

ক্রল। এখন না ওর সঙ্গে দেখা হওয়াটা আমার সইবে না।

রেবেকা। আমার অনুরোধ, আপনি থেকে যান। না থাকলে আপনাকে শীগগিরই অনুতাপ করতে হবে। আপনার প্রতি এটা আমার শেষ অনুরোধ।

ক্রল। (আশ্চর্য হয়ে তার দিকে চেয়ে হ্যাট রেখে দিলেন) আচ্ছা বেশ, মিস ওয়েস্ট—তাই হোক তা'হলে।

[ক্ষণিক নীরবতা। তারপর হলঘর দিয়ে জোহানেস রসমার প্রবেশ করলেন।]

রসমার। (হেডমাস্টারকে দেখে দরোজায় থমকে গেলেন) হোয়াট!—তুমি এখানে?

রেবেকা। তিনি তোমার সঙ্গে দেখা করতে চান নি, ডিয়ার।

ক্রল। (অনিচ্ছাসত্ত্বেও) 'ডিয়ার'।

রেবেকা। হ্যাঁ, হেডমাস্টার ক্রল, রসমার আর আমি পরস্পরকে 'ডিয়ার' বলি। আমাদের 'অবস্থাটার' ওই হচ্ছে একটা ফল।

ক্রল। এই কি আপনি আমাকে শোনাতে চেয়েছিলেন?

রেবেকা। এইটে—এবং আরো একটু।

রসমার। (এগিয়ে এসে) এই সাক্ষাতের উদ্দেশ্যটা কি?

ক্রল। আমি আরেকবার চেষ্টা করতে চেয়েছিলাম তোমাকে ক্ষান্ত করতে, আর আমাদের দলে টেনে নিতে।

রসমার। (খবরের কাগজের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে) ওই পত্রিকায় যা বেরিয়েছে তার পরেও?

ক্রল। আমি ওসব কথা লিখি নি।

রসমার। এ-সব কথা যাতে না লেখা হয়, সেজন্যে তুমি বিন্দুমাত্রও চেষ্টা করেছিলে ?

ক্রল। তা করলে, আমি যে-আদর্শের সেবা করি তার প্রতি বিশ্বাস-ঘাতকতা করা হতো। আর তা' ছাড়া, সে-ক্ষমতা আমার ছিলও না।

রেবেকা। (পত্রিকাটি টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে, টুকরোগুলোকে মুচড়ে স্টোভের পেছনে ফেলে দিল) এই থাকলো। চোখের সামনে থেকে দূরে ফেলে দিলাম, এবার মন থেকেও দূর করতে হবে। ওধরনের কথা আর লেখা হবে না, রসমার।

ক্রল। আহ্, তা যদি আপনি করতে পারতেন তা'হলে তো হতোই।

রেবেকা। এসো, বসা যাক, ডিয়ার। তিনজনেই। আমি তোমাদের সব কথাই বলবো।

রসমার। (যন্ত্রের মতো বসে) তোমার ব্যাপারটা কি, রেবেকা ? এই অস্বাভাবিক শান্ত ভাব—এর মানে কি ?

রেবেকা। সংকল্পের শান্ত ভাব। (নিজে বসে) আপনিও দয়া করে বসুন, হেড মাস্টারমশাই।

[হেডমাস্টার ক্রল সোফার ওপর বসলেন]

রসমার। কি বললে, সংকল্প ? কিসের সংকল্প ?

রেবেকা। তোমার জীবন যাপনের জন্যে যা তোমার প্রয়োজন তাই আমি তোমাকে দিতে চাচ্ছি। প্রিয় বন্ধু, তুমি তোমার সুখী নিষ্পাপ মনোভাব আবার ফিরে পাবে।

রসমার। তোমার কথার মানে ?

রেবেকা। আমি শুধু তোমাকে কিছু বলতে চাই। তাই যথেষ্ট হবে।

রসমার। বেশ!

রেবেকা। আমি যখন ফিনমার্ক থেকে এখানে এলাম—ডঃ ওয়েস্ট-এর সঙ্গে—তখন আমার মনে হয়েছিল যেন একটা বিশাল, বিস্তীর্ণ জগৎ আমার সামনে খুলে যাচ্ছে। ডঃ আমাকে সব জিনিসই শিখিয়েছিলেন—জীবন সম্বন্ধে যে-সব ছোটখাট জ্ঞান আমি সেই সময় শিখেছিলাম সেইসব। (প্রবল প্রয়াসের সঙ্গে, অস্ফুট স্বরে) আর তারপর—

ক্রল। আর তারপর ?

রসমার। কিন্তু রেবেকা—আমি এ-সবই তো জানি।

রেবেকা। (আত্মসংবরণ করে) হ্যাঁ, হ্যাঁ—তোমার কথা ঠিক। তুমি এ সম্বন্ধে যথেষ্টই জান।

ক্রল। (কঠোর দৃষ্টিতে রেবেকার দিকে চেয়ে) বোধ হয় এখন আমার যাওয়াই উচিত।

রেবেকা। না, আপনি যেখানে আছেন সেখানেই থাকুন, প্লীজ, মাই ডিয়ার হেডমাস্টার। (রসমারকে) ওয়েল, দ্যাখো, ব্যাপারটা ছিল এই - যে নতুন যুগ এগিয়ে আসছিল তার নতুন ভাবধারা নিয়ে, সে-যুগের সাথে আমি আমার জীবনকে মেলাতে চেয়েছিলাম।—হেডমাস্টার ক্রল একদিন আমাকে বললেন যে তোমার বালক বয়সে তোমার ওপর উলরিক ব্রেণ্ডেলের প্রচণ্ড প্রভাব ছিল। আমি ভেবেছিলাম তার কাজ চালিয়ে যাওয়া নিশ্চয়ই আমার পক্ষে সম্ভব হবে।

রসমার। তুমি একটা গোপন উদ্দেশ্য নিয়ে এখানে এসেছিলে —?

রেবেকা। আমি ভেবেছিলাম, আমরা দু'জনে পাশাপাশি এগিয়ে যাব মুক্তির পানে। শুধু সামনের দিকে। শুধু আরো আরো সামনের দিকে। কিন্তু তোমার আর পূর্ণ মুক্তির মাঝখানে মাথা তুলে দাঁড়াল সেই হতাশাময়, অলংঘ্য বাধা।

রসমার। কোন বাধার কথা তুমি বলছ ?

রেবেকা আমার কথার মানে হচ্ছে এই, রসমার : তুমি মুক্ত হযে উঠতে পারতে শুধু নির্মেঘ, অরুণ সূর্যালোকে—অথচ এখানে একটা নৈরাশ্যময় বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ থেকে তুমি হাঁপিযে বিবর্ণ হয়ে উঠছিলে।

রসমার। আমার বিবাহিত জীবন সম্পর্কে তুমি আব কখনো এ বকম সুরে কথা বল নি।

রেবেকা। না, তা আমি বলাব সাহস পাই নি, কারণ আমাব কথায তুমি হয়তো ভয পেয়ে যেতে।

ক্রল। (মাথা দুলিযে রসমাবকে) শুনলে কথা ?

রেবেকা। (কথার জের টেনে) কিন্তু আমি পবিষ্কার বুঝতে পেরেছিলাম তোমার মুক্তি কোথায়—তোমার একমাত্র মুক্তি। তারপর আমি আমার কাজে লেগে গেলাম।

রসমার। কাজে লেগে গেলে ? কিভাবে ?

ক্রল। আপনি কি বলতে চান যে—?

রেবেকা হ্যাঁ, রসমার—(উঠে দাঁড়িয়ে) স্থির হযে বসো। আপনিও, হেডমাস্টার মশাই। কিন্তু কথাটা এখন প্রকাশ করতেই হবে। তুমি নও, রসমার—তুমি নির্দোষ—আমিই লুব্ধ করেছিলাম—বিয়াটাকে লুব্ধ করেছিলাম ভ্রান্ত বিশ্বাসের পথে—

রসমার। (লাফিয়ে উঠে) রেবেকা !

ক্রল। (উঠে দাঁড়িয়ে) ভ্রান্ত বিশ্বাসের পথে !

রেবেকা। সেই পথে—যে-পথ তাকে নিয়ে গিয়েছিল কারখানার পাশের সেই সাঁকোতে। এখন আপনারা জানলেন, আপনারা দু'জনেই।

রসমার। (যেন বজ্রাহত হয়ে) কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না—। ও বলছে কি ? আমি একটা কথাও বুঝতে পারছি না— !

ক্রল। ওহ, হ্যাঁ, রসমার, আমি বুঝতে শুরু করেছি।

রসমার। কিন্তু তুমি কী করেছিলে ? তুমি কী বলেছিলে তাকে ? বলবার কিছুই—একেবারে কিছুই তো ছিল না।

রেবেকা। তিনি জানতে পেরেছিলেন যে তুমি সব পুরানো কুসংস্কার থেকে মুক্ত হওয়ার জন্যে চেষ্টা করছ।

রসমার। হ্যাঁ, কিন্তু সে-সময়ে আমি সে-চেষ্টা করি নি।

রেবেকা। আমি জানতাম যে তুমি শীগগিরই সে চেষ্টা করবে।

ক্রল। (মাথা দুলিয়ে রসমারকে) আহা !

রসমার। আর তারপর ? তারপর কি হল ? সবই আমি এখন জানতে চাই।

রেবেকা। কিছুদিন পরে—আমি তাঁকে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানালাম রসমারহোম থেকে আমাকে চলে যেতে দিতে।

রসমার। তুমি চলে যেতে চাইলে কেন তা'হলে ?

রেবেকা। আমি চলে যেতে চাই নি ; এখানেই আমি থাকতে চেয়েছিলাম। কিন্তু আমি তাঁকে বলেছিলাম যে এটাই হবে আমাদের সকলের পক্ষে সবচাইতে ভালো—যে, সময়

থাকতে আমার চলে যাওয়া উচিত। আমি তাঁকে বুঝিয়েছিলাম যে আমি যদি এখানে আরো থাকি, তা'হলে আমি বলতে পারি না—আমি বলতে পারি না—কি ঘটবে।

রসমার। এই তা'হলে তুমি বলেছিলে আর করেছিলে!

রেবেকা। হ্যাঁ, রসমার।

রসমার। একেই তুমি বলছ 'কাজে লেগে যাওয়া'।

রেবেকা। (ভগ্ন স্বরে) হ্যাঁ, আমি তাই বলেছিলাম।

রসমার। (এক মুহূর্ত বিরতির পর) সব কথা তোমার স্বীকার করা হয়েছে রেবেকা?

রেবেকা। হ্যাঁ।

ক্রল। সব নয়।

রেবেকা। (তাঁর দিকে ভীত দৃষ্টিতে চেয়ে) আর কি বাকী থাকতে পারে?

ক্রল। আপনি কি শেষ পর্যন্ত বিয়াটাকে বোঝান নি যে আপনার নিজের আর রসমারের, এই দু'জনেব জন্যেই দরকার হয়ে পড়েছে—শুধু সবচাইতে ভালো পন্থা বলে নয়, দরকার হয়ে পড়েছে যে আপনার কোথাও চলে যাওয়া দরকার—যত শীগগির সম্ভব? কি বলেন?

রেবেকা। (মৃদু ও অস্পষ্ট স্বরে) বোধ হয় ওই রকম একটা-কিছু বলেছিলাম।

রসমার। (জানালার কাছে আর্মচেয়ারে বসে পড়ে) এই মিথ্যে আর প্রতারণার ফাঁদ—এতে আমার অসুখী অসুস্থ স্ত্রী বিশ্বাস করেছিল। অমন দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেছিল! অমন গভীরভাবে! (রেবেকার দিকে চেয়ে) আর কোনো দিন সে আমার

ওপর নির্ভর করে নি। কোনোদিন আমাকে একটা কথাও বলে নি। ওহ, রেবেকা,—তোমার মুখ দেখেই আমি বুঝতে পারছি—তুমি তাকে আমার কাছে কোনো কথা বলতে দাও নি।

রেবেকা। তাঁর একটা স্থির ধারণা এই ছিল যে সন্তানহীনা স্ত্রী হিসাবে তাঁর এখানে থাকার অধিকার ছিল না। তারপর তিনি কল্পনা করেছিলেন যে নিজেকে মুছে ফেলাই তাঁর কর্তব্য।

রসমার। আর তুমি—তুমি তার মন থেকে সে-ধারণা দূর করার জন্যে কোনো চেষ্টা করো নি?

রেবেকা। না।

ক্রল। আপনি তার মধ্যে এই ধারণাটা বোধ হয় শক্ত করে দিলেন? জবাব দিন! করেন নি?

রেবেকা। আমার বিশ্বাস তিনি আমাকে সে-ভাবেই বুঝেছিলেন।

রসমার। হ্যাঁ, হ্যাঁ—আর প্রত্যেক ব্যাপারেই সে তোমার ইচ্ছের কাছে নতি স্বীকার করেছিল। আর সে নিজেকে মুছে ফেলল। (লাফিয়ে উঠে) তুমি কি করে—তুমি কি করে এমন জঘন্য খেলা খেললে!

রেবেকা। আমার মনে হয়েছিল যে তোমার জীবন আর তাঁর জীবন, এই দু'টির মধ্যে একটি আমাকে বেছে নিতে হবে।

ক্রল। (কঠোর ও গম্ভীর স্বরে) সে-অধিকার আপনাকে কেউ দেয় নি।

রেবেকা। (আবেগময় কণ্ঠে) তা'হলে আপনারা মনে করেন আগাগোড়া আমি ঠাণ্ডা মাথায় পরিকল্পনা করে সব কাজ করেছি! আজ এখানে দাঁড়িয়ে আমি যে-নারী আপনাদেরকে সব কথা বলছি, সেই একই নারী আমি তখন ছিলাম না।

তা'ছাড়া, আমি বিশ্বাস করি, আমাদের মধ্যে দু'রকমের ইচ্ছা আছে। কোনো না কোনো উপায়ে আমি বিয়াটাকে সরিয়ে দিতে চেয়েছিলাম ; কিন্তু আমি কখনো সত্যি সত্যি বিশ্বাস করি নি যে তা ঘটবে। যখনই আমি এক পা এগিয়েছি বলে মনে হয়েছে, তখনই আমার মধ্যে কে যেন চেঁচিয়ে উঠেছে : আর না ! আর এক পাও না ! তবু আমি ক্ষান্ত হতে পারি নি। একটু একটু করে আমাকে এগোতে হয়েছে। মাত্র এক চুল এক চুল করে। তারপর আর এক চুল—তারপর আরো এক চুল।—আর তারপরেই ব্যাপারটা ঘটলো। এমনি করেই এ-রকম ব্যাপার ঘটে।

[স্বল্প বিরতি]

রসমার। (রেবেকাকে) এখন তোমার ভবিষ্যৎটা কি রকম হবে বলে তোমার মনে হয় ? এ-সবের পরে ?

রেবেকা। যা ঘটবার তাতো ঘটবেই। তাতে কিছু যায়-আসে না।

ক্রল। অনুতাপের একটা কথাও না ! এও কি সম্ভব যে আপনার একটুও অনুতাপ হচ্ছে না !

রেবেকা। (তাঁর প্রশ্ন উপেক্ষা করে) মাফ করবেন, হেডমাস্টার ক্রল—এ হচ্ছে এমন একটা ব্যাপার যার সঙ্গে আমি ছাড়া আর কারো কোনো সংশ্রব নেই। এ-নিয়ে আমি নিজেই নিজের সঙ্গে বোঝাপড়া করব।

ক্রল। (রসমারকে) এই নারীর সঙ্গে তুমি বাস করছো এক বাড়ীতে—নিবিড়তম অন্তরঙ্গতায় ! (চারদিকে ছবিগুলির দিকে তাকিয়ে) আহা, যারা চলে গেছে তারা যদি আজ আমাদের দেখতে পেত !

রসমার। তুমি কি এখন শহরে ফিরে যাচ্ছ ?

ক্রল। (হ্যাট উঠিয়ে নিয়ে) হ্যাঁ। যত শীগ্‌গির যাওয়া যায় ততই ভাল।

রসমার। (নিজেরও হ্যাট উঠিয়ে নিয়ে) তা'হলে আমি তোমার সঙ্গে যাব।

ক্রল। যাবে ? আহ্, হ্যাঁ, আমার স্থির বিশ্বাস ছিল যে আমরা তোমাকে চিরদিনের জন্যে হারাই নি।

রসমার। তা'হলে এসো, ক্রল ! এসো !

[রেবেকার দিকে আর না তাকিয়ে দু'জনেই হলঘর দিয়ে বেরিয়ে গেলেন। এক মুহূর্ত পরে রেবেকা সন্তর্পণে জানালার কাছে গিয়ে বাইরের দিকে তাকাল।]

রেবেকা। (স্বগত) আজকেও সাঁকোটার ওপর নিয়ে গেলেন না। ঘুরে গেলেন। খালের ওপর দিয়ে কিছুতেই না। কখনোই না। (জানালা থেকে সরে এসে) ওয়েল, ওয়েল, ওয়েল !

[বেলের দড়িটা টানলো ; এক মুহূর্ত পরে ম্যাডাম হেলসেথ ডানদিক দিয়ে প্রবেশ করলো।]

ম্যাডাম হেলসেথ। কিছু বলছেন, মিস ?

রেবেকা। ম্যাডাম হেলসেথ, দয়া করে চিলেকোঠা থেকে আমার ট্রাঙ্কটা নামিয়ে আনার ব্যবস্থা করতে পারো ?

ম্যাডাম হেলসেথ। আপনার ট্রাঙ্ক ?

রেবেকা। হ্যাঁ—বাদামী রঙের ট্রাঙ্কটা।

ম্যাডাম হেলসেথ। হ্যাঁ, হ্যাঁ। কিন্তু, ঈশ্বর রক্ষে করুন—আপনি কি কোথাও বেড়াতে যাচ্ছেন, মিস ?

রেবেকা। হ্যাঁ—আমি দূরে বেড়াতে যাচ্ছি, ম্যাডাম হেলসেথ।

ম্যাডাম হেলসেথ। এখুনি !

রেবেকা। যত শীগগির তৈরী হতে পারি।

ম্যাডাম হেলসেথ। এমন কথা তো আর কখনো শুনি নি ! কিন্তু আপনি শীগগির ফিরে আসবেন তো অবিশ্যি, মিস ?

রেবেকা। আমি আর কখনো ফিরে আসব না।

ম্যাডাম হেলসেথ। আর কখনো ফিরে আসবেন না ! হায় ঈশ্বর, আপনি চলে গেলে রসমার্সহোমে কাজ চলবে কি করে, মিস ? আর বেচারা প্যাস্টর সবেমাত্র সুখী হতে আর আরাম বোধ করতে শুরু করেছিলেন।

রেবেকা। হ্যাঁ, কিন্তু আমি আজকে ভয় পেয়ে গেছি, ম্যাডাম হেলসেথ।

ম্যাডাম হেলসেথ। ভয় পেয়ে গেছেন ! ডিয়ার, ডিয়ার ! কেমন করে ভয় পেলেন ?

রেবেকা। মনে হলো আমি যেন সাদা ঘোড়ার আভাস দেখতে পেলাম।

ম্যাডাম হেলসেথ। সাদা ঘোড়া ! দিন দুপুরে !

রেবেকা। ওহ, রসমার্সহোমের সাদা ঘোড়াগুলোকে সব সময়েই দেখা যায়—দিনে আর রাত্রে, সব সময়। (কণ্ঠস্বর বদলে) তা, আমার ট্রাঙ্কটা, ম্যাডাম হেলসেথ।

ম্যাডাম হেলসেথ। হ্যাঁ, হ্যাঁ। আপনার ট্রাঙ্ক।

[দু'জনেই ডান দিকে চলে গেল]

চতুর্থ অঙ্ক

[রসমার-ভবনের বসবার ঘর। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ প্রায়। টেবিলের ওপর শেড-দেওয়া বাতি জ্বলছে।

রেবেকা ওয়েস্ট টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে কতকগুলো ছোটখাট জিনিস হ্যাণ্ড-ব্যাগে ভরছে। তার ক্লোক, হ্যাট এবং ক্রুশের কাজ করা শাল সোফার পেছনে ঝুলছে।

ডান দিক দিয়ে ম্যাডাম হেলসেথ প্রবেশ করলো।]

ম্যাডাম হেলসেথ। (মৃদু স্বরে, সসংকোচে) আপনার সব জিনিসই নীচে নামানো হয়েছে, মিস। কিচেনের দরোজায় সব রাখা হয়েছে।

রেবেকা। বেশ, বেশ। গাড়ী আসতে বলেছ ?

ম্যাডাম হেলসেথ। হ্যাঁ। কোচোয়ান জানতে চাচ্ছে ওকে কখন এখানে আসতে হবে।

রেবেকা। এগারোটার দিকে এলেই হবে, বোধ হয়। স্টীমার ছাড়ে মাঝরাত্রে।

ম্যাডাম হেলসেথ। (একটু ইতস্ততঃ করে) কিন্তু প্যাস্টর মশাই ? তিনি যদি তার আগে না ফেরেন ?

রেবেকা। তবু আমি যাব। তাঁর সঙ্গে যদি আমার দেখা না হয়, তবে তুমি বলো যে আমি তাঁকে চিঠি লিখবো—একটা লম্বা চিঠি। কথাটা বলো তাঁকে।

ম্যাডাম হেলসেথ। হ্যাঁ, চিঠি লেখা—তা খুব ভালো হতে পারে। কিন্তু বেচারী মিস ওয়েস্ট—আমার মনে হয় তাঁর সঙ্গে আরেকবার কথা বলার চেষ্টা করা আপনার উচিত।

রেবেকা। তা হয়তো উচিত। তবু—বোধ হয় উচিত না।

ম্যাডাম হেলসেথ। ওয়েল—এ-সব দেখার জন্য আমাকে বেঁচে থাকতে হলো। এমন যে ঘটতে পারে এ আমি কোনোদিনই ভাবতে পারি নি।

রেবেকা। তা'হলে তুমি কি ভেবেছিলে, ম্যাডাম হেলসেথ?

ম্যাডাম হেলসেথ। তা, আমি অবিশ্যি ভেবেছিলাম যে প্যাস্টর রসমার এর চাইতে বেশী নির্ভরযোগ্য লোক।

রেবেকা। নির্ভরযোগ্য?

ম্যাডাম হেলসেথ। হ্যাঁ, আমি তো তাই বলি।

রেবেকা। বল কি, মাই ডিয়ার ম্যাডাম হেলসেথ, তোমার কথার মানে?

ম্যাডাম হেলসেথ। ঠিক কথা আর সত্যি কথাই বলছি, মিস। এভাবে তাঁর পালিয়ে যাওয়া উচিত না। কিছুতেই না।

রেবেকা। (তাঁর দিকে চেয়ে) ম্যাডাম হেলসেথ, তুমি আমাকে খুলে বলো: আমি যে চলে যাচ্ছি, তার কারণ কি বলে তোমার মনে হয়?

ম্যাডাম হেলসেথ। তা, ঈশ্বর দয়া করুন, আর কোনো উপায় বুঝি নেই, মিস। কিন্তু আমি কিছুতেই ভাবতে পারছিনে যে প্যাস্টর মশাইয়ের ব্যবহারটা ভালো হচ্ছে। মর্টেন্সগোরের কিছু অজুহাত ছিল, কারণ যে-মেয়েটার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল তার স্বামী বেঁচে ছিল, কাজেই যতোই ইচ্ছে থাক তারা বিয়ে করতে পারতো না। কিন্তু প্যাস্টর মশাই—হুঁ!

রেবেকা। (ঈষৎ হেসে) প্যাস্টর রসমার আর আমার সম্বন্ধে সে-রকম কথা তুমি বিশ্বাস করতে পারতে?

ম্যাডাম হেলসেথ। না, কখনই না। অন্ততঃ, আজকের আগে আর কোনোদিন তো ভাবতে পারি নি।

রেবেকা। কিন্তু আজকে—?

ম্যাডাম হেলসেথ। তা, খবরের কাগজে প্যাস্টর মশাইকে নিয়ে যে-সব খারাপ খারাপ কথা লিখছে বলে লোকের কাছে শুনছি—

রসমার। আহা।

ম্যাডাম হেলসেথ। কারণ যে-লোক মর্টেন্সগোরের ধর্ম মেনে নিচ্ছে - গুড লর্ড, তার সম্বন্ধে আমি সবকিছুই বিশ্বাস করতে পারি।

রেবেকা। হ্যাঁ, তা হয়তো ঠিক। কিন্তু আমার কথা? আমার সম্বন্ধে তোমার কি রকম মনে হয়?

ম্যাডাম হেলসেথ। ঈশ্বর রক্ষে করুন, মিস—আপনার মধ্যে নিন্দে করার মতো কিছু তো আমি দেখি নি। দুনিয়ায় যার কেউ নেই এমন মেয়ে-মানুষের পক্ষে সব সময় হুঁশিয়ার থাকা সোজা নয়, এতে কোনো সন্দেহ নেই। আমরা সবাই মানুষ বই তো না, মিস ওয়েস্ট।

রেবেকা। সেকথা খুবই ঠিক, ম্যাডাম হেলসেথ। আমরা সবাই মানুষ।—তুমি কিছু শুনতে পাচ্ছ নাকি?

ম্যাডাম হেলসেথ। (নীচু গলায়) ও, লর্ড—উনি তো ফিরে আসছেন মনে হচ্ছে।

রেবেকা। (চমকে উঠে) শেষ পর্যন্ত ফিরে এলেন তা'হলে—? (দৃঢ় স্বরে) ওয়েল, ওয়েল, তা আসুন না উনি।

[হলঘর দিয়ে জোহানেস রসমার প্রবেশ করলেন]

রসমার। (হ্যাণ্ড-ব্যাগ ইত্যাদি দেখে, রেবেকার দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলেন) এ-সবের মানে?

রেবেকা। আমি চলে যাচ্ছি।

রসমার। এখুনি ?

রেবেকা। হ্যাঁ। (ম্যাডাম হেলসেথকে) তা'হলে, ওই এগারোটায়।

ম্যাডাম হেলসেথ। আচ্ছা, মিস।

[ডান দিকে চলে গেল]

রসমার। (একটু থেমে) তুমি কোথায় যাচ্ছ, রেবেকা ?

রেবেকা। উত্তর-দেশে, স্টীমারে।

রসমার। উত্তর-দেশে ? কেন উত্তর-দেশে যাচ্ছ ?

রেবেকা। সেখান থেকেই আমি এসেছিলাম।

রসমার। সেখানে এখন তো তোমার কেউ নেই।

রেবেকা। এখানেও কেউ নেই।

রসমার। কি করবে ভাবছো ?

রেবেকা। জানি না। আমি চাই শুধু ব্যাপারটা চুকিয়ে ফেলতে।

রসমার। ব্যাপারটা চুকিয়ে ফেলতে ?

রেবেকা। রসমার্সহোম আমার মন ভেঙে দিয়েছে।

রসমার। (মনোযোগ আরও উদ্দীপ্ত হয়ে উঠলো) অমন কথা বলছ তুমি ?

রেবেকা। একেবারেই ভেঙে দিয়েছে—আর কোনো আশা নেই।—আমি যখন এখানে এসেছিলাম তখন আমার মন ছিল মুক্ত আর নির্ভীক। এখন একটা অদ্ভুত আইনের কাছে আমি মাথা নত করেছি।—আজ থেকে মনে হয়, দুনিয়ায় কোনো কিছু করারই যেন আমার সাহস নেই।

রসমার। কেন নেই? কোন্ আইনের কথা তুমি বলছ—?

রেবেকা। ডিয়ার, এখনকার মতো ও-সব কথা বাদ দাও।—তোমার আর হেডমাস্টার মশাইয়ের মধ্যে ব্যাপারটা কি দাঁড়াল?

রসমার। আমরা সন্ধি করেছি।

রেবেকা। আহ্, হাঁ; এই তা'হলে হলো পরিণতি।

রসমার। ও তার বাড়ীতে আমাদের সব পুরনো বন্ধুকে জড়ো করেছিল। তারা সবাই আমাকে পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিল যে মানুষের মনকে মহৎ করা—ওটা আমার কর্ম নয়। আর তা ছাড়া, ব্যাপারটাও নৈরাশ্যজনক, রেবেকা।—ও নিয়ে আমি আর মাথা ঘামাবো না।

রেবেকা। হ্যাঁ, হ্যাঁ—সেটাই বোধ হয় ভালো হবে।

রসমার। এই এখন তোমার মত? এই তুমি এখন ভাবছ?

রেবেকা। এ আমি ভাবতে শুরু করেছি—গত কয়েক দিনে।

রসমার। তুমি মিছে কথা বলছ, রেবেকা।

রেবেকা। মিছে কথা—!

রসমার। হ্যাঁ, তুমি মিছে কথা বলছ। তুমি কোনো দিন আমাকে বিশ্বাস করতে পারো নি। তুমি কোনো দিন বিশ্বাস করো নি যে সেই আদর্শকে বিজয়ের পথে নিয়ে যাওয়ার মতো পুরুষ আমি ছিলাম।

রেবেকা। আমি বিশ্বাস করতাম যে আমরা দু'জনে তা করতে পারব।

রসমার। সে-কথা ঠিক নয়। তুমি ভাবতে যে তুমি নিজে জীবনে একটা-কিছু বড়ো কাজ করতে পারো। আমি হব তোমার একটা হাতিয়ার মাত্র—এই তুমি ভাবতে।

রেবেকা। আমার কথা শোনো, রসমার—

রসমার। (অস্থিরভাবে সোফার বসে) ওহো, কি লাভ সে-সব কথা বলে? আমি এখন সবই বুঝতে পারছি—আমি হয়েছি তোমার হাতের দস্তানা।

রেবেকা। শোনো, রসমার। আমার কথা শোনো। এই আমার শেষ কথা। (সোফার কাছে একটি চেয়ারে বসল) আমি তোমাকে সব কথা লিখে জানাতে চেয়েছিলাম—উত্তর-দেশে ফিরে গিয়ে। কিন্তু মনে হচ্ছে এখুনি তোমার সব কথা শোনা উচিত।

রসমার। আরও স্বীকার করার মতো অকাজ বোধ হয় তুমি করেছ?

রেবেকা। সবচেয়ে বড় কথাটাই বলা হয় নি।

রসমার। সবচেয়ে বড় কথা?

রেবেকা। যা তুমি কখনো সন্দেহ করো নি। যা সমস্ত ব্যাপারকে পরিষ্কার করে তোলে।

রসমার। (মাথা দুলিয়ে) তোমার কথা একদম বুঝতে পারছি না।

রেবেকা। এ-কথা ঠিক যে এক সময় আমি রসমার-ভবনে আশ্রয় পাবার জন্য কৌশল বিস্তার করেছিলাম। আমি ভেবে-ছিলাম আমার কৌশল ব্যর্থ হবে না। এদিকে হোক আর ওদিকে হোক—বুঝতেই পারছ।

রসমার। তা, তোমার উদ্দেশ্য তো তুমি সিদ্ধ করেছিলে।

রেবেকা। আমি বিশ্বাস করি আমি সেই সময়ে যে-কোনো কাজ করতে পারতাম—দুনিয়ার যে-কোনো কাজ। কারণ তখনও আমার ইচ্ছাশক্তি ছিল নির্ভীক আর মুক্ত। আমার কোনো দ্বিধা-সংকোচ ছিল না—কোনো মানবীয় সম্পর্কের

সামনেই আমি অভিভূত হতাম না।—কিন্তু তারপর যা শুরু হল তাতে আমার ইচ্ছাশক্তি ভেঙে গেল—আর চির-দিনের জন্য আমি ভীরু হয়ে গেলাম।

রসমার। যা শুরু হল? হেঁয়ালি ক'রো না।

রেবেকা। আমার মধ্যে দেখা দিল—এক বন্য, অদম্য আবেগ—। ওহ্, রসমার—!

রসমার। আবেগ? তুমি—! কিসের জন্য?

রেবেকা। তোমার জন্য।

রসমার। (লাফিয়ে উঠবার চেষ্টা করে) এ কী?

রেবেকা। (তাঁকে থামিয়ে দিয়ে) স্থির হয়ে বসো, ডিয়ার; আরও বলবার কথা আছে।

রসমার। আর তুমি বলতে চাও—যে তুমি আমাকে ভালোবেসেছ—ওই ভাবে!

রেবেকা। আমি ভেবেছিলাম একে ভালোবাসা বলাই উচিত—তখন। হ্যাঁ, আমি ভেবেছিলাম এ ভালোবাসাই। কিন্তু তা নয়। এ ছিল—আমি যা বলেছি তাই। এ ছিল একটা বন্য, অদম্য আবেগ।

রসমার। (কষ্টের সঙ্গে) রেবেকা, একি সত্যি? তুমি - তুমি নিজে—তোমার নিজের কথা বলছো?

রেবেক। হ্যাঁ, তোমার বিশ্বাস হয়, রসমার?

রসমার। তা'হলে এই কারণে - এরই প্রভাবে—তুমি 'কাজ করতে লেগে গিয়েছিলে,' তোমার ভাষায়?

রেবেকা। সমুদ্রের ঝড়ের মতো এই আবেগ আমার ওপর ভেঙে পড়েছিলো। এ ছিল সেই রকম একটা ঝড়ের মতো,

যে-রকম ঝড় উত্তর-দেশে শীতকালে মাঝে মাঝে বয়ে যায়। এ ঝড় তোমাকে ঠেলে নিয়ে যায় যে-দিকে খুশী। একে রোধ করতে পারা যায় না।

রসমার। এই ঝড় বিয়াটাকে উড়িয়ে নিয়ে গেল কারখানার সাঁকোতে।

রেবেকা। হ্যাঁ, কারণ তখন ছিল বিয়াটা আর আমার মধ্যে জীবন-মরণের লড়াই।

রসমার। নিশ্চয় তুমিই ছিলে রসমারহোমে সবচাইতে শক্তিশালী। বিয়াটা আর আমি, এই দু'জনের চাইতে।

রেবেকা। আমার নিশ্চিত বিশ্বাস ছিল যে যে-পর্যন্ত তুমি স্বাধীন না হতে পারছো, পরিস্থিতির দিক দিয়ে আর মনের দিক দিয়ে, সে-পর্যন্ত আমি তোমার কাছে পৌঁছুতে পারবো না। আমার এ বিচার ঠিকই ছিল।

রসমার কিন্তু আমি তোমার কথা বুঝতে পারছি না, রেবেকা। তুমি—তুমি নিজে—তোমার সমস্ত আচরণ আমার কাছে একটা দুর্ভেদ্য হেঁয়ালির মতো। আমি এখন স্বাধীন—মনের দিক দিয়ে আর পরিস্থিতির দিক দিয়ে। প্রথম থেকেই তোমার যে-লক্ষ্য ছিল তুমি তাতে পৌঁছে গেছ। তবু—

রেবেকা। আমার লক্ষ্য থেকে আমি এখন যত দূরে, তত দূরে আর কখনো ছিলাম না।

রসমার। কিন্তু তবু—কাল যখন আমি তোমাকে বললাম - মিনতি করে বললাম আমার স্ত্রী হতে—তখন তুমি কেঁদে উঠলে খুব ভয়ে, বললে যে তা কখনো সম্ভব নয়।

রেবেকা। আমি নৈরাশ্যভরে কেঁদে উঠেছিলাম, রসমার।

রসমার। কেন ?

রেবেকা। কারণ রসমারহোম আমার শক্তিকে নষ্ট করে দিয়েছে। আমার নির্ভীক ইচ্ছাশক্তির পাখা এখানে কেটে ফেলা হয়েছে। আমার ইচ্ছাশক্তি পঙ্গু! যে-সময়ে আমি দুনিয়ায় যে-কোনো কাজ করতে পারতাম সেই সময় চলে গিয়েছে। আমি কাজ করবার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছি, রসমার।

রসমার। এটা কি করে হলো, বল?

রেবেকা। তোমার এখানে বাস করতে করতেই তা হয়েছে।

রসমার। কিন্তু কেমন করে? কেমন করে?

রেবেকা। যখন আমি এখানে তোমার সঙ্গে একা বাস করতে লাগলাম—আর যখন তুমি আবার নিজেকে ফিরে পেলে—

রসমার। হ্যাঁ, হ্যাঁ?

রেবেকা। —কারণ যতদিন বিয়াটা বেঁচে ছিল ততদিন তুমি তোমার নিজের স্বভাবে ছিলে না—

রসমার। তোমার কথা বোধ হয় ঠিকই।

রেবেকা। কিন্তু যখন আমি দেখলাম যে এখানে তোমার জীবনের অংশ নিচ্ছি আমি,—প্রশান্তির মধ্যে—নির্জনতার মধ্যে—যখন তুমি আমার কাছে মুক্ত মনে তোমার সব চিন্তা প্রকাশ করলে—তোমার প্রত্যেক কোমল আর নাজুক অনুভূতি অসংকোচে প্রকাশ করলে—তখন আমার মধ্যে বিরাট পরিবর্তন এলো। একটু একটু করে, বুঝতেই পারছো। প্রায় অদৃশ্যভাবে—কিন্তু শেষ পর্যন্ত এমনি প্রবল শক্তিতে, যে সে-পরিবর্তন আত্মার গভীরেও গিয়ে পৌঁছালো।

রসমার। ওহ, একি সত্যি, রেবেকা?

রেবেকা। বাকী আর সবকিছু—সেই বীভৎস ইন্দ্রিয়-উত্তেজক বাসনা—আমার থেকে দূরে—অনেক দূরে সরে গেল। সব কামনার ঘূর্ণাবর্ত শান্ত নীরব স্থির হয়ে গেল। আমার আত্মায় প্রশান্তি নেমে এলো—এমন একটা নীরবতা, যেমন নীরবতা মধ্যরাত্রের সূর্যালোকে আলোকিত উত্তর দেশের গিরিচূড়ায়।

রসমার। এ-সম্বন্ধে আরো বলো আমাকে। যতোটা পারো বলো।

রেবেকা আর বেশী কিছু বলবার নেই, ডিয়ার। শুধু এইটুকু বলবার আছে—আমার মধ্যে প্রেমের জন্ম হলো। সেই মহৎ নিঃস্বার্থ প্রেমের জন্ম হলো, যে-প্রেম তোমার-আমার মতো জীবন নিয়ে পরিতৃপ্ত।

রসমার। আহা, আমি যদি এর বিন্দুমাত্র আভাস পেতাম!

রেবেকা যা হয়েছে এই ভালো। গতকাল—যখন তুমি জিজ্ঞেস করলে আমি তোমার স্ত্রী হব কিনা—তখন আনন্দে আমার কান্না এলো—

রসমার। হ্যাঁ, তুমি কেঁদে উঠলে, রেবেকা! আমি ভেবেছিলাম সেটাই তোমার কান্নার মানে।

রেবেকা। হ্যাঁ, এক মুহূর্তের জন্য আমি কেঁদেছিলাম। আমার আত্মবিস্মৃতি ঘটেছিল। আমার পুরনো হ্লাদিনী ইচ্ছেই মুক্তি পাবার জন্য সংগ্রাম করছিল। কিন্তু তার আর কোনো উদ্যমই অবশিষ্ট নেই—নেই আর সইবার ক্ষমতা।

রসমার। এমনটা যে ঘটলো, তার কারণ কী বলে তোমার মনে হয়?

রেবেকা। এ হচ্ছে রসমারদের জীবনদর্শন—অথবা, অন্তত তোমার জীবনদর্শন—যা আমার ইচ্ছা-শক্তিকে সংক্রামিত করেছে।

রসমার। সংক্রামিত করেছে?

রেবেকা। আর অসুস্থ করে তুলেছে। এমন আইনের শিকলে বেঁধেছে যার কোনো ক্ষমতাই ছিল না আমার ওপর। তুমি—তোমার সঙ্গে জীবন-যাপন—আমার মনকে মহৎ করেছে—

রসমার। আহা, এ যদি আমি বিশ্বাস করতে পারতাম!

রেবেকা। তুমি নিরাপদে বিশ্বাস করতে পারো! রসমার জীবন-দর্শন মহৎ করে। কিন্তু—(মাথা দুলিয়ে) কিন্তু—কিন্তু—

রসমার। ?—? বলে ফেল?

রেবেকা। —কিন্তু এ জীবনদর্শন সুখকে হত্যা করে।

রসমার। তাই কি তোমার মনে হয়, রেবেকা?

রেবেকা। অন্তত আমার সুখকে হত্যা করেছে।

রসমার। হ্যাঁ, কিন্তু এই কি তোমার নিশ্চিত ধারণা? আমি যদি আবার তোমাকে চাইতাম—? যদি আমি ভিক্ষে কবতাম আব মিনতি করতাম—?

বেবেকা। ডিযার,—ও-কথা তুমি আব বলো না! এ অসম্ভব—! কারণ তোমার জানা দরকার, রসমার, যে আমার একটা—একটা অতীত ইতিহাস আছে।

রসমার। যা তুমি বলেছ তাব পবেও?

রেবেকা। হ্যাঁ। আরও কিছু এবং আলাদা ধরনের কিছু।

রসমার। (ঈষৎ হেসে) আশ্চর্য নয়, রেবেকা? ওই রকম ধারণা মাঝে মাঝে আমার মনেও জেগেছে।

রেবেকা। জেগেছে? তা সত্ত্বেও—? তার পরেও—?

রসমার। আমি কখনও বিশ্বাস করি নি। এই চিন্তা নিয়ে মনে মনে আমি শুধু খেলা করতাম।

রেবেকা। যদি তুমি শুনতে চাও, তা'হলে আমি তোমাকে সব কথাই বলব, এক্ষুণি।

রসমার। (বাধা দিয়ে) না, না। আমি একটি কথাও শুনতে চাই না। যাই কিছু ঘটে থাকুক—আমি তা ভুলতে পারি।

রেবেকা। কিন্তু আমি পারি না।

রসমার। ওহ, রেবেকা—!

রেবেকা। হ্যাঁ, রসমার—এটাই হচ্ছে এর ভয়ানক দিক: যে এখন, যখন জীবনের সব সুখ আমার হাতের মুঠির মধ্যে—তখন আমার মনের রূপান্তর ঘটেছে, আর আমার নিজের অতীত এই সুখ থেকে আমাকে বিছিন্ন করে দিচ্ছে।

রসমার। তোমার অতীত মরে গেছে, রেবেকা। তোমার ওপর এর আর কোনো প্রভাব নেই—এই অতীত এখন আর তোমার অংশ নয়।

রেবেকা। এ শুধু কথার কথা, ডিয়ার। আর নিষ্পাপবোধ? তা আমি পাব কোথা?

রসমার। (বিষণ্ন হয়ে) আহ—নিষ্পাপবোধ।

রেবেকা। হ্যাঁ, নিষ্পাপবোধ। সেই তো শান্তি আর সুখের উৎস! এই মূল সত্যটাই তো আগামী যুগের সুখী মহৎ মানুষদের মনে তোমার সঞ্চারিত করে দেওয়ার কথা—

রসমার। ওহ, আমাকে সেকথা মনে করিয়ে দিও না। এ ছিল শুধু একটা ক্ষণিকের স্বপ্ন, রেবেকা—একটা অপরিণত চিন্তা,

যাতে আমি আর বিশ্বাস করি না।—না, আমরা বাইরে থেকে মহৎ হয়ে উঠতে পারিনে, রেবেকা।

রেবেকা। (ধীর কণ্ঠে) প্রশান্ত প্রেমও কি মহৎ করতে পারে না, রসমার ?

রসমার। (চিন্তিত হয়ে) হ্যাঁ—সেটা একটা প্রকাণ্ড ব্যাপার হতো—জীবনের প্রায় সবচাইতে গৌরবজনক ঘটনা হতো—যদি তাই ঘটতো। (অস্বস্তির সাথে) কিন্তু এ বিষয়ে কি করে আমি নিশ্চিত হতে পারি ? কি করে আমি বিশ্বাস করতে পারি ?

রেবেকা। তুমি কি আমাকে বিশ্বাস করো না, রসমার ?

রসমার। রেবেকা, কেমন করে তোমাকে বিশ্বাস করতে পারি, পুরো-পুরি ? এতদিন যাবৎ কত কিছু তুমি ভান করে এসেছ, কত কিছু লুকিয়ে এসেছো। এখন আবার তুমি একটা নতুন কথা বলছ। এ-সবের কোন গোপন উদ্দেশ্য যদি থেকে থাকে, তবে পরিষ্কার করে আমাকে বল সেটা কি। এর দ্বারা কি তুমি কোনো স্বার্থ-সাধন করতে চাও ? তুমি জান তোমার জন্য আমি সানন্দে সবকিছু করব।

রেবেকা। (ব্যথিত হয়ে) এত সন্দেহ—। রসমার—রসমার—।

রসমার। হ্যাঁ, এ কি এক ভীষণ যন্ত্রণা নয়, রেবেকা ? কিন্তু আমি নিরুপায়। আমার এ সন্দেহ কিছুতেই দূর হবে না। আমি কখনই স্থির-নিশ্চয় হতে পারবো না যে আমার প্রতি তোমার প্রেম বিশুদ্ধ আর নির্মল।

রেবেকা। তোমার হৃদয়ের গভীর কন্দরে এমন কিছু কি নেই যা বলে দিতে পারে যে আমি বদলে গেছি ?—যা বলে দিতে পারে যে আমার এই পরিবর্তন তোমার জন্য—শুধু তোমারই জন্য ?

রসমার। রেবেকা—আমি যে কারো রূপান্তর ঘটাতে পারি, এ-কথা আমি আর বিশ্বাস করিনে। আমার নিজের ওপর আমার আর কোনোই বিশ্বাস নেই। আমি নিজের ওপরও বিশ্বাস রাখিনে তোমাকেও বিশ্বাস করিনে।

রেবেকা (অপ্রসন্ন দৃষ্টিতে) তা'হলে তুমি জীবন যাপন করবে কি করে ?

রসমার তা আমি জানিনে। আমি এখন ভাবতে পারছিনে। আমি যে বাঁচার মতো বাঁচতে পারবো তা মনে করিনে।—আর দুনিয়ায় এমন কিছুই দেখছিনে যার জন্য আমি প্রাণ-ধারণ করতে পারি।

রেবেকা ওহ, জীবন—জীবনের রূপান্তর ঘটবে। জীবনকে আমরা শক্ত করে আঁকড়ে থাকবো, রসমার।—আমাদের হতাশার শীগ্‌গিরই অবসান ঘটবে।

রসমার (অস্থিরভাবে লাফিয়ে উঠে) তা'হলে আমাকে আমার বিশ্বাস আবার ফিরিয়ে দাও! তোমার ওপর বিশ্বাস, রেবেকা! তোমার প্রেমের ওপর বিশ্বাস। প্রমাণ। আমি প্রমাণ চাই!

রেবেকা। প্রমাণ ? প্রমাণ তোমাকে আমি কি করে দিতে পারি—?

রসমার প্রমাণ তোমাকে দিতেই হবে। (ঘরের অন্যদিকে গিয়ে) এই নিঃসঙ্গতা—এই ভয়াবহ শূন্যতা—এই—এই—

[হলঘরের দরোজায় প্রবল করাঘাত]

রেবেকা। (চেয়ার থেকে চমকে উঠে দাঁড়িয়ে) ওই যে—শুনছো ?

[দরোজা খুলে গেল। উলরিক ব্রেণ্ডেল প্রবেশ করলো। গায়ে সাদা শার্ট, কালো কোট, এবং পায়ে ভালো বুট। তাতে ট্রাউজার গুঁজে দেওয়া। অন্যথায় তার পোশাক প্রথম অঙ্কের অনুরূপ। তাকে উত্তেজিত দেখাচ্ছে।]

রসমার। ও, আপনি, মিঃ ব্রেণ্ডেল।

ব্রেণ্ডেল। জোহানেস, মাই বয় —স্বাগতম—এবং বিদায়!

রসমার। এমন অসময়ে আপনি যাচ্ছেন কোথায়?

ব্রেণ্ডেল। পাতাল।

রসমার। কি ব্যাপার—?

ব্রেণ্ডেল। আমি বাড়ীর দিকে যাচ্ছি, প্রিয় শিষ্য আমার। মহান শূন্যতার জন্য আমি বাড়ী ফিরে যেতে উদগ্রীব হয়ে উঠেছি।

রসমার। আপনার একটা-কিছু ঘটেছে, মিঃ বেণ্ডেল। ব্যাপারটা কি?

ব্রেণ্ডেল। আমার রূপান্তর তা'হলে তুমি লক্ষ্য কবেছ? হ্যাঁ—তা তুমি করবে বই কি। আমি যখন সর্বশেষ বার এই গৃহে পদার্পণ করেছিলাম—তখন আমি তোমার সামনে বুক ঠুকে দাঁড়িয়েছিলাম একজন সারবান ব্যক্তি হিসেবে।

রসমার। সত্যি! আমি ঠিক বুঝতে পারছিনে—

ব্রেণ্ডেল। কিন্তু আজ রাত্রে এই যে আমাকে তুমি দেখছ, আজ আমি দাঁড়িয়ে আছি আমার প্রাসাদের ভগ্ন-স্তূপের ওপর এক সিংহাসন-হারা রাজার মতো।

রসমার। আমি যদি আপনার জন্য কিছু করতে পারি—

ব্রেণ্ডেল। সেই কিশোর-হৃদয় তোমার এখনো আছে, জোহানেস। তুমি আমাকে কর্জ দিতে পারো?

রসমার। হ্যাঁ, হ্যাঁ, সানন্দে।

ব্রেণ্ডেল। তুমি আমাকে দু'একটি আদর্শ ধার দিতে পারো?

রসমার। বলেন কি আপনি?

ব্রেণ্ডেল। দু'একটি ছুঁড়ে ফেলা-দেওয়া আদর্শ। দিলে ভারী দয়ার কাজ হতো। কারণ আমি এখন পরিষ্কার আউট হয়ে গেছি, মাই বয়। আমি এখন সর্বস্বান্ত, ভিক্ষুক।

রেবেকা। আপনি কি আপনার বক্তৃতা দেন নি?

ব্রেণ্ডেল। না, মোহিনী মহিলা। আপনি কি ভাবছেন? আমি যখন দাঁড়িয়ে তৈরী হয়েছি আমার অজস্র চিন্তাধারা উদগীরণ করতে, ঠিক তখনই এই শোকাবহ আবিষ্কার করলাম যে আমি দেউলিয়া।

রেবেকা কিন্তু আপনার যাবতীয় অলিখিত রচনাবলী—?

ব্রেণ্ডেল। দীর্ঘ পঁচিশ বছর ধরে আমি কৃপণের মতো আগলে থেকেছি ডবল তালা-দেওয়া আমার এই বক্ষ-ভাণ্ডার। তারপর গতকাল—যখন এই ধনভাণ্ডার খুললাম এবং সর্বসাধারণকে দেখাতে চাইলাম, তখন দেখি যে কিছুই নেই। কালের দন্তঘর্ষণে আমার চিন্তা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেছে। এ ধনভাণ্ডারে কিছুই পাওয়া গেল না।

রসমার। কিন্তু আপনি কি এ-ব্যাপারে নিশ্চিত হয়েছেন?

ব্রেণ্ডেল। এতে আর সন্দেহের অবকাশ নেই, মাই ডিয়ার ফেলো। প্রেসিডেণ্ট মশাই আমাকে তা বুঝিয়ে দিয়েছেন।

রসমার। প্রেসিডেন্ট?

ব্রেণ্ডেল। ওয়েল, ওয়েল—তা'হলে হিজ এক্সেলেন্সি।

রসমার। আপনার কথার মানে?

ব্রেণ্ডেল। মানে পিটার মর্টেন্সগোর।

রসমার। কি বললেন?

ব্রেণ্ডেল। (রহস্যজনক স্বরে) চুপ, চুপ, চুপ। পিটার মর্টেন্সগোরই হচ্ছেন ভবিষ্যতের প্রভু আর নেতা। তাঁর চাইতে মান্য ব্যক্তির সামনে আমি আর কখনো দাঁড়াইনি। পিটার মর্টেন্সগোরের কাছে রয়েছে সর্বময় ক্ষমতার গোপন রহস্য। যা খুশী তাই তিনি করতে পারেন।

রসমার। ওহ্, সেকথা বিশ্বাস করবেন না।

ব্রেণ্ডেল। হ্যাঁ, মাই বয়। কারণ পিটার মর্টেন্সগোর যতটুকু করতে পারেন তার চাইতে বেশী কখনো ইচ্ছে করেন না। পিটার মর্টেন্সগোর আদর্শ ছাড়াই জীবন যাপন করতে পারেন। আর সেটাই, বুঝলে কিনা – সেটাই হচ্ছে কর্মসাফল্য আর বিজয়ের বিরাট রহস্য। এই হচ্ছে সারা দুনিয়ার জ্ঞানের সারাৎসার।

রসমার। (নীচু স্বরে) এখন আমি বুঝতে পারছি—কেন আপনি দারিদ্র্যের বোঝা নিয়ে এখান থেকে চলে যাচ্ছেন।

ব্রেণ্ডেল। তা'হলে তোমার পুরানো শিক্ষকের একটা উপদেশ নাও। তোমার মনে যে-ছাপ সে একদিন দিয়েছিলো তা তুমি একেবারেই মুছে ফেলো। চোরাবালির ওপর তোমার ঘর বানিও না। ভবিষ্যতের কথা ভাবো—সাবধানে পথ চলো—এই সুন্দরী রমণীর ওপর ভরসা করে ঘর বানাবার আগে, যে-সুন্দরী রমণী তোমার জীবনকে মধুময় করে রেখেছে।

রেবেকা। আপনি কি আমাকেই বোঝাচ্ছেন ?

ব্রেণ্ডেল। হ্যাঁ, মোহিনী জলকন্যে।

রেবেকা। আমার ওপর ভরসা করা চলে না কেন ?

ব্রেণ্ডেল। (এক পা কাছে এগিয়ে এসে) শুনলাম আমার প্রাক্তন শিষ্যের লক্ষ্য হচ্ছে একটা মহৎ আদর্শকে জয়যুক্ত করা।

রেবেকা। তাতে কি হল—?

ব্রেণ্ডেল। বিজয় অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু—আমার কথা খেয়াল করুন—একটা অপরিহার্য শর্তে।

রেবেকা। সেটা হচ্ছে—?

ব্রেণ্ডেল। (কোমলভাবে তার মণিবন্ধ ধরে) যে নারী তাকে ভালোবাসে সে সানন্দে রান্নাঘরে গিয়ে তার কোমল গোলাপী-সাদা ক'ড়ে আঙুলটা কেটে ফেলবে—এখানে—ঠিক এই মধ্যের গ্রন্থিটাতে। অধিকন্তু, উপর্যুক্ত প্রেমময়ী নারী—তেমনি সানন্দে—তার অতুলনীয়ভাবে সুগঠিত বাম কর্ণ ছেদন করবে। (তাকে ছেড়ে দিয়ে রসমারের দিকে ফিরল) বিদায়, আমার বিজয়ী জোহানেস।

রসমার। আপনি এখুনি চললেন ? এই অন্ধকার রাত্রে ?

ব্রেণ্ডেল অন্ধকার রাত্রিই সবচাইতে ভালো। কামনা করি তুমি শান্তিতে থাকো।

[সে চলে গেল। ঘরে ক্ষণিক নীরবতা।]

রেবেকা। (ঘন ঘন নিঃশ্বাস নিয়ে) ভারী গুমট বোধ হচ্ছে এখানে।

[জানালা খুলে দিয়ে সেখানে দাঁড়িয়ে রইল]

রসমার। (স্টোভের পাশে আর্মচেয়ারে বসে) আর কোনো উপায় আমি দেখছিনে, রেবেকা। আমি বুঝতে পারছি। তোমাকে চলেই যেতে হবে।

রেবেকা। হ্যাঁ, আর কোনো উপায় দেখছিনে।

রসমার। এসো, আমাদের শেষ মুহূর্তের সদ্ব্যবহার করি। এখানে আমার পাশে এসে বসো।

রেবেকা। (সোফায় গিয়ে বসে) তুমি আমাকে কি বলতে চাও, রসমার?

রসমার। প্রথম কথা হচ্ছে, তোমাকে আমি বলতে চাই, ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তোমার উদ্বিগ্ন হওয়ার দরকার নেই।

রেবেকা। (ঈষৎ হেসে) হুম্, আমার ভবিষ্যৎ।

রসমার। বহুদিন আগেই আমি সব ব্যবস্থা করে রেখেছি। যাই কিছু ঘটুক, তোমার ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

রেবেকা। তাও তুমি করে রেখেছ, ডিয়ার?

রসমার। তুমি নিশ্চয়ই তা জেনে থাকবে।

রেবেকা। অনেক দিন আগেই আমি এ-সব কথা ভেবে রেখেছি।

রসমার। হ্যাঁ, হ্যাঁ—তুমি ভেবেছিলে আমাদের মধ্যে যে-রকম সম্পর্ক ছিল সেই রকমই সব সময় থাকবে।

রেবেকা। হ্যাঁ, আমি সেই রকমই ভেবেছিলাম।

রসমার। আমিও তেমনি ভেবেছিলাম। কিন্তু যদি আমার মৃত্যু ঘটতো—

রেবেকা। ওহ, রসমার—তুমি আমার চাইতে বেশীদিন বাঁচবে।

রসমার। নিশ্চয় আমার মূল্যহীন জীবনটা আছে আমারই হাতের মুঠোয়।

রেবেকা। তার মানে? তুমি কোনোদিন চিন্তা করো নি যে—।

রসমার। তুমি কি মনে করছো যে সেটা খুব অদ্ভুত হবে? এই শোকাবহ, শোচনীয় পরাজয়ের পর। আমি—যার

কথা ছিল একটা মহৎ আদর্শকে বিজয়ী করা—আমি কি সংগ্রাম শুরু হওয়ার আগেই পৃষ্ঠপ্রদর্শন কবি নি ?

রেবেকা। সংগ্রাম আবার শুরু কর, রসমার। শুধু চেষ্টা কর, তা'হলেই তুমি দেখতে পাবে, তুমি বিজয়ী, হয়েছ। তুমি শত শত—সহস্র সহস্র মানুষকে মহৎ করেছ। শুধু চেষ্টা করে দেখ।

রসমার। ওহ, রেবেকা—মানুষকে মহৎ করবো আমি, যে নাকি নিজেরই আদর্শে বিশ্বাস করে না।

রেবেকা। কিন্তু তোমার আদর্শ ইতিমধ্যেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে। তুমি অন্তত একজন মানুষকে মহৎ করেছ—আমার জীবনের অবশিষ্ট দিনের জন্য তুমি আমাকে মহৎ করেছ।

রসমার। আহা—যদি আমি তোমাকে বিশ্বাস করতে সাহস করতাম !

রেবেকা। (তাঁর দু'হাত চেপে ধরে) রসমার—তুমি কি এমন কোনো উপায়—এমন কোনো উপায়ের কথা বলতে পারো যাতে তুমি বিশ্বাস করতে পারো ?

রসমার। (যেন ভয়ে চমকে উঠলেন) ওকথা বলো না। ওকথা বাদ দাও, রেবেকা! আর একটিও কথা নয়।

রেবেকা। হ্যাঁ, ঠিক এই কথাটাই আমাদের আলোচনা করতে হবে। তুমি কি এমন কোনো উপায়ের কথা জানো না যাতে এই সন্দেহ দূর হয় ? আমি তো কোনো উপায়ের কথা জানি না।

রসমার। তুমি যে জানো না এটা তোমার জন্য ভালোই।—এটা আমাদের দু'জনের জন্যই ভালো।

রেবেকা। না, না, না।—আমাকে এমন দূরে ঠেলে দিতে পারবে না। তোমার যদি এমন কোনো উপায় জানা থাকে

যাতে আমি তোমার চোখে নির্দোষ প্রমাণিত হতে পারি, তবে তা জানবার অধিকার আমার আছে।

রসমার। (যেন নিজের ইচ্ছের বিরুদ্ধে বলতে বাধ্য হয়ে) তা'হলে দেখা যাক। তুমি বলছ যে তোমার মধ্যে আমার জন্য প্রভূত প্রেম আছে; বলছ যে আমারই দ্বারা তোমার মন মহৎ হয়েছে। তাই কি? তোমার এই হিসেব কি ঠিক, রেবেকা? অঙ্কটা কি আমরা কষে দেখতে পারি? কি বল?

রেবেকা। আমি তৈরী।

রসমার। যে-কোনো সময়?

রেবেকা। যখন তোমার খুশী। যত শীগ্‌গির হয় ততই ভালো।

রসমার। তা'হলে দেখা যাক, রেবেকা—তুমি আমার জন্য—এই সন্ধ্যাতেই—(থেমে গিয়ে) না, না, না!

রেবেকা। হ্যাঁ, রসমার! হ্যাঁ! আমাকে বলো, তারপরেই তুমি দেখতে পাবে।

রসমার। তোমার কি সাহস আছে—তোমার মনের বল আছে—যেমন উলরিক ব্রেণ্ডেল বললেন, সানন্দে—আমার জন্য আজ রাত্রে—সানন্দে—সেই পথে যেতে পারো যে পথে বিয়াটা গিয়েছে?

রেবেকা। (ধীরে ধীরে সোফা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে; প্রায় ফিস ফিস করে) রসমার—!

রসমার। হ্যাঁ, রেবেকা—এই প্রশ্নই চিরদিন আমার মনে খচখচ করবে—তুমি চলে যাওয়ার পর। প্রতি দিন প্রতি ঘণ্টায় এ প্রশ্ন আমার মনে ঘুরে ঘুরে জাগবে। আমি যেন

তোমাকে আমার ঠিক চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি। তুমি দাঁড়িয়ে আছো সেই সাঁকোর ওপরে—একেবারে মাঝখানে। এবার তুমি রেলিং-এর ওপর দিয়ে ঝুঁকে পড়ছো—নীচের তীব্র জলস্রোত তোমাকে নীচের দিকে টানছে—টানছে! না——তুমি ভয়ে সরে এলে। বিয়াটা যা করতে পেরেছিল তা করার সাহস তোমার নেই।

রেবেকা। কিন্তু সে সাহস যদি আমার থাকে? আর যদি সানন্দেই আমি তা করতে পারি? তা'হলে?

রসমার তা'হলে আমি তোমাকে বিশ্বাস করতে পারবো। আমার আদর্শের ওপর আমি বিশ্বাস ফিরে পাবো। মানুষকে মহৎ করার ক্ষমতা যে আমার আছে তা বিশ্বাস করবো। মানুষের আত্মার মহৎ হবার ক্ষমতায় বিশ্বাস ফিরে পাবো।

রেবেকা। (ধীরে ধীরে শাল উঠিয়ে নিয়ে মাথায় জড়িয়ে শান্ত কণ্ঠে বললো) তোমার বিশ্বাস তুমি ফিরে পাবে।

রসমার। সে মনোবল আর সে সাহস তোমার আছে, রেবেকা?

রেবেকা। সে তুমি দেখতে পাবে আগামী কাল—অথবা তারপরে —যখন আমার লাশ পাওয়া যাবে।

রসমার। (নিজের কপালে হাত রেখে) একটা ভয়াবহ আকর্ষণ আছে যেন এর মধ্যে—!

রেবেকা। কারণ আমি সেখানে থাকতে চাইনে। যতক্ষণ দরকার তার বেশী না। আমার লাশ খুঁজে আনবার ব্যবস্থা তোমাকে করতে হবে।

রসমার। (লাফিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে) কিন্তু এইসবই—পাগলামি ছাড়া আর কিছু নয়। হয় যাও—আর নয় থাকো। আমি শুধু তোমার কথাই মেনে নেব—এবারও।

রেবেকা। কথার কথা, রসমার! কাপরুষের মতো অজুহাত আর নয়, ডিয়ার! আজকের পর আমার শুধু-শুধু কথায় তুমি বিশ্বাস করবে কি করে?

রসমার। তোমার পরাজয় দেখতে আমি সঙ্কুচিত হচ্ছি, রেবেকা!

রেবেকা। পরাজয় আমার হবে না।

রসমার। হ্যাঁ, হবে। বিয়াটার পথে তুমি কখনই যেতে পারবে না।

রেবেকা। পারবো না তুমি মনে করছো?

রসমার। কখনই না। তুমি বিয়াটাব মতো নও। জীবনের বিকৃত দৃষ্টিতে তুমি আচ্ছন্ন নও।

রেবেকা। কিন্তু আমি রসমারহোমের জীবন-দৃষ্টিতে আচ্ছন্ন—এখন। যে পাপ আমি করেছি—তার প্রায়শ্চিত্ত করাই আমার উচিত।

রসমার। (তার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে) এই তোমার মত?

রেবেকা। হ্যাঁ।

রসমার। (দৃঢ় স্বরে) বেশ, তা'হলে আমি আমাদের মুক্ত জীবন-দৃষ্টিতে অটল রইলাম, রেবেকা। আমাদের ওপর আর কোনো বিচারক নেই; কাজেই, আমাদেরকেই এখন আমাদের নিজেদের ওপর সুবিচার করতে হবে।

রেবেকা। (তাঁকে ভুল বুঝে) হ্যাঁ, তা ঠিক— তাও ঠিক। আমি চলে গেলে, তোমার মধ্যে যা ভালো তা বেঁচে যাবে।

রসমার। আমার মধ্যে বাঁচিয়ে রাখবার মতো কিছু আর অবশিষ্ট নেই।

রেবেকা। হ্যাঁ, আছে। কিন্তু আজ থেকে আমি শুধু তোমার যাত্রাপথের কণ্টক হয়েই রইব। আমাকে সরে যেতেই হবে। এখন

থেকে আমার নিজের পঙ্গু-জীবন আমার পেছনে ধাওয়া করবে ; তা'হলে কেন আমি দুনিয়ায় বেঁচে রইব ? যে সুখ অতীতে বিলীন হয়ে গেছে, দিনরাত কেন আমি তার কথা ভেবে মরব ? এ খেলা আমি সাঙ্গ করব, রসমার।

রসমার। তুমি যদি যাও—তা'হলে আমিও তোমার সাথে যাব।

রেবেকা। (ক্ষীণ হাসি হেসে, মৃদু স্বরে) হ্যাঁ, এসো আমার সাথে —দ্যাখো –

রসমার। আমি তোমার সাথে যাবই, এই আমি তোমাকে বললাম।

রেবেকা। হ্যাঁ, পায়ে-হাঁটা সাঁকো অব্দি। তুমি তো জান, তুমি কখনো এর ওপর যাওয়ার সাহস কর না।

রসমার। তুমি তা লক্ষ্য করেছ ?

রেবেকা। (ব্যথাদীর্ণ স্বরে) হ্যাঁ।—এই জন্যই তো আমার প্রেম আশাহীন হয়ে গেল।

রসমার। রেবেকা।—এখন আমি তোমার মাথার ওপর হাত রাখলাম (মাথায় হাত রেখে)—আর তোমাকে আমার সত্যিকারের স্ত্রী হিসেবে বিয়ে করলাম।

রেবেকা। (তাঁর দু'হাত ধরে, তাঁর বুকে মাথা রেখে) ধন্যবাদ, রসমার। (হাত ছেড়ে দিয়ে) এবার আমি যাব— সানন্দে।

রসমার। স্বামী আর স্ত্রীর এক সঙ্গে যাওয়া উচিত।

রেবেকা। শুধু সাঁকো অব্দি, রসমার।

রসমার। সাঁকোর ওপরেও। যতদূর তুমি যাবে ততদূর আমিও যাব। কারণ এখন আমার সাহস হচ্ছে।

রেবেকা। তোমার কি নিশ্চিত বিশ্বাস—যে এইটেই তোমার জন্য সবচেয়ে ভালো পথ ?

রসমার। আমি নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করি যে এইটেই আমার একমাত্র পথ।

বেবেকা। যদি এ তোমার আত্মপ্রতারণা হয় ? যদি এ শুধু একটা ভ্রান্ত বিশ্বাস হয় ? যদি এ শুধু রসমার্সহোমের একটা সাদা ঘোড়া হয় মাত্র ?

রসমার। তা হতেও পারে। কাবণ আমরা যারা ওই বাড়ীতে বাস করি তারা—কখনো তাদের হাত থেকে মুক্তি পাব না।

রেবেকা। তা'হলে থেকে যাও, রসমাব !

রসমার। স্বামী তার স্ত্রীর সঙ্গে যাবে, যেমন স্ত্রী যাবে তার স্বামীর সঙ্গে।

রেবেকা। হ্যাঁ, তা'হলে আমাকে আগে বল : তুমি আমার পেছনে পেছনে যাচ্ছ, না আমি তোমার পেছনে পেছনে যাচ্ছি ?

রসমার। সে প্রশ্নের মীমাংসা আমরা কখনই করতে পারব না।

রেবেকা। কিন্তু আমার জানবার ইচ্ছে হয়।

রসমার। আমরা দু'জনেই দু'জনের সঙ্গে যাচ্ছি, রেবেকা—আমি তোমার সঙ্গে, আর তুমি আমার সঙ্গে।

রেবেকা। আমার মনে হয় সেইটাই সত্যি।

রসমার। কারণ আমরা দু'জনে এখন এক।

রেবেকা। হ্যাঁ। আমরা এক। এসো। আমরা খুশী হয়েই যাবো।

[তাঁরা হাতে হাত ধরে হলঘর দিয়ে বামদিকে ঘুরলেন। দরোজা খোলা রইল। ঘর এক মুহূর্তের জন্য খালি। তারপর ম্যাডাম হেলসেথ ডান দিকের দরোজা খুলল।]

ম্যাডাম হেলসেথ। মিস ওয়েস্ট—গাড়ি এসেছে—(চারদিকে তাকিয়ে) এখানে নেই ? এত রাত্রে দু'জনে কি বাইরে গেলেন ? এ কেমন ধারা—! হুম্—! (হলঘরে গেল, এদিক-ওদিক দেখে আবার ফিরে এলো) বাগানের সীটেও নেই। তা'হলে গেলেন কোন্‌দিকে ? (জানালায় গিয়ে বাইরে তাকাল) ওহ, গুড গড। সেই সাদা জীবটা—। ও ঈশ্বর! দু'জনেই সাঁকোর ওপর! ঈশ্বর পাপীদের ক্ষমা করুন—দু'জনে যে হাত ধরাধরি করে আছে দেখি। (চীৎকার করে) ওহ্—নীচে—দু'জনেই পড়ে গেল! খালের মধ্যে! হেল্‌প্! হেল্‌প্ (তার হাঁটু দু'টো কাঁপছে, চেয়ারের পেছন ধরে সারা শরীর তার কাঁপছে; মুখ দিয়ে তার কথা বেরুচ্ছে না) না কেউ সাহায্য করার নেই।—মরা স্ত্রী ওদের নিয়ে গেল।

য ব নি কা

পরিশিষ্ট

ইবসেনের সংক্ষিপ্ত জীবনকথা

নরওয়ের এক সম্পন্ন ব্যবসায়ী-পরিবারে ১৮২৮ খ্রীস্টাব্দে হেনরিক ইবসেনের জন্ম। কিন্তু তাঁর বয়স যখন আট বছর, সেই সময় তাঁর পিতা দেউলিয়া হয়ে যান। উপকূলবর্তী গ্রীমস্ট্যাড শহরে কয়েক বছর চিকিৎসা-বিদ্যায় শিক্ষা-নবিশী করা কালে ইবসেন রঙ্গমঞ্চের প্রতি আকৃষ্ট হন। ১৮৫১ সালে তিনি বার্জেন নগরের রঙ্গমঞ্চের মঞ্চ-পরিচালক নিযুক্ত হন এবং ১৮৫৭ সাল পর্যন্ত এই কাজ করেন। পরে তিনি রাজধানীতে জাতীয় রঙ্গমঞ্চের শিল্প-পরিচালক নিযুক্ত হন, কিন্তু অর্থনৈতিক দিক দিয়ে বিশেষ-কিছু সুবিধে হয় না। ১৮৫০ সালেই তিনি নাটক লেখা আরম্ভ করে-ছিলেন, কিন্তু বারো বছরেও স্বীকৃতিলাভে ব্যর্থ হন। নৈরাশ্য, দারিদ্র্য ও ঋণ-ভারে পীড়িত হতে থাকেন। কিছুটা এই কারণে, এবং কিছুটা রাজনৈতিক কারণে ১৮৬৪ সালে তিনি ইতালীতে স্বেচ্ছানির্বাসন বরণ করেন। প্রবাসে অবস্থানকালে নাটক রচনায় অনতিবিলম্বে খ্যাতি অর্জন করেন। ১৮৬৬ সালে নরওয়ের পার্লামেন্ট তাঁকে পেন্সন মঞ্জুর করেন। ১৮৬৪ সাল থেকে সাতাশ বছর ইবসেন ইতালী ও জার্মানীতে প্রবাসজীবন যাপন করেন, এর মধ্যে মাত্র ১৮৭৪ এবং ১৮৮৫ সালে তিনি স্বল্পকালের জন্য স্বদেশে আসেন। প্রবাসে অবস্থানকালেই তিনি তাঁর বিশ্বখ্যাত নাটকগুলি রচনা করেন, সর্বশেষ তিনটি নাটক ছাড়া। বিশ শতকের সূচনায় তিনি উন্মাদরোগে আক্রান্ত হন। এই পর্যায়ে ইবসেন বর্ণমালা শেখার জন্য বন্ধু ও পরিচিতদের কাছে সকরুণ প্রার্থনা জানাতেন। ১৯০৬ সালে তাঁর মৃত্যু হয়।

প্রকাশের বছর হিসাবে ইবসেনের নাটকের তালিকা নীচে দেওয়া হলো :

১৮৫০ ক্যাটিলিনা

১৮৫০ দি ওয়ারিয়রস্ ব্যারো

১৮৫৫ লেডি ইঙ্গার অব অস্ট্র্যাট

১৮৫৬ দি ফিস্ট অব সলহগ

॥ খ ॥

১৮৫৭ অল্যাফ লিলজেক্র্যান্স
১৮৫৮ দি ভাইকিংস এ্যাট হেলগেল্যা'
১৮৬২ লভ্‌স্ কমেডি
১৮৬৪ দি প্রিটেণ্ডার্স
১৮৬৬ ব্র্যাণ্ড
১৮৬৭ পীয়ার গিন্ট
১৮৬৯ দি লীগ অব ইয়ুথ
১৮৭৩ এম্পায়ার এ্যাণ্ড গ্যালিলিয়ান
১৮৭৭ দি পিলার্স অব সোসাইটি
১৮৭৯ এ ডল্‌স্ হাউস
১৮৮১ গোস্টস
১৮৮২ এ্যান এনিমি অব্ দি পিপ্‌ল্
১৮৮৪ দি ওয়াইল্ড ডাক
১৮৮৬ রসমার্সহোম
১৮৮৮ দি লেডি ফ্রম দি সী
১৮৯০ হেডডা গাবলার
১৮৯২ দি মাস্টার বিল্ডার
১৮৯৪ লিট্‌ল্ ইওল্‌ফ্
১৮৯৬ জন গাব্রিয়েল বর্কম্যান
১৮৯৯ হোয়েন উই ডেড এ্যাওয়েকেন